আইসিসির প্রেসিডেন্টসহ দুই কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা পৃষ্ঠা ২১

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 20 August 2026, 10th Year, Issue 492, 40 Pages

বিল গেটসের মেয়ের স্টার্টআপ ঘিরে 'কুকি স্টাফিং' বিতর্ক পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট ২০২৬, ৫ ভাদ্র ১৪৩৩, ৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯২, পৃষ্ঠা ৪০

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল

২৩তম রাষ্ট্রপ্রধান

বর্ণিল রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মির্জা ফখরুল ইসলাম দল থেকে পেয়েছেন সবচেয়ে সম্মানের আসন।

ঢাকা অফিস

ছিলেন দলের মহাসচিব। এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার সংসদ সদস্যদের ভোটে আগামী ৫ বছরের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শিক্ষকতা থেকে রাজনীতি। কর্মী থেকে দলের মহাসচিব। পৌর চেয়ারম্যান থেকে বড় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।

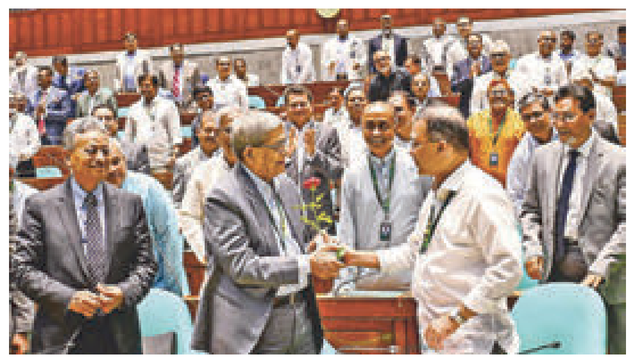

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

এখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে। এক বর্ণিল রাজনৈতিক কর্মজীবনের অধিকারী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দল থেকে পেয়েছেন সবচেয়ে সম্মানের আসন। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ অধিবেশন কক্ষে বেলা দুইটা থেকে তিন ঘণ্টার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

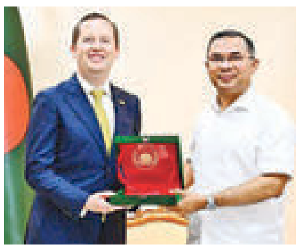

মার্কিন বিশেষ দূত সার্জিও গর ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন গতি

শিব্বীর আহমেদ, ওয়াশিংটন ডিসি

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৌশলগত সহযোগিতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং রোহিঙ্গা সংকটকে ঘিরে দুই দেশের যোগাযোগও বাড়ছে। বিশেষ করে চলতি বছরের বাণিজ্য চুক্তি এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গরের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর দুই দেশের সম্পর্কের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্বকে নতুন করে সামনে এনেছে।

মার্কিন বিশেষ দূত সার্জিও গর ৩০ জুলাই থেকে ১ আগস্ট বাংলাদেশ সফর করেন। সফর শেষে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস জানায়, তাঁর সফর বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের পরিধি ও গভীরতা তুলে ধরেছে এবং দুই দেশের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আছে অর্জন, সামনে চ্যালেঞ্জও কম নয়

সরকারের প্রথম ৬ মাস

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রায় দুই দশক পর রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে বিএনপি সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখাকে প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ছয় মাস পর সরকারের অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাজনৈতিক মহল, অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বারবার কাঁদলেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় বিদায়ী বক্তব্য দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন দলের সদ্য সাবেক মহাসচিব ও রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দায়িত্ব পালনের সময় কোনো ভুল বা অজান্তে কারও মনে আঘাত দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ইরানের অর্থনীতি ধ্বংসের পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত অটল থাকবেন?

ট্রাম্পের নতুন কৌশল

সিএনএন

ওয়াশিংটন—ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও নতুন কৌশল সামনে এনেছেন। আর বরাবরের মতো এবারও সেটি এসেছে বড়সড় হুমকির ভাষায়।

তবে রাজনৈতিক মূল্য চড়া হতে শুরু করলে ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াবেন কি না, সেটি দেখার জন্য বিশ্বকে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

বুধবার ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দেন, ইরানের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে "যেকোনো দেশের বিরুদ্ধে এ যাবৎ নেওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অভিযান"।

নতুন এই কৌশলকে অনেকটা মুখরক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কারণ সামরিক হামলা চালিয়ে ইরানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারেননি ট্রাম্প। একইভাবে প্রণোদনা দিয়ে পারমাণবিক আলোচনা শুরুর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেটিও সফল হয়নি। গত ছয় মাসের এই সংঘাতে এরই মধ্যে এতবার কৌশল বদলেছে ও সিদ্ধান্ত পাল্টেছে যে সেগুলোর হিসাব রাখাই কঠিন।

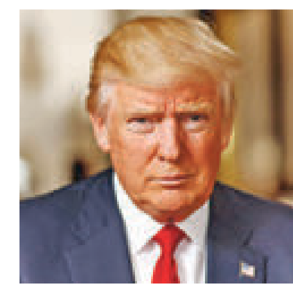

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বন্ধ করেছেন। CNN-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তার প্রশাসন রাজনৈতিক মিত্রদের জানিয়েছে, এখন তারা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ক্ষয়যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে। ট্রাম্পের ধারণা, এই চাপ ইরানের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেশটির সরকারকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে।

বুধবার ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, "এই মুহূর্তে পরিস্থিতি খুবই ভালো।" অথচ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি যে যুদ্ধকে 'জয়' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, সেটি এখন ষষ্ঠ মাসে প্রবেশ করেছে।

পরবর্তী এক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে ট্রাম্প আরও

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS
WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
www.ahmedattorneys.com
AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills   Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

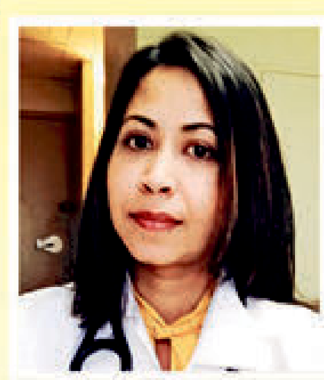

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

আসিফ মুর্তজা

বিএনপি সরকার ভূতের মতো পেছনে হাঁটছে

এনসিপির গোলটেবিলে বক্তারা

ঢাকা অফিস

গুম প্রতিরোধ, মানবাধিকার কমিশন আইনসহ সংস্কার প্রশ্নে বিএনপি ভূতের মতো পেছনে হাঁটছে। গণভোটে অনুমোদন জুলাই জাতীয় সনদ অনুযায়ী সংস্কার বাস্তবায়ন না করে প্রতারণা করছে। বিএনপি নিজের ৩১ দফা প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করছে না।

মঙ্গলবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এনসিপি সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও গুম প্রতিরোধ খসড়া আইন ২০২৬ : আইনি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন বক্তারা।

গুমের তদন্ত পুলিশকে দিয়ে করানো, মানবাধিকার কমিশন গঠনের বাছাই কমিটিতে সরকারের একচ্ছত্র প্রভাব, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার মানবাধিকার লঙ্ঘনে তদন্ত কমিশনের না করাসহ বিভিন্ন প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন তারা।

এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক আরমান হুসাইনের সঞ্চালনায় গোলটেবিলে দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া ফুয়াদ, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. শরীফ ভূঁইয়া, সাবেক বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সাবেক সদস্য ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন, গণভোট বাস্তবায়ন নাগরিক ফোরামের আহ্বায়ক ফাহিম মাশরুর প্রমুখ বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক গুম কমিশনের সদস্য নাবিলা ইদ্রিস।

এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা গুম প্রতিরোধ এবং মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ বিএনপি পাস না করে সংসদে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আরও ভালো আইন হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, বরং আগের চেয়ে খারাপ আইন করা হচ্ছে, যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

আলোকচিত্রী শহিদুল আলম বলেন, আমরা আজকে মুক্তভাবে কথা বলতে পারছি—এটা একটা বিশাল ব্যাপার, যা ভুলে গেলে চলবে না। এই পরিবেশকে ধরে রাখতে বাহিনী ও সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করে এমন আইন করার দাবি জানান তিনি।

অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন ও কার্যকর না করলে সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে আনা সম্ভব নয়। গুম প্রতিরোধ, মানবাধিকার কমিশন ও পুলিশ কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল বা দলীয়করণ করা হলে এগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, বিএনপি তাদের প্রতিশ্রুতি ও জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ভূতের মতো পেছনের দিকে হাঁটছে।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো অনেক কিছু ওয়াদা করে, কিন্তু বাস্তবে তা বাস্তবায়ন করে না। এই খাসলত বদলাতে হবে।

সাবেক সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য শরীফ ভূঁইয়া বলেন, মানবাধিকার কমিশন ও গুম প্রতিরোধের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল উদ্দেশ্য সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনা। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা না থাকলে কী ফল হয়, কীভাবে ফ্যাসিবাদ তৈরি হয়, তা ১৫ থেকে ১৬ বছর দেখা গেছে। পুরোনো মানবাধিকার ও গুম আইন বাতিলের সময় আরও ভালো আইন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বর্তমান খসড়া দেখে বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ড. নাবিলা ইদ্রিস বলেন, আইনের খসড়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্তের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। অভিযুক্ত বাহিনীর কাছেই পাঠানোর ব্যবস্থা এর উদাহরণ। কর্মকর্তাদের সুরক্ষার যুক্তিতে স্বাধীন তদন্ত বন্ধ করা ঠিক নয়। কর্মকর্তাদের সুরক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তা স্বাধীন তদন্তের ক্ষমতা বাতিল না করে আলাদা আইনি কাঠামো করা উচিত।

স্বামীর মৃত্যুতে প্যারোলে মুক্তি পেলেন দীপু মনি

ঢাকা ডেস্ক

ডা. দীপু মনি

স্বামী ব্যারিস্টার তৌফিক নেওয়াজের শেষ বিদায়ে অংশ নিতে ১২ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি। বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) সকাল সোয়া ৬টার দিকে মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে প্রিজন ভ্যানে করে তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।

মেয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর আগে বুধবার দীপু মনির মেয়ে তানি দিপাবলি কারাগারে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। পরে চার দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হলেও ১২ ঘণ্টার আবেদন মঞ্জুর হয়।

দীপু মনির স্বামী ব্যারিস্টার তৌফিক নেওয়াজ মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর গুলশানের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। পেশায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ও লিভারের বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।

দীপু মনির আইনজীবী গাজী ফয়সাল ইসলাম জানান, প্যারোলে মুক্তির পর দীপু মনি রাজধানীর কলাবাগানে যাবেন। সেখানে তৌফিক নেওয়াজের মরদেহ রাখা হয়েছে। এরপর তাঁর দাফনের সময় থাকবেন দীপু মনি।

জানা গেছে, তৌফিক নেওয়াজের জানাজা গুলশানের আজাদ মসজিদে এবং দাফন বনানী কবরস্থানে হওয়ার কথা রয়েছে।

২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচএস এলাকা থেকে দীপু মনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগারে আছেন।

প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনা

'মেডিকেয়ার ফর অল' নিয়ে জেফ্রিসের আপত্তি

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি 'মেডিকেয়ার ফর অল'-এর প্রতি সমর্থন না দেওয়ার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিস। নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট এই নেতা বলেছেন, আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে দলের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সাশ্রয়ী করা।

সম্প্রতি 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে জেফ্রিস বলেন, অতীতে কংগ্রেসে উত্থাপিত 'মেডিকেয়ার ফর অল' বিলের সহ-উদ্যোক্তা তিনি ছিলেন না। বরং বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করে সেটিকে আরও কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। জেফ্রিস বলেন, ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে কীভাবে সংস্কার করা যায়, সেটি খুঁজে বের করতে হবে এবং বর্তমান সমস্যাগুলো সমাধানের পর আরও ভালো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্রেটিক সোশালিস্টস অব আমেরিকা (ডিএসএ) দাবি করেছে, ২০১৯ সালে তাদের দীর্ঘ প্রচারণার চাপে জেফ্রিস 'মেডিকেয়ার ফর অল'-এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে একই সময়ে তিনি 'মেডিকেয়ার এক্স' নামে একটি পাবলিক-অপশন বিলও সমর্থন করায় ডিএসএ তার অবস্থানকে শর্তসাপেক্ষ হিসেবে দেখেছিল।

সম্প্রতি ডিএসএর প্রকাশিত কর্মসূচিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আইসিই বিলুপ্তি, সিনেট বাতিল, প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কংগ্রেসের অধীন করা এবং পুলিশ ও কারাগার ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের দাবিও রয়েছে।

জেফ্রিস স্পষ্ট করে বলেছেন, ডিএসএর ঘোষিত এজেন্ডার সঙ্গে তিনি একমত নন। তবে বিভিন্ন মতাদর্শের ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের নিয়ে হাউসে একটি বিস্তৃত ককাস গঠনের বিষয়ে তিনি আশাবাদী।

জেফ্রিসের অবস্থানের সমালোচনা করেছেন দলের প্রগতিশীল নেতারা। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি রো খান্না বলেন, 'মেডিকেয়ার ফর অল' দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। ডেমোক্র্যাটরা হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে এ বিষয়ে কংগ্রেসে সরাসরি ভোটেরও দাবি জানান তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মেহেদি হাসানও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেফ্রিসের অবস্থানের সমালোচনা করে দাবি করেছেন, ডেমোক্র্যাটদের বড় একটি অংশ 'মেডিকেয়ার ফর অল'-এর পক্ষে থাকায় জেফ্রিস এ ইস্যুতে দলের প্রগতিশীল অংশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

1st AIDE
HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION
Maa
USA

সম্পাদকীয়

জ্বালানি সংকট: অন্ধকারে সরকারের পরীক্ষা

বাংলাদেশ আবারও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি। লোডশেডিং এখন আর কেবল গ্রাম কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্যা নয়।রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকাতেও বিদ্যুৎ আসা-যাওয়ার খেলা শুরু হয়েছে। কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ নেই, কোথাও দিনে একাধিকবার বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। দেশের কোনো কোনো গ্রামীণ এলাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ।১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিংয়ের খবরও এসেছে।

এটি নিছক বিদ্যুৎ-সংকট নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্যাস, LNG, বৈদেশিক মুদ্রা, আমদানি, শিল্প উৎপাদন, কৃষি, কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি সরকারের সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন।

বর্তমান সংকটের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে গ্যাসের ঘাটতিই সবচেয়ে বড়। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ায় উৎপাদন কমছে। একই সময়ে LNG সরবরাহে একের পর এক বিঘ্ন পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। জুলাইয়ে একটি LNG টার্মিনালে দুর্ঘটনার পর গ্যাস সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। পরে সরবরাহ আংশিকভাবে ফিরলেও ঘাটতি পুরোপুরি কাটেনি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—একটি LNG টার্মিনালের সমস্যা কেন জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে এতটা নাজুক করে ফেলবে?

এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গত দেড় দশকে বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে, বিদ্যুৎকেন্দ্র বেড়েছে, গ্রিডও সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সক্ষমতা আর বাস্তব উৎপাদন এক জিনিস নয়। জ্বালানি না থাকলে হাজার হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্রও কার্যত অচল। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, গ্যাস, কয়লা ও তরল জ্বালানির ঘাটতির কারণে বহু বিদ্যুৎকেন্দ্র পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছে না।

অর্থাৎ বাংলাদেশের সংকটের একটি বড় শিক্ষা হলো—শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করলেই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহ।

আর এখানেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেশের নিজস্ব গ্যাসের উৎপাদন কমছে। অন্যদিকে গ্যাসের চাহিদা বাড়ছে। ফলে আমদানি করা LNG-এর ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে LNG-এর দাম, পরিবহন ব্যয়, ভূরাজনৈতিক সংঘাত এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাপ—সবকিছু মিলিয়ে এই নির্ভরতা বাংলাদেশের জন্য ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে সাম্প্রতিক অস্থিরতা সেই ঝুঁকিকে আরও প্রকট করেছে।

সরকারের সামনে তাই দুটি প্রশ্ন একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, এখনই কীভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংকট সামাল দেওয়া হবে? দ্বিতীয়ত, আগামী পাঁচ বা দশ বছরে বাংলাদেশ কীভাবে একটি স্থিতিশীল জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর জরুরি। দ্বিতীয়টির উত্তর আরও জরুরি।

কারণ লোডশেডিংয়ের সবচেয়ে বড় মূল্য শুধু সাধারণ মানুষ দেয় না। অর্থনীতিও দেয়। কারখানা বন্ধ থাকে, উৎপাদন কমে যায়, কৃষকের সেচ ব্যাহত হয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পকারখানাকে বিকল্প হিসেবে ডিজেলচালিত জেনারেটর ব্যবহার করতে হলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। নওগাঁয় সাম্প্রতিক লোডশেডিংয়ের কারণে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছে, যখন শিল্প উৎপাদন, রপ্তানি ও বিনিয়োগ ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক বার্তা। যে উদ্যোক্তা জানেন না আগামীকাল তাঁর কারখানায় গ্যাস থাকবে কি না, বিদ্যুৎ থাকবে কি না—তিনি নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধায় পড়বেন।

সরকারকে তাই শুধু লোডশেডিংয়ের সময়সূচি ঘোষণা করলে চলবে না। জনগণকে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে—কতদিন এই সংকট চলবে, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক করার পরিকল্পনা কী এবং এর জন্য কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন।

এই মুহূর্তে সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো—সংকটকে রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত না করে জাতীয় সংকট হিসেবে দেখা। জ্বালানি নিরাপত্তা কোনো দলের বিষয় নয়। বিদ্যুৎ কোনো সরকারের অনুগ্রহ নয়। এটি নাগরিকের অধিকার ও অর্থনীতির মৌলিক অবকাঠামো। বাংলাদেশ বহুবার সংকট মোকাবিলা করেছে। এই সংকটও সামলানো সম্ভব। কিন্তু তার জন্য দরকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সবচেয়ে বেশি দরকার সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা।

বর্তমান সরকারের সামনে এখন সেই পরীক্ষাই।

বদলে যাচ্ছে আমেরিকান তরুণদের জীবন

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান

একসময় আমেরিকান তরুণদের বড় হয়ে ওঠার গল্পটা ছিল অনেকটা সরলরেখার মতো। স্কুল শেষ হবে, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা, তারপর চাকরি। চাকরি পাওয়ার পর বাবা-মায়ের বাড়ি ছেড়ে নিজের একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট। এরপর বিয়ে, সংসার এবং একসময় নিজের একটি বাড়ি।

স্বাধীনভাবে বসবাস করাটাই যেন ছিল প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার অন্যতম প্রতীক। সেই চেনা ছবিটাই এখন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে ৩০ বছরের কম বয়সী আমেরিকানদের প্রায় ৪৯ শতাংশ বাবা-মায়ের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। অর্থাৎ প্রায় প্রতি দুই তরুণের একজন এখনো বাবা-মায়ের বাড়িতে।

আরও বিস্ময়কর হলো, এটি শুধু বেকার তরুণদের গল্প নয়। রিয়েল্টর ডটকমের গবেষণা অনুযায়ী, বাবা-মায়ের সঙ্গে বসবাসকারী ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের প্রায় ৭০ শতাংশই কর্মজীবী। তারা চাকরি করছেন, নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। তারপরও আলাদা একটি সংসার শুরু করা তাঁদের অনেকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

আজকের একজন আমেরিকান তরুণ হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে ভালো একটি চাকরি শুরু করছেন। কিন্তু কর্মজীবনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি অদৃশ্য বোঝা। শিক্ষাঋণ, গাড়ির কিস্তি, ক্রেডিট কার্ডের ঋণ, স্বাস্থ্যবিমা, খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্ধমান মূল্য—এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকাশছোঁয়া বাড়ির দাম ও ভাড়া।

রিয়েল্টর ডটকমের হিসাবে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাড়ির মধ্যম মূল্য ছিল প্রায় ৪ লাখ ৩০ হাজার ডলার। ২০১৯ সালের তুলনায় যা ৩৪ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি।

বাড়ি কেনা সম্ভব না হলে ভাড়া? সেখানেও স্বস্তি নেই। ২০২৫ সালে দেশটিতে মধ্যম চাহিদাভিত্তিক ভাড়া ছিল মাসে প্রায় ১ হাজার ৬৭৩ ডলার—২০১৯ সালের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ, পানি, ইন্টারনেট, খাবার, গাড়ি ও বিমার খরচ যোগ করলে কর্মজীবনের শুরুতে থাকা একজন তরুণের জন্য একা একটি সংসার চালানো কতটা কঠিন, সেটি সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থনীতির একটি নতুন বাস্তবতা তাই আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে— চাকরি থাকা আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আলাদা সংসার চালানোর সামর্থ্য থাকা এখন আর একই কথা নয়।

আগের প্রজন্মের সঙ্গে আজকের তরুণদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো ঋণের ধরন। বয়স্ক আমেরিকানদের ঋণের বড় অংশ সাধারণত গৃহঋণ। সেই ঋণের বিপরীতে অন্তত একটি সম্পদ তৈরি হয়। কিন্তু তরুণদের ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষাঋণ, গাড়ির ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডের ঋণ। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে প্রথম চাকরির বেতন পাওয়ার আগেই ভবিষ্যতের আয়ের একটি অংশের ওপর দাবি তৈরি হয়ে গেছে।

তাই কাগজে একজন তরুণের আয় মোটামুটি ভালো মনে হলেও তাঁর হাতে খরচ করার মতো অর্থ অনেক কম থাকতে পারে।

তাহলে কি এই প্রজন্ম ব্যর্থ? - আমার কাছে এই জায়গাটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকা একজন ২৮ বছরের তরুণকে দেখে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি—'এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি।' কিন্তু বাস্তবতা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিদিন কাজে যাচ্ছেন। নিজের শিক্ষাঋণ পরিশোধ করছেন। বাবা-মায়ের গৃহঋণে সাহায্য করছেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে নিজের বাড়ির প্রাথমিক অর্থের জন্য সঞ্চয় করছেন।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকা তরুণদের ৭২ শতাংশই পরিবারের খরচে কোনো না কোনোভাবে আর্থিক অবদান রাখেন। তাঁদের একটি বড় অংশ বাড়ির ভাড়া বা গৃহঋণের কিস্তি পরিশোধেও সাহায্য করেন। তাই বাবা-মায়ের বাড়িতে থাকা মানেই বাবা-মায়ের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটানো—এই ধারণা এখন আর বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

আমাদের বাঙালি সমাজে ছবিটি অবশ্য নতুন নয়। একজন বাঙালি হিসেবে এই পরিবর্তন আমার কাছে আরেকটি কারণে বেশ আকর্ষণীয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকবে—এটি কখনোই অস্বাভাবিক ছিল না। চাকরি করার পরও সন্তান একই পরিবারে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পরও কয়েক প্রজন্ম একই ছাদের নিচে বসবাস করে।

আমেরিকায় বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে ভিন্ন। এখানে ১৮ বছর বয়সের পর থেকে নিজের জীবন নিজে গড়ে তোলাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে। নিজের অ্যাপার্টমেন্ট, নিজের গাড়ি, নিজের বিল—এগুলো শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এগুলো ছিল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাংস্কৃতিক প্রতীক। কিন্তু অর্থনীতি এখন সেই সংস্কৃতিকেও বদলে দিচ্ছে। এক অর্থে আমেরিকান পরিবার হয়তো আবার কিছুটা বহু-প্রজন্মের পরিবারের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

একসঙ্গে থাকা কখন আশীর্বাদ হতে পারে। বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকা সব সময় নেতিবাচক নয়। বরং সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এটি একজন তরুণের জীবনে বড় সুযোগ তৈরি করতে পারে। ধরা যাক, একজন তরুণ আলাদা বাসায় থেকে মাসে দুই হাজার ডলার ব্যয় না করে কয়েক বছর বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকলেন। পরিবারের খরচে নিজের ন্যায্য অংশ দিলেন, পাশাপাশি শিক্ষাঋণ দ্রুত পরিশোধ করলেন, ক্রেডিট কার্ডের ঋণ কমালেন, জরুরি তহবিল তৈরি করলেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ বাড়ির জন্য সঞ্চয় করলেন। তাহলে এই কয়েক বছর তাঁর স্বাধীনতা হারানোর সময় নয়। বরং ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার ভিত তৈরির সময়। এমনকি একই পরিবারের কয়েকজন সদস্য মিলে গৃহঋণ ও পারিবারিক খরচ বহন করলে পরিবারের সম্পদও পরিবারের মধ্যেই থেকে যেতে পারে।

তবে একটি প্রশ্ন জরুরি। বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকা ভালো না খারাপ—আমার মনে হয় প্রশ্নটি এভাবে করা ঠিক নয়।বরং প্রশ্ন করা উচিত— তরুণটি কোথায় থাকছেন, সেটি নয়; তিনি কোথায় যাচ্ছেন? তাঁর কি একটি পরিকল্পনা আছে? তিনি কি ঋণ কমাচ্ছেন? সঞ্চয় করছেন? নিজের কর্মদক্ষতা বাড়াচ্ছেন? ভবিষ্যতে স্বাধীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন? নাকি কোনো লক্ষ্য ছাড়াই বাবা-মায়ের ওপর নির্ভরশীলতা দীর্ঘায়িত করছেন?

প্রথমটি একটি বুদ্ধিমান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে পারে। দ্বিতীয়টি অবশ্যই উদ্বেগের।

এখানে বাবা-মায়েরও দায়িত্ব আছে। সন্তান বাড়িতে থাকলে পারিবারিক খরচে তার ভূমিকা কী হবে, সে কতটা সঞ্চয় করবে, নিজের দায়িত্ব কতটা নেবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী—এসব নিয়ে পরিবারের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

এটি শুধু তরুণদের সমস্যা নয়। এই পরিসংখ্যানের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এখানেই। ৩০ বছরের কম বয়সী প্রায় অর্ধেক মানুষ বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকছেন—এটিকে শুধু একটি প্রজন্মের আচরণ হিসেবে দেখলে আমরা বড় ছবিটা হারিয়ে ফেলব। এটি একই সঙ্গে আবাসন সংকট, মূল্যস্ফীতি, শিক্ষাঋণ, আয়ের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের গল্প। যখন একজন পূর্ণকালীন কর্মজীবী তরুণও একটি সাধারণ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে কিংবা ছোট একটি বাড়ি কিনতে হিমশিম খান, তখন শুধু তাঁকে 'স্বাবলম্বী হও' বললে সমস্যার সমাধান হয় না।

প্রশ্ন তুলতে হবে—একজন কর্মজীবী মানুষের আয়ের তুলনায় আবাসনের মূল্য কতটা বেড়েছে? উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে তরুণেরা কতটা ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন? পর্যাপ্ত নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে কি না? এবং একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বাড়ির মালিক হওয়া ক্রমেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে কি না?

আমাদের প্রজন্মের কাছে সাফল্যের একটি পরিচিত সংজ্ঞা ছিল—পড়াশোনা শেষ করো, চাকরি নাও, নিজের বাড়ি করো, সংসার শুরু করো। নতুন প্রজন্ম হয়তো একই গন্তব্যে পৌঁছাতে চাইছে, কিন্তু পথটি তাদের জন্য অনেক বেশি দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। তাই ২৮ বা ৩০ বছর বয়সে একজন তরুণ বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকছেন শুনেই তাঁকে ব্যর্থ ভাবার সময় সম্ভবত শেষ হয়েছে।

আজকের বাস্তবতায় বাবা-মায়ের বাড়ি কখনো কখনো আশ্রয় নয়, হতে পারে একটি অর্থনৈতিক কৌশল; পিছিয়ে যাওয়ার জায়গা নয়, হতে পারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতির জায়গা। তবে শর্ত একটাই—সেই থাকার মধ্যে থাকতে হবে দায়িত্ব, সঞ্চয়, পরিকল্পনা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য। কারণ শেষ পর্যন্ত একজন তরুণ কোন বাড়িতে থাকছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ— তিনি তাঁর জীবনটাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, অরল্যান্ডো হাসপাতাল, ফ্লোরিডা, ইউএসএ। শিক্ষক, গবেষক, লেখক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসক

আর্কিটেক্ট কাজী খালেদ আশরাফ: প্রবাসের এক আলোকবর্তিকা

জিয়াউদ্দিন আহমেদ

কাজী খালেদ আশরাফের পরিচয় গর্ব করার মতো। আমার কাছে কিছু মানুষের শীর্ষে তার অবস্থান। কেউ যখন জিজ্ঞেস করে প্রবাসীরা বাংলাদেশে বিনা পয়সায় পড়াশুনা করে বিদেশ গিয়ে সবাই কেন মাতৃভূমিকে ভুলে যান? এটি সঠিক নয়। তখন আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি একজন কাজী খালেদ আশরাফের নাম। বিভিন্ন কারণে খুব কম প্রবাসী আছেন যারা অবদান রাখতে পারেন বা রাখার চেষ্টা করেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা পারেন না। যারা পারেন তারা আমাদের দায়বদ্ধতাকে কিঞ্চিৎ হলেও রক্ষা করে আমাদেরকে প্রেরণা দেন, আমাদের আশার আলো দেখান, উৎসাহ দেন। আমরা নীরবে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ হই।

তাদের অনেককেই আমরা চিনি না। কিন্তু যাদের চিনি তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করলে প্রকারান্তরে আমরাই উপকৃত হই। আগামী রোববার, ২৩ আগস্ট ফিলাডেলফিয়াতে আমরা কাজী খালেদ আশরাফ নিয়ে একটি বিকেলের আয়োজন করেছি। তার কথা, তার কাজ, তার জীবনের চ্যালেঞ্জ আর ভবিষ্যতের প্রকল্পনার কথা শুনতে চাই। আমার ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠানে সবার উৎসাহ দেখে। সবাই শুনতে চায় আমাদেরই একজন কমিউনিটির সদস্য, প্রবাসী হয়ে ও দেশের জন্য কত বড় বড় কাজ করে যাচ্ছে। মেধা, কল্পনা আর ভালোবাসা নিয়ে কোনো এক দায়বদ্ধতার টানে নিজেকে বিলিয়ে দেয় কিছু মানুষ।

১৯৭১ সালে স্থাপিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি, বাংলাদেশ আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম, ফিলাডেলফিয়া পত্রিকা সহ, স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একসাথে এগিয়ে এলেন। বিভাজন নেই, মতান্তর নেই। শুধু আছে সম্মাননা আর এক অনাবিল ভালোবাসা। ফিলাডেলফিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান।

ছোট ভাইয়ের মতো খালেদকে আমি গভীরভাবে চিনি ১৯৮৭ থেকে ফিলাডেলফিয়া একসাথে বেড়ে ওঠার কারণে। তার সম্বন্ধে লিখতে গেলে তা শেষ হবে না। খালেদ আশরাফ একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। একজন বিনয়ী, স্বল্পভাষী, মানবিক এবং স্রষ্টার বহু আশীর্বাদপুষ্ট। তিনি একজন শুধু আর্কিটেক্টই নন, তিনি একজন নামকরা নগর পরিকল্পনাবিদ, একজন বিখ্যাত একাডেমিক, বিদগ্ধ গবেষণাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, ডকুমেন্টারি নির্মাতা এবং তাত্ত্বিক। বর্তমানে তিনি ঢাকার স্বনামধন্য বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড সেটেলমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল।

১৯৮৩ সালে বুয়েট থেকে আর্কিটেকচারে ডিগ্রি নেবার পরে আমেরিকার এমআইটি থেকে মাস্টার্স, তারপরে ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া থেকে পিএইচডি লাভ করেন। তারপর ২৫ বছর ইউনিভার্সিটি অফ হাওয়াই, ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া এবং টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। তারপর এতদিনের অভিজ্ঞতা আর শিক্ষাকে বাংলাদেশের উন্নতির জন্য নিজের তাড়না থেকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ফিরে যান।

তার সহপাঠী স্ত্রী আর্কিটেক্ট হাসিনা চৌধুরী ও সন্তানেরা ফিলাডেলফিয়াতে থেকে যান। খালেদ তখন দুই দেশ বাংলাদেশ আর ফিলাডেলফিয়ার বাসিন্দা হয়ে যান। জীবনযুদ্ধ যতই কঠিন হোক না কেন বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খালেদের নিরলস কাজ থেমে থাকেনি। তিনি তার সেন্টারকে উপমহাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা এবং ডিজাইন কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ২০২০–২০২২ সালে আগা খান অ্যাওয়ার্ডের মাস্টার জুরি কমিটিতে নির্বাচিত হন। পৃথিবীর বহু জায়গায় তিনি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা করেছেন। লেখক হিসাবে খালেদ আশরাফ বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞানগর্ভ লিখনি দক্ষিণ এশিয়ার আর্কিটেকচার, আর্কিটেক্ট লুই কান এবং আরো অনেক বিষয়ে নামকরা জার্নাল, বই, গবেষণাপত্র আর এনসাইক্লোপিডিয়াতে প্রাধান্য পেয়েছে।

তার লেখা থেকে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আধুনিক স্থাপনা আর তার বিশ্লেষণ থেকে ঢাকা শহর আর এই ব-দ্বীপ দেশে নগরায়নের দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

তার প্রবন্ধ থেকে বাংলাদেশের কিংবদন্তি স্থপতি মাজহারুল ইসলামের চিন্তাধারাকে উন্মোচিত করেছে। আমেরিকার স্থপতি লুই কানের কাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমেরিকা আর বাংলাদেশে তার অনেক লেখা, আর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বহুল সম্মানিত হয়েছে। বাংলাদেশের ডেইলি স্টার পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক। তার ইদানীংকালের সবচেয়ে নামকরা বই হচ্ছে পদ্মা নদীর উপর লেখা "দ্য গ্রেট পদ্মা: দ্য এপিক রিভার দ্যাট মেড দ্য বেঙ্গল ডেল্টা"।

১৯৯৭ সালে খালেদ জেমস বেলুয়াডের সাথে মিলে নিউইয়র্ক শহরে দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিকতাকে তুলে ধরার জন্য আর্কিটেক্টস লীগ অফ নিউইয়র্কে একটি এক্সিবিশন করেন। দ্য এক্সিবিশন, "অ্যান আর্কিটেকচার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স: দ্য মেকিং অব মডার্ন সাউথ এশিয়া", দ্যাট হাইলাইটেড দ্য ওয়ার্কস অব বালকৃষ্ণ দোশি, অচ্যুত কানভিন্দে, চার্লস কোরিয়া অ্যান্ড মুজহারুল ইসলাম। এই এক্সিবিশন আমেরিকার ৫টি শহরে প্রদর্শন করা হয়।

খালেদ আশরাফের সম্পাদনায় একটি স্পেশাল বই "আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অন কনটেম্পোরারি আর্কিটেকচার ইন ইন্ডিয়া" বের করার জন্য তাকে "ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব আর্কিটেকচারাল ক্রিটিকস ইন ২০০৮" অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মাননা করা হয়। তার আরেকটি বই "দ্য মাদার টাং অব আর্কিটেকচার" এই বছর ২০২৬ সালে আরেকটি সম্মাননা "ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব আর্কিটেকচারাল ক্রিটিকস ইন ২০২৬" লাভ করেন।

ঢাকায় ছাত্র থাকতেই জনপ্রিয় কার্টুন ম্যাগাজিন "উন্মাদ" পত্রিকার তিনি যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে ১৯৭৮ সালে তা প্রকাশ করেন। তা ছাড়াও তার কার্টুন বাংলাদেশের টি নেশন, আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার আর স্বনামধন্য নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকায় যাবার পরে খালেদ আশরাফ ডিজাইন প্র্যাকটিসে মনোযোগ দেন। তার বর্তমান কাজের বিষয় হচ্ছে জল আর ভবিষ্যতের শহর বা স্থাপনায় জলের ব্যবহার আর সুযোগ তৈরি করা। এই দেশে জলের ব্যবহারকে নিয়ে তার চিন্তাধারাগুলি তিনি নতুন ডিজাইন নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে।

একজন নগর আর্কিটেক্ট হিসাবে তার বেঙ্গল ইনস্টিটিউট থেকে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর যেমন নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, মোংলা কে উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করেছেন। ঢাকায় তার বহু কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবহন, পরিবেশ, খোলা জায়গার রূপায়ণ করে ঢাকার মতো একটি জটিল মহানগরীকে কীভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তর করে সুন্দর করা যায়।

কাজী খালেদ আশরাফ নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ, নিজ এবং পরিবারের আত্মত্যাগ দিয়ে যে জীবনের রচনা করেছেন তার মহিমা আমাদের প্রবাসীদেরকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

কিডনি বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়, এমেরিটাস অধ্যাপক ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন, ফিলাডেলফিয়া।

স্যাটানিক ডিজাইন ভার্সেস মেটিকুলাস ডিজাইন অশুভ ও শুভের লড়াই

কাকন রেজা

সব বিতার্কিক যদি এতই বুদ্ধিমান হতো তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতা-ব্যবস্থার সবখানেই বিতার্কিকরাই থাকতো। হ্যাঁ, আব্দুন নূর তুষার সাহেবের কথা বলছি। তিনি অহংকার করেন বিতার্কিক হিসেবে, বিশাল বিতার্কিক এবং তার সমীকরণে বিতার্কিক মানেই বুদ্ধিজীবী। বিপরীতে তুষার সাহেব এতই বাজে লজিক ব্যবহার করছেন ইদানিং, যা অনেকটা স্কুল লেভেলের। স্কুলের বাচ্চারাই তার লজিকের জবাব দেয়ার জন্য 'মোর দ্যান অ্যানাফ'। আব্দুন নূর তুষার সাহেবের প্রতি আমি কিছুটা দুর্বল ছিলাম। কারণ তিনি আমার পুত্রহত্যার বিচারের দাবীতে একটা টকশোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বড়ভাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্নেহধন্য। আর যাই হোক, মানুষ হিসেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন খাঁটি মানুষ। তার সাথে আমার মত ও পথের পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তারপরেও তার সততাকে আমি শ্রদ্ধা করি। বয়সে বড় হিসেবে তুষার সাহেবকেও সেই শ্রদ্ধার ভাগ দেয়া যেত, যদি তিনি মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও চিন্তায় এবং কর্মে সৎ থাকতেন।

তুষার সাহেব এখন হাত ধুয়ে লেগেছেন ড. ইউনূসের পেছনে। তুষার সাহেবদের একটা গ্যাং গড়ে উঠেছে এই কর্মের জন্য। এখানে সিনিয়র বিশেষণযুক্ত 'সাংবাদিক' ও 'বুদ্ধিজীবী'রা রয়েছেন। এই গ্যাংয়ের এক সদস্য কদিন আগে তিনজনের একটা ছবি পোস্ট করে মন্তব্য করেছেন, এতে নাকি অনেকের জ্বালা ধরবে। কথাটা মিথ্যা নয়, সন্তানহানা পিতা, পিতাহারা পুত্র, ভাইহারা বোনদেরএমন ছবি দেখলে জ্বালা ধরবেই। এতে লুকোছাপার কিছু নেই। হত্যাকারী, তাদের দোসর, হত্যার বৈধতা উৎপাদনকারীদের দেখলে না জ্বালা ধরাটাই অস্বাভাবিক। নবারুণ ভট্টাচার্য যেমন বলেছিলেন, 'যে পিতা সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায়/ আমি তাকে ঘৃণা করি- যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে/ আমি তাকে ঘৃণা করি- যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরাণী/ প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না/ আমি তাকে ঘৃণা করি'। সুতরাং জ্বালা ধরাটাই সঙ্গতই, না হলে তারা ঘৃণার যোগ্য। তবে, রাষ্ট্রব্যবস্থার এখানে একটা দায়িত্ব রয়েছে। জ্বালা ধরানো এমন ছবির বারবার প্রদর্শনে যে ক্ষোভ তা বিস্ফোরিত হবার আগেই ব্যবস্থা নেয়া সেই দায়িত্বের একটা ভাইটাল অংশ।

জুলাইকে যারা মেটিকুলাস ডিজাইন বলেন, তাদের সাথে বরাবরই আমি একমত। কারণ নিখুঁত পরিকল্পনা ছাড়া জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসা একটা ফ্যাসিস্ট রেজিমের পতন কোনোভাবেই সম্ভব না। মেটিকুলাস শব্দটিই ইতিবাচক। এবিষয়ে আমার লেখা রয়েছে, তাই নতুন করে লিখতে চাচ্ছি না। কিন্তু এই যে ড. ইউনূস এবং তার অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রপাগান্ডা তারও একটা নির্দিষ্ট ডিজাইন রয়েছে। সেই ডিজাইন অবশ্যই মেটিকুলাস তথা ইতিবাচক নয়। সে ডিজাইন স্যাটানিক ডিজাইন, নেতিবাচক ডিজাইন, অশুভ ডিজাইন।

কী সেই ডিজাইন এবং তার মূল লক্ষ্য কী? এই ডিজাইনের মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান বিএনপি সরকার ও তার প্রধান তারেক রহমান। অনেকে বলবেন, কই তারা তো তারেক রহমানের বিরোধীতা করেন না, করেন ড. ইউনূসের, জুলাইয়ের। ডিজাইনটা এইখানেই। বিএনপি আজকে সরকারে, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী তার প্রায়োগিক কারণ হলো জুলাই। জুলাই বিপ্লব না ঘটলে বিএনপি সরকারে থাকতো না তারেক রহমানও প্রধানমন্ত্রী হতেন না। এটা অস্বীকারের কোনো জো নেই। সুতরাং তারেক রহমানের বৈধতা টিকে আছে জুলাইয়ের উপর। যেটা আওয়ামী লীগ স্বীকার করে না। তারা ড. ইউনূসকে অবৈধ সরকার বলে এবং বিএনপি সরকারকেও তাই। সুতরাং ওই গ্যাংয়ের প্রথম কাজ হলো, ড. ইউনূস এবং জুলাইয়ের তরুণ তুর্কিদের বিরুদ্ধে ন্যারেটিভ তৈয়ার করা। আর তাদের অনুগত মিডিয়ার মাধ্যমে সেই ন্যারেটিভকে প্রতিষ্ঠিত করা। অনুগত মিডিয়া নিয়ে আর কথা না বলি। আমরা জানি এসব মিডিয়া কাদের এবং তারা কারা। প্রমাণিত বিষয় নিয়ে শব্দ বাড়াই না। জোসেফগোয়েবলস মানে হিটলারের তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'একটা মিথ্যাকে একশবার বললে তা সত্য বলে বিশ্বাস করে মানুষ'। গোয়েবলস'র এর নয়া সংস্করণ হচ্ছে গ্যাংয়ের অনুগত মিডিয়া। মিডিয়া জানে, গ্যাংস্টাররা মিথ্যা বলছেন, তারপরও তাদের জায়গা করে দেয়। কারণ গোয়েবলস'র সেই সূত্র, মিথ্যাকে বারবার বলা। শুভ'র বিপরীতে অশুভকে প্রতিষ্ঠা করা।

এই মিথ্যা বলেই তারা জুলাইয়ের তরুণ তুর্কি আর ড. ইউনূসকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জুলাইয়ের সমুখযোদ্ধারা এবং জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সরকার বিতর্কিত হলে জুলাই বিপ্লব বিতর্কিত হবে। জুলাই বিপ্লব বিতর্কিত হলে বর্তমান সংসদ যে নির্বাচনে গঠিত তা বিতর্কিত হবে এবং বৈধতা সংকটে পড়বে। সাথে বৈধতা সংকট হবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর। এটা কঠিন কোনো বিষয় নয়। এটা বুঝতে জাফর ইকবাল হতে হয় না। খুব সরল কিন্তু কুটিল একটি সমীকরণ। একটি স্যাটানিক ডিজাইন। জুলাইয়ের মেটিকুলাস ডিজাইনের শুদ্ধতার বিপরীতে একটি অশুদ্ধ, অশুভ স্যাটানিক ডিজাইন।

গ্যাং আর গ্যাংস্টারদের কথা থাক। আসি 'আমি তো এমনি এমনি খাই'দের আলাপে। একসময় হরলিকসের একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন ছিল, যাতে একজন শিশুকে বলতে শোনা যেত 'আমি তো এমনি এমনি খাই'। অর্থাৎ শিশুটি হরলিকসের উপাদান বিষয়ে জানে না, কিন্তু খেতে ভালো লাগে বলে খায়।আমাদের এমনি একটি 'শিশুগোষ্ঠী' তৈরি হয়েছে, যারা এমনি এমনি জুলাইয়ের সমালোচনায় নেমেছে। এরা নেমেছে মূলত হীনম্মন্যতা থেকে। কারণ জুলাইয়ে এদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। বিপ্লবের কোনো দৃশ্যচিত্রে তাদের দেখা যায়নি। কিন্তু জুলাই পরবর্তীতে 'মোর দ্যান জুলাই' সাজতে গিয়ে ধরা খেয়েছে। ফলে তারা সেই হীনম্মন্যতা থেকেই জুলাইকে ওউন করতে পারছে না। বরং জুলাই বিপ্লবীদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে অক্ষম ঈর্ষা থেকে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে, তাদের অংশগ্রহণ না থাক, তারা সেসময় ফ্যাসিজমের বিপক্ষে ছিল। সমুখ সমরে হয়তো ছিল না, কিন্তু মনে মনে তো বিরুদ্ধে ছিল। যদিও এটা দুর্বল ঈমানের অংশ, তবুও তো ছিল। সুতরাং সেই সমর্থনটাও তো গৌরবের। নিজেদের এই গৌরব প্রকাশ না করে, 'উল্টো বুঝলিরে রাম' অবস্থা হলে তো, নিজেদের বৈধতারও সংকট তৈরি হবে। ইতোমধ্যে সেই সংকটের আভাসই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যারা এই বৈধতার সংকট তৈরি করতে চাচ্ছেন, তাদের মূল লক্ষ্য হলো বিএনপি এবং তারেক রহমান, এর বাইরে কোনো সত্য নেই। জামায়াত-এনসিপি জোট বিএনপির জন্য বড় কোনো থ্রেট নয়। এই জোট নিজেরাও জানে, বিএনপি ফেল করলে পুরো দেশটাই সংকটে পড়বে। আরেক লেখায় হয়তো লিখবো সেই সংকটের কথা। বিরোধী জোট বিরোধীতা করবে, মিছিল করবে, সমাবেশ করবে এর পুরোটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বরং এতে সরকারের বৈধতা উৎপাদন হবে। বিশ্ব জানবে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলমান। কিন্তু স্যাটানিক ডিজাইনে জুলাইয়ের বৈধতাকে যারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে, তাদের সেই পরিকল্পনা সফল হলে, সরকারিদল বা বিরোধীদল সবাই বৈধতা সংকটে পড়বে। হ্যাঁ, বিরোধীদলও পড়বে বৈধতার সংকটে। কারণ তারা জুলাই, জুলাই পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার এবং সেই সরকারের দেয়া নির্বাচনের মাধ্যমেই বিরোধীদল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এই প্রক্রিয়া চালুল থাকলে তারাও হয়তো সরকারে যেতে পারবে এবং সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং জুলাইয়ের প্রশ্নে সরকার ও বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং তা নিজেদের স্বার্থেই। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এই ঐক্যবদ্ধ থাকার কোনো বিকল্প নাই।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

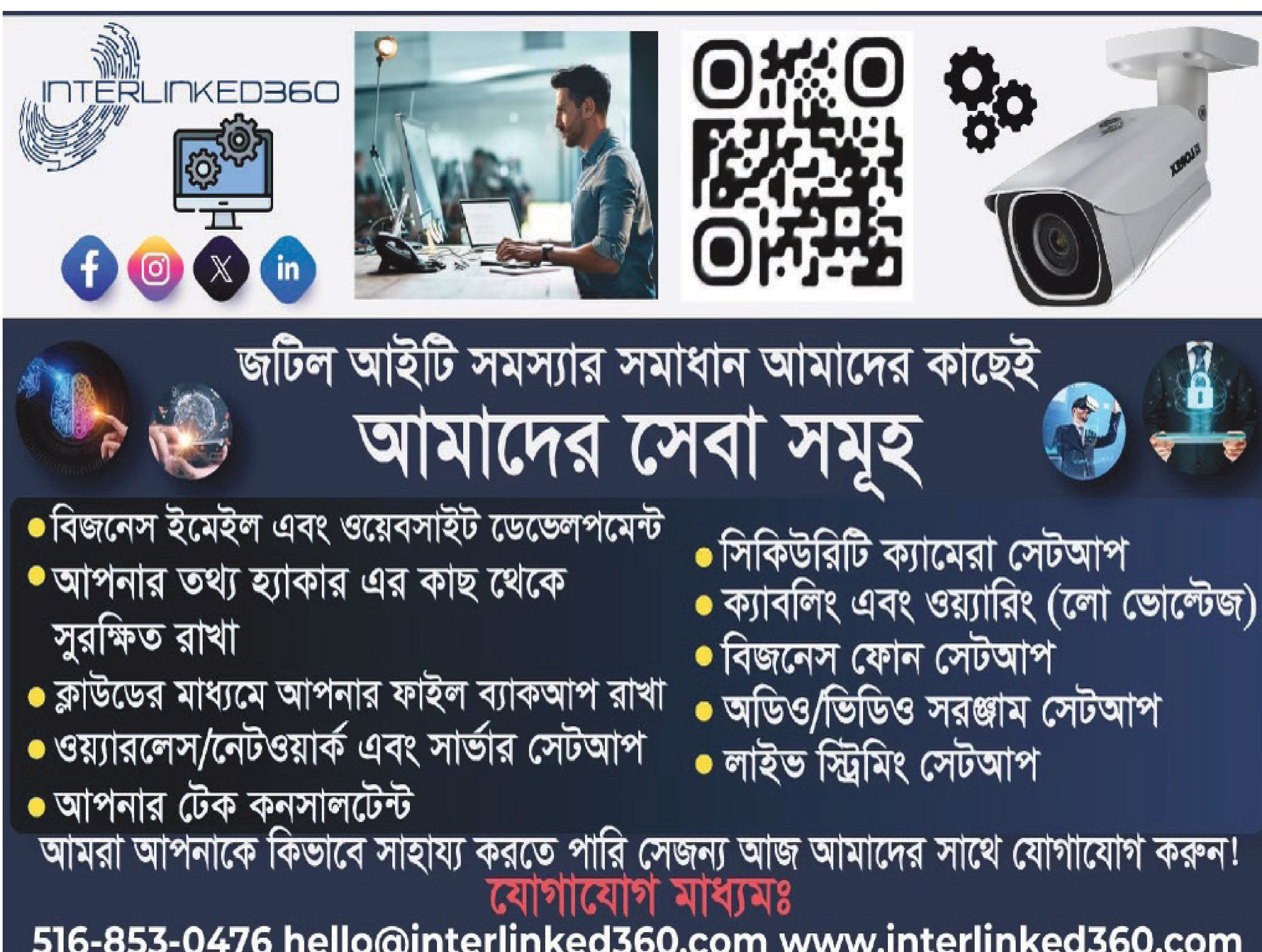

ধর্মীয় জ্ঞান কতটুকু জানা ফরয?

মুফতী ইমতিয়াজ মাহমুদ

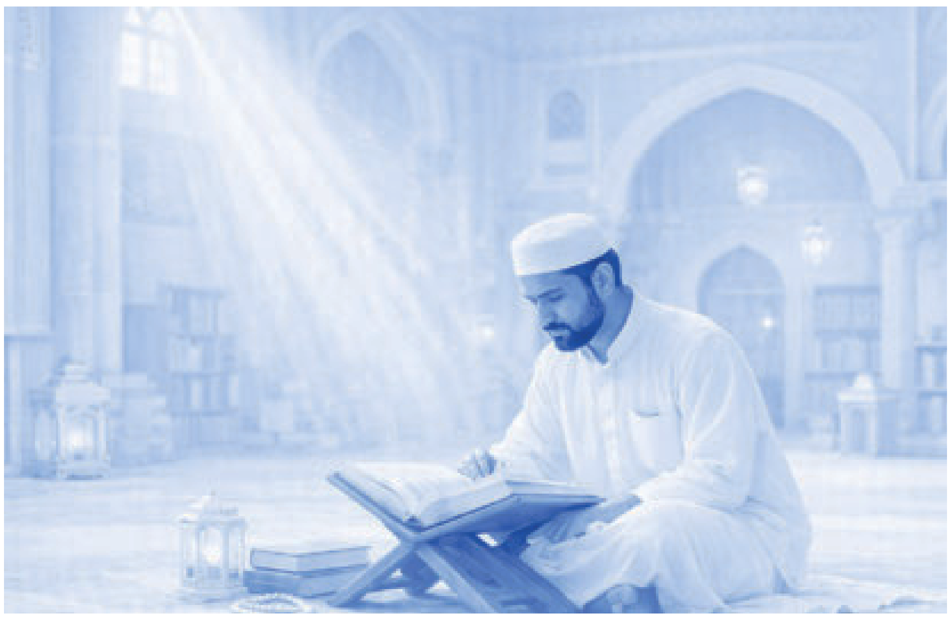

এ বিশ্বের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিহিত ইলমের বিস্তারে, আর ধ্বংস নিহিত অজ্ঞতার প্রসারে। যে শহর বা অঞ্চলে দ্বীনি ইলমের ব্যাপক বিস্তার ঘটে, সেখানে অন্যায়-পাপাচার হ্রাস পায় এবং মানুষের জীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনি ইলম গৌণ হয়ে পড়লে সেখানে অরাজকতা বাড়তে থাকে, মানুষের গতি স্থবির হয়ে যায় এবং দ্বীনের নামে মানুষ নানা বিদ'আত ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ে। যে এই সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য আল্লাহ কোনো আলো রাখেননি। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইলম না থাকলে মানুষ পশুর মতো হয়ে যেত। তিনি আরও বলেন, মানুষের পানাহারের চেয়ে ইলমের প্রয়োজন অধিকখাদ্য দিনে একবার-দুবার প্রয়োজন হলেও ইলমের প্রয়োজন হয় প্রতিটি নিঃশ্বাসে।

ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী, হালাল-হারাম, আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং চারিত্রিক ভালো-মন্দের বিদ্যা অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। সাহাবায়ে কেরাম সর্বাধিক সৎপথপ্রাপ্ত বিদ্বান হয়েও চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি দ্বীনি ইলম অর্জন করতেন এবং যেখানেই থাকতেন সেখানেই ইসলাম প্রচার করতেন। দ্বীন মানুষের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই দ্বীনি ইলম ছাড়া অন্য বিদ্যায় ব্যস্ত থেকে এই ক্ষেত্রে অজুহাত দেখানো বিজ্ঞ মানুষের কাজ হতে পারে না।

ইসলামী পরিভাষায় ফরয দুই প্রকার—ফরযে কিফায়া (সমষ্টিগত ফরয) ও ফরযে আইন (ব্যক্তিগত ফরয)। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ইলম শেখা ফরযে কিফায়া, যা সমাজের একটি অংশ শিখলেই দায়িত্ব পূরণ হয়ে যায়। আর প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য আবশ্যক ইলম শেখা ফরযে আইন। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বিদ্বানগণ একমত যে এক ধরনের ইলম প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরযে আইন, আর অন্য ধরনের ইলম ফরযে কিফায়া, যা কেউ একজন অর্জন করলে বাকিদের উপর থেকে তা রহিত হয়ে যায় (ইবনু আব্দিল বার্র)।

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর মতে ফরযে আইন ইলমের মধ্যে রয়েছে ঈমানের মূলনীতি, শরীআতের বিধান যেমন ওযু-সালাত-সিয়াম-হজ্জ, হারাম বিষয়সমূহের জ্ঞান এবং মুআমালাত-মুআশারাতের ইলম (ইবনুল ক্বাইয়িম)। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহও বলেছেন, দ্বীনের যেসব বিষয় ব্যক্তির উপর ফরয, তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইন—যেমন সালাতের শর্ত ও রুকন না জানলে সালাত আদায় সম্ভব নয়; যার যাকাতযোগ্য সম্পদ আছে তাকে যাকাতের বিধান জানতে হবে; যিনি যে পেশায় যুক্ত তাকে সেই পেশার শরয়ি বিধান জানতে হবে (ইমাম নববী)।

একজন মুসলিমের ফরযে আইন ইলমের মধ্যে রয়েছে তাওহীদের জ্ঞান আল্লাহর একত্ব, তাঁর কোনো শরীক না থাকা, তিনিই স্রষ্টা ও সব কিছুর ফিরে যাওয়ার স্থান; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা, রাসূল ও শেষ নবী হওয়ার সাক্ষ্য; মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস; কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার সাক্ষ্য এবং তদনুযায়ী আমল করা; সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জের বিধি-বিধান জানা; এবং হারাম-মাকরূহ বিষয়াবলি যেমন যিনা, মদপান, সুদ-ঘুষ, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, জুলুম ইত্যাদি থেকে বাঁচার জ্ঞান অর্জন করা।

আমাদের সমাজে এই ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা অর্জনের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। পরিবারগুলো সন্তানদের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় পড়ানোর প্রতি যতটা আগ্রহী, ইসলাম সংক্রান্ত হাতে-কলমে শিক্ষাদানে ততটাই উদাসীন। অনেক পরিবার কেবল শাব্দিক উচ্চারণে কুরআন পড়া শেখায়, কিন্তু অর্থ বোঝানোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, বল, আমি আল্লাহর ইবাদত করি একনিষ্ঠভাবে; নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও পরিবারের সর্বনাশ করে, আর সেটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি (যুমার: ১৪-১৫)। আল্লাহ আরও বলেন, তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী (আ'লা: ১৬-১৭)।

ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের বা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে তোলে (বুখারী: ১৩৮৫, মুসলিম: ২৬৫৮)। এই হাদীছ থেকে বোঝা যায়, সন্তানের ধর্মীয় পরিচয় গঠনে মাতা-পিতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী, অথচ অধিকাংশ মুসলিম কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিল আছে কি না তা যাচাই না করেই বাপ-দাদার অনুসৃত রীতি অন্ধভাবে মেনে চলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করতে, তখন তারা বলে বরং আমরা বাপ-দাদাদের যা পেয়েছি তারই অনুসরণ করব, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না এবং সুপথপ্রাপ্তও ছিল না (বাক্বারাহ: ১৭০)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী ও হাদীছ পাঠে আমাদের আগ্রহের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে, অথচ তাঁকে না জেনে তাঁর আদর্শ অনুসরণের দাবি কেবল মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাকে। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসও একইভাবে উপেক্ষিত। আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্র পিতার কোনো কাজে আসবে না; পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে (লুকমান: ৩৩)। অথচ আমাদের নিত্যদিনের আলোচনা দুনিয়াকেন্দ্রিক কে ক্ষমতাবান হলো, কার চাকরি হলো, কার সন্তান পড়াশোনায় এগিয়ে এসব নিয়েই কেটে যায়, আখেরাতের চিন্তা প্রায় অনুপস্থিত।

আজ সমাজে খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, ভেজাল-নকল, জুলুম-অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে, যা প্রমাণ করে আখেরাতের জবাবদিহিতার বিশ্বাস আমাদের কাজে প্রতিফলিত হচ্ছে না। সালাত আমাদের কাছে প্রায় ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, এবং যারা আদায় করে তাদের অধিকাংশও সঠিক নিয়মে তা শেখেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবেই আদায় করো (বুখারী: ৬৩১)। রামাযানের সিয়াম পালনেও অনেকে অবহেলা করে, যাকাতের হিসাব-নিকাশ ও যথাযথ বণ্টন নিয়েও সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে। হজ্জ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়মাবলি শিখে নাও (মুসলিম: ১২৯৭), অথচ অনেকে হজ্জ পালন করেও সঠিক পদ্ধতি জানার আগ্রহ দেখান না।

হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইন, কারণ অধিকার সম্পর্কে না জানলে তা যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। কারও প্রাপ্য অধিকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করলে তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাতা-পিতা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিমসহ সবার অধিকারের কথা কুরআন ও হাদীছে বারবার বলা হয়েছে। এছাড়া পেশাগত জ্ঞানেরও দুটি দিক রয়েছে নিজ পেশার সাথে জড়িত হালাল-হারাম জানা এবং পেশা সংক্রান্ত মৌলিক দক্ষতা অর্জন করা। আমাদের সমাজে দ্বিতীয় দিকটি নিয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখা গেলেও পেশার সাথে জড়িত ইসলামী বিধি-নিষেধ জানার আগ্রহ প্রায় অনুপস্থিত। আদব-আখলাক বা শিষ্টাচারের বিদ্যাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ ও রাসূলের সাথে আদব, পিতামাতা-সন্তান-প্রতিবেশীর সাথে আদব, পানাহার-গৃহে প্রবেশ-ঘুম-পোশাকের আদব ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে 'আল-আদাবুল মুফরাদ' নামে একটি স্বতন্ত্র হাদীছগ্রন্থ সংকলন করেছেন। শিশুকাল থেকে ইসলামী আদবে অভ্যস্ত করে তোলা গেলে বড় হয়ে তারা সহজেই এসব দিক আয়ত্ব করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইন। আক্বীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ যা নির্দেশ দিয়েছে তা-ই হালাল, বাকি সব হারাম। কিন্তু দুনিয়াবি বস্তু, কাজকর্ম ও আচরণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো সব হালাল, তবে কুরআন-সুন্নাহ যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেবল তা-ই হারাম। যেহেতু হারামের তালিকা সীমিত, তাই এই জ্ঞান অর্জন করা কঠিন নয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনার নাম। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণের মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমাদের নির্বিকার উদাসীনতাকেও উপেক্ষা করা যায় না। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের ঈমানী ও আমলী দুর্বলতা দূর করে ইসলামের সঠিক পথে ফিরিয়ে নেন এবং দ্বীনি ইলম অর্জনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

টাখনুর নীচে কাপড় পরার পরিণতি

মোঃ মেহেদী হাসান

মানুষ কিছু কিছু বড় পাপকে হালকা করে দেখে থাকে এটাই তার চিরাচরিত অভ্যাস। এর মধ্যে একটি পাপ আমাদের সমাজে মহামারী আকার ধারণ করেছে তা হলো পুরুষের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা, তা প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি বা জুব্বা যেকোনো পোশাকই হোক না কেন। ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই অনায়াসে এই কাজ করে থাকে। এ বিষয়ে কেউ উপদেশ দিলে তাকে সেকেলে বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়।

আমরা মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করি, অথচ সালাত শেষে অনেকেই প্যান্ট বা পায়জামা টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়। সালাতে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের ইহুদী-নাসারাদের পথে পরিচালিত না করেন (ফাতিহা: ৭), অথচ সালাত শেষ হতে না হতেই তাদেরই অনুকরণ শুরু করি। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আলে-ইমরান: ৭৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই পাপের ভয়াবহতা উল্লেখ করলেন, তখন আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন তারা কারা। তিনি বললেন, যে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, যে পণ্যের কাটতির জন্য মিথ্যা কসম করে এবং যে দান করার পর খোঁটা দেয় (মুসলিম: ১০৬)। আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির সময় একশত দয়া সৃষ্টি করেছেন, যার একটি সমগ্র সৃষ্টিজগতে বিতরণ করেছেন আর বাকি নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখেছেন বিচারের দিন বান্দাদের ক্ষমা করার জন্য (বুখারী: ৬৪৬৯, মুসলিম: ২৭৫২)। এরপরও এই সামান্য পাপের কারণে কেউ যদি আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়, তবে হাশরের ময়দানে তাকে আঙুল কামড়াতে কামড়াতে জাহান্নামে যেতে হবে (ফুরক্বান: ২৭-২৮)। সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না; আল্লাহ বলেন, সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই, মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তান থেকে, প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে বিভোর থাকবে (আবাসা: ৩৪-৩৭)।

প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা, জামা সবগুলোর ক্ষেত্রেই একই বিধান প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত কোনো পোশাক হেঁচড়িয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (বুখারী: ৫৭৮৩, ৫৭৮৪; মুসলিম: ২০৮৫)। কেউ ভাবতে পারেন, তিনি অহংকার করে নয়, স্টাইল হিসেবে এমন করেন। কিন্তু ইসলামের বিধান অবজ্ঞা করা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই মূলত অহংকার। এমনকি এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরার কারণে তাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে জমিনের মধ্যে ধসতে থাকবে (বুখারী: ৩৪৮৫, ৫৭৮৯; মুসলিম: ২০৮৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেউ তো তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক তা পছন্দ করে, এটাও কি অহংকার? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং সৌন্দর্য পছন্দ করেন; অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা (মুসলিম: ৯১)।

টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারীর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন, কাপড় টাখনুর নীচে যে পরিমাণ ঝুলবে সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে (বুখারী: ৫৭৮৭)। তিনি আরও বলেছেন, তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, খোঁটাদানকারী ও মিথ্যা কসমে পণ্য বিক্রয়কারী (মুসলিম: ১০৬)। কেউ ভাবতে পারেন কেবল টাখনুর নীচের অংশই জাহান্নামে যাবে, বাকি শরীর নয়। কিন্তু বিদ্যুতের শকের মতোই পুরো শরীর এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ জুতা পরানো হবে, যাতে তার মগজ ফুটতে থাকবে তামার পাত্রের পানির মতো, অথচ সে হবে সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত (মুসলিম: ২১৩)।

সালাত অবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করলে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে যায়। ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত অবস্থায় নিজের কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে, তার হালাল বা হারাম অবস্থায় থাকা নিয়ে আল্লাহর কিছু যায়-আসে না, অর্থাৎ তার দায়িত্ব আল্লাহ নেবেন না (আবু দাউদ: ৬৩৭)। তাই সালাতে যাওয়ার সময় কাপড় গুটিয়ে না নিয়ে সবসময় টাখনুর উপরে রাখাই শ্রেয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে কাপড় বা চুল গুটাতে নিষেধ করেছেন (বুখারী: ৮১৬, মুসলিম: ৪৯০)।

পুরুষরা ঠিক কতটুকু কাপড় পরতে পারবে তা-ও ইসলামে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নলার পেছনের অংশ ধরে বলেছিলেন, এটা লুঙ্গি বা পায়জামা পরিধানের স্থান; না মানতে চাইলে আরেকটু নীচে নামানো যায়, তবু না মানলে জেনে রাখো, টাখনু স্পর্শ করার কোনো অধিকার কাপড়ের নেই (তিরমিযী: ১৭৮৩)। সুতরাং পুরুষের কাপড় টাখনু পর্যন্ত থাকতে পারে, তার নীচে নয়—তবে অসতর্কতাবশত কখনো নেমে গিয়ে সাথে সাথে তুলে নিলে কোনো গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ।

মহিলাদের ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেয়েরা কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে। তিনি বলেছিলেন, এক বিঘত পরিমাণ। উম্মে সালামা বললেন, তাহলে তো পা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তাহলে এক হাত পরিমাণ, তার বেশি নয় (তিরমিযী: ১৭৩১)। অর্থাৎ মহিলাদের কাপড় পদতল পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে হবে, যাতে চলাফেরার সময় পায়ের সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলাগণ এভাবেই কাপড় পরতেন, ফলে তাদের কাপড় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলত।

বর্তমানে অনেক পুরুষ প্যান্ট-পায়জামা-লুঙ্গির পাশাপাশি জুব্বাও টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরে থাকেন, যা আরও পরিতাপের বিষয়—কারণ অপরাধের দিক থেকে এসব সমান। কেউ কেউ ভাবেন জুব্বা বা আলখেল্লা হয়তো ব্যতিক্রম, কিন্তু মূলকথা হলো টাখনুর নীচে যেকোনো পোশাক পরাই একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখা প্রয়োজন, পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মূল সতর যা ঢেকে রাখা ফরয, অথচ আজকাল অনেকে নাভি উন্মুক্ত রেখে টাখনু ঢাকতে ব্যস্ত। নারী-পুরুষ উভয়কেই তাই নিজ নিজ বিধান যথাযথভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। কোনো নোংরা বা কাদাযুক্ত পানি পার হওয়ার সময় মানুষ ঠিকই কাপড় টাখনুর উপরে তুলে নেয়, দুনিয়ার সামান্য কাদা থেকে বাঁচার জন্য এই সতর্কতা নেওয়া হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে একই সতর্কতা কেন নেওয়া হয় না, তা ভাবার বিষয়।

সুন্নাহকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক কঠিন সময় আসবে যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি বিশাল নেকী লাভ করবে। তাই কোনো বিধানকে ছোট মনে না করে তা যথাযথভাবে পালন করা উচিত, কারণ এতে যেমন দুনিয়াবি উপকার রয়েছে তেমনি রয়েছে অফুরন্ত নেকীও। আল্লাহ আমাদের সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA | EB5 | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বারবার কাঁদলেন মির্জা ফখরুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকলে বিনম্র স্বরে সহযোদ্ধাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি। বঙ্গভবনে যাওয়ার পর সহকর্মীদের ‘মিস করব’ উল্লেখ করে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা।

মির্জা ফখরুল দলের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও তাঁর পক্ষে সংসদ সদস্যদের প্রতি এই আহ্বান জানান।

বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে সরকারি দলের সভাকক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এই বৈঠক বেলা ২টায় শুরু হয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে।

সভায় উপস্থিত একাধিক সংসদ সদস্যের ভাষ্য অনুযায়ী, কয়েক মিনিটের বক্তব্যে চার-পাঁচবার কেঁদে ফেলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে সভায় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং প্রধানমন্ত্রীও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সভা সূত্রে জানা যায়, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের ধারণা দেন এবং মির্জা ফখরুলের পক্ষে ভোট চান।

চিফ হুইপ জানান, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মির্জা ফখরুল নিজেও ভোট দেবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব নিলে তাঁর ঠাকুরগাঁও-৩ আসনটি শূন্য হবে।

এরপর বক্তব্য দিতে উঠে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মির্জা ফখরুল। তিনি বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

বিএনপিতে যোগ দেওয়ার পর জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও মহাসচিব হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর কোনো ভুল হয়ে থাকলে বা অজান্তে কারও মনে আঘাত দিয়ে থাকলে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। দল তাঁকে যে সম্মান ও দায়িত্ব দিয়েছে, জীবন দিয়ে হলেও তা রক্ষা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস করবেন না বলেও জানান।

সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, অনেক মূল্য দিয়ে বিএনপি বর্তমান অবস্থানে এসেছে। দেশে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে রাষ্ট্রের সর্বত্র জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহি অপরিহার্য—বিষয়টি সবাইকে মনে রাখতে হবে। মির্জা ফখরুলের দীর্ঘ রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, দলের দুঃসময়ে মির্জা ফখরুল সাহসিকতার সঙ্গে দলের হাল ধরেছেন এবং কখনো হাল ছাড়েননি। এ সময় তাঁকে কারাবন্দীও হতে হয়েছে। তারেক রহমান বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তখন তাঁকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছিল।

বৃহস্পতিবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ উল্লেখ করে দলীয় সংসদ সদস্যদের মির্জা ফখরুলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল থাকার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়েও সংসদ সদস্যদের সতর্ক করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, অনেক সংসদ সদস্যের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে দলের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। কোনোভাবেই এই দূরত্ব বাড়তে দেওয়া যাবে না। বিএনপির চেয়ারম্যান জানান, এবারের স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীক ছাড়া হবে। ফলে নির্বাচনটি চ্যালেঞ্জিং হবে।

গত সংসদ নির্বাচনে অনেকে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ায় দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবার যাতে কেউ দল-সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে না যান, সে বিষয়ে এখন থেকেই সাংগঠনিকভাবে কাজ করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের প্রার্থী করার ওপরও গুরুত্ব দেন তারেক রহমান। তাঁর মতে, গ্রহণযোগ্য প্রার্থী বাছাই করে তাঁদের বিজয়ী করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সামনে রেখে মির্জা ফখরুলের আবেগঘন বিদায়ী বক্তব্য এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন ঘিরে তারেক রহমানের সাংগঠনিক বার্তায় বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠকে দলীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক দূরত্ব কমানোর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ, সেলিমা রহমান, এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ দলের সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আটলান্টিক সিটিতে দোয়া মাহফিল

সুব্রত চৌধুরী

যথাযোগ্য মর্যাদা, গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাতে সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে শোক দিবস পালনে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত করেন নূর মোহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে সপরিবারে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত এবং সম্প্রতি ৫ই আগস্ট পরবর্তী সময়ে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা আবদুল হাই।

আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে এবং মনিরুজ্জামান মনিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ।

ইরানের অর্থনীতি ধ্বংসের পরিকল্পনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, যেসব দেশ ইরানকে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার সুযোগ করে দেবে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দর কিংবা সরকারি সংস্থা—কেউই ইরানকে সহায়তা করতে পারবে না।

তেল পাচার, অর্থ স্থানান্তর, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রতিষ্ঠান, জাহাজ নিবন্ধন এবং ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম বন্ধ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্প লিখেছেন, “আপনারা জানেন, আপনারা কারা।”

অর্থনৈতিক চাপে কি ইরান নতি স্বীকার করবে? তবে অনেক বিশ্লেষকই সন্দেহ করছেন, ইরানের সরকার এত সহজে পিছু হটবে।

তেহরানের শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে কঠোর দমন-পীড়ন ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করে আসছে। একই সঙ্গে কয়েক দশক ধরে তারা বিশ্বের অন্যতম কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও টিকে আছে।

ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থায় ইরান বিষয়ক বিশ্লেষণের দায়িত্বে থাকা সাবেক কর্মকর্তা ড্যানিয়েল সিত্রিনোভিচ CNN-কে বলেন, যারা মনে করছেন অর্থনৈতিক চাপের মুখে ইরান ভেঙে পড়বে, তারা ভুল করছেন। তার মতে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও ইরানের কৌশলে পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই। অর্থনৈতিক চাপ দেশটির ওপর বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু “শেষ পর্যন্ত ইরানের হিসাব-নিকাশ বদলাবে—এমনটা আমি দেখছি না।”

ট্রাম্পকে কী বদলাতে হবে?

ইরানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে শুধু তেহরানের সিদ্ধান্তই বদলাতে হবে না—ট্রাম্পকেও নিজের আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে। ইরানের অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বংস করতে কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছরও লাগতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ধৈর্য—যে গুণ ট্রাম্পের মধ্যে সাধারণত খুব বেশি দেখা যায় না।

ইরান যদি ধরে নেয় যে অর্থনৈতিক চাপ থেকে ফল পাওয়ার আগেই ট্রাম্প তার নতুন পরিকল্পনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন, তাহলে তেহরানের সেই হিসাব অমূলক নাও হতে পারে। এ ছাড়া ট্রাম্পের নতুন কৌশলের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে কূটনৈতিক পরিবর্তনের ওপর।

হোয়াইট হাউস ইরানের জাহাজ ও বন্দরকে ঘিরে অবরোধ কার্যকর করতে সামরিক শক্তির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করছে। এমনকি চলতি সপ্তাহে ট্রাম্প বিভ্রান্তিকরভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হরমুজ প্রণালিকে নতুন মার্কিন ভূখণ্ড বলেও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ইরানকে সত্যিকার অর্থে বিচ্ছিন্ন করতে হলে উপসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ ও এশিয়াজুড়ে সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

চীনকে চাপে ফেলাই হতে পারে বড় পরীক্ষা

ইরানের ওপর বাস্তব অর্থনৈতিক চাপ তৈরির কিছু কার্যকর পথ অবশ্য রয়েছে। হাডসন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো লুডোভিক হুড ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের আয় ও আঞ্চলিক মিত্রগোষ্ঠীগুলোর ওপর আরও কঠোর চাপ দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি ইরাক ও লেবাননের সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক জোরদার করে মধ্যপ্রাচ্যে তেহরানের প্রভাব মোকাবিলার পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টকে ইরানের তেল কেনা বড় দেশ—বিশেষ করে চীন—এর ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

হুডের মতে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক চাপ ইরানে মূল্যস্ফীতি ও পুঁজি পাচার বাড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে দেশটির ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংকট তৈরি হতে পারে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেরও ইরানের গড়ে তোলা গোপন বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক বন্ধে সহযোগিতা করতে হবে।

কিন্তু এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য সহজ হবে না। ইরান বিষয়ে ওয়াশিংটনের কূটনীতি—যার সঙ্গে ট্রাম্পের দূত জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফও যুক্ত—অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতার তুলনায় অতিরিক্ত সরল বলে সমালোচিত হয়েছে। এর ওপর যুদ্ধ শুরু করে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেরও ক্ষুব্ধ করেছেন। যুদ্ধ তাদের জাতীয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করার পরও তিনি মিত্রদের যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেছেন।

এ সপ্তাহে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় ওমানকে বোমা হামলার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। তবে ইরানের অর্থনীতিকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করতে গেলে ট্রাম্পকে কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে, ইরানের অবৈধ তেল বিক্রির লেনদেনে যুক্ত চীনা ব্যাংকগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তা বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু একই সময়ে ট্রাম্প সেপ্টেম্বরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে রাষ্ট্রীয় সফরে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ট্রাম্পের বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আয়োজনের আগে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া তাই বড় ধরনের বিস্ময় সৃষ্টি করবে।

ট্রাম্প কি শেষ পর্যন্ত অটল থাকবেন, নাকি আবারও পিছু হটবেন?

ট্রাম্প যদি অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেও রাজি হন, তবুও আরেকটি বড় বিষয় রয়েছে—ইরান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে।

ইরান জানে, মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাসের কিছু বেশি সময় বাকি। একই সঙ্গে ১৯৮০ সালের নির্বাচনের আগে জিমি কার্টারকে জিম্মি সংকটের মাধ্যমে যেভাবে বিব্রত করেছিল, তেমন পরিস্থিতি তৈরি করার রাজনৈতিক প্রণোদনাও তেহরানের রয়েছে। ফলে শরৎকালীন নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্পের যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার শক্তিশালী রাজনৈতিক কারণ ইরানের রয়েছে।

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল ধীর করে দেওয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ থেকে পাওয়া বড় ভূরাজনৈতিক সুবিধাটিও ধরে রাখতে চাইতে পারে তেহরান। নতুন করে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ব্যাহত করলে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়বে এবং আমেরিকান ভোটারদের কাছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন ট্রাম্পের জন্য পরিস্থিতি হবে উভয় সংকটের। তিনি পাল্টা সামরিক ব্যবস্থা নিলে সংকট আরও ভয়াবহ হবে। আর যদি কোনো জবাব না দেন, তাহলে তাকে দুর্বল দেখাতে পারে। ডেমোক্র্যাটদের জন্যও এখানেই রাজনৈতিক সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান জেমস ওয়াকিনশ বলেন, “আমি ইরানের সঙ্গে এমন অর্থনৈতিক ক্ষয়যুদ্ধে আগ্রহী নই, যেখানে শেষ পর্যন্ত আমেরিকান জনগণকেই এর মূল্য দিতে হবে—গ্যাস পাম্পে এবং মুদি দোকানে।”

ট্রাম্পের সর্বশেষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের হুমকি সত্ত্বেও যুদ্ধের কোনো পরিষ্কার সমাপ্তি এখনো দেখা যাচ্ছে না। আর ট্রাম্প নিজেও সেই পুরোনো প্রশ্নের মুখোমুখি—যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও মূল্য দিতে দিতে আমেরিকান জনগণের সহনশীলতা কি ইরানের শাসকগোষ্ঠীর সহনশীলতার চেয়ে আগে শেষ হয়ে যাবে?

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন গতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

বিনিয়োগে নতুন আগ্রহ

সার্জিও গরের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশি বিনিয়োগ এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর আহ্বান জানান। বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, রোহিঙ্গা সংকট এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে গর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ পরামর্শে সাম্প্রতিক পরিবর্তন আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

বাংলাদেশে সম্ভাব্য মার্কিন বিনিয়োগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের International Development Finance Corporation (DFC)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে U.S.-Bangladesh Business Council-এর একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনাও আলোচনায় আসে।

এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যের পাশাপাশি অবকাঠামো, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে মার্কিন বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়তে পারে।

বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন ভিত্তি

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলতি বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো দুই দেশের Agreement on Reciprocal Trade (ART)।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের বাজারে পণ্য প্রবেশের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও কাঠামোবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চুক্তির আওতায় মার্কিন শিল্প ও কৃষিপণ্যের জন্য বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর মধ্যে যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য, জ্বালানি এবং কৃষিপণ্যসহ বিভিন্ন খাত রয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার, রপ্তানি সুবিধা এবং মার্কিন বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়। ফলে ফেব্রুয়ারির বাণিজ্য চুক্তির পর গরের সফরকে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও কার্যকর করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অর্থনীতির বাইরে কৌশলগত গুরুত্ব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগর ও বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান দেশটিকে অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

গরের সফরের সময় অর্থনীতি ও বাণিজ্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিষয়ও আলোচনায় আসে। প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা সহযোগিতার মতো ক্ষেত্রেও দুই দেশের সম্পর্ক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণগুলোতেও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পৃক্ততার বিষয়টি উঠে এসেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ভারতের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের পরিবর্তন এবং বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

তবে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে কেবল চীন বা ভারতকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যা করা হলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অর্থনৈতিক ও নিজস্ব স্বার্থের বিষয়গুলো আড়ালে পড়ে যেতে পারে। দুই দেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও মানবিক সহযোগিতার নিজস্ব স্বার্থও এই সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

রোহিঙ্গা সংকটেও সহযোগিতা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবিক বিষয় রোহিঙ্গা সংকট। বাংলাদেশ সফরের সময় সার্জিও গর কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেন।

রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার আশ্রয়, মানবিক সহায়তা এবং ভবিষ্যৎ প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চেয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকটে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ফলে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটও একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে থেকে যাচ্ছে।

কেন বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়ছে?

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি বড় অর্থনীতি এবং বিপুল ভোক্তা বাজারের দেশ। একই সঙ্গে দেশটির তরুণ কর্মশক্তি এবং তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন উৎপাদন খাত বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যিক অংশীদার এবং মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার। অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাজারগুলোর একটি। ফলে দুই দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে একটি শক্তিশালী পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরীয় অবস্থান এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এর ক্রমবর্ধমান কৌশলগত গুরুত্ব। এই বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে আগ্রহী, তেমনি বাংলাদেশও মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী।

সামনে বাস্তবায়নের পরীক্ষা

ফেব্রুয়ারির Reciprocal Trade Agreement-এর প্রতিশ্রুতিগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত হয়, মার্কিন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগে কতটা আগ্রহ দেখায় এবং দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কীভাবে এগিয়ে যায়—এসব বিষয় আগামী দিনের সম্পর্কের বাস্তব চিত্র নির্ধারণ করবে।

একই সঙ্গে বাংলাদেশকে তার অর্থনৈতিক স্বার্থের পাশাপাশি ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক অবস্থান বজায় রাখতে হবে।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট—বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এখন শুধু পোশাক রপ্তানি বা প্রচলিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, মানবিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ভূরাজনীতির সমন্বয়ে সম্পর্কটি আরও বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে।

সার্জিও গরের বাংলাদেশ সফর এবং চলতি বছরের Reciprocal Trade Agreement সেই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দৃষ্টান্ত। এখন মূল বিষয় হলো, এই কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতি কতটা দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্বে রূপ নেয়।

জনশূন্যতার ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামীণ জনপদ

অভিবাসনবিরোধী কঠোরতা

মিনহাজুল ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন অভিবাসীরা। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি, আটক ও বহিষ্কার কার্যক্রমের কারণে এসব এলাকার অর্থনীতি ও জনসংখ্যা আবারও সংকটের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জানা গেছে, ২০২৫ সালে অন্তত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের নিট প্রবাহ ঋণাত্মক হয়। চলতি বছরেও বহিষ্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় একই প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক টিম স্ল্যাক বলেন, বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তরুণদের শিক্ষা ও চাকরির জন্য শহরমুখী হওয়ার কারণে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে যে জনসংখ্যাগত সংকট তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলায় অভিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, অভিবাসন গ্রামীণ আমেরিকার জন্য একটি 'জনসংখ্যাগত জীবনরেখা' হিসেবে কাজ করেছে।

২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামীণ কাউন্টিগুলোর মোট জনসংখ্যা প্রায় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমে যায়। এসব এলাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে জনসংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে যেসব গ্রামীণ এলাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে, সেসব জায়গায় অনেক ক্ষেত্রেই অভিবাসীদের আগমন জনসংখ্যা ধরে রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

আইওয়ার স্টর্ম লেক শহরের সাবেক পুলিশ প্রধান মার্ক প্রসার বলেন, অভিবাসীদের আগমনে একসময় সংকুচিত ও প্রায় পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত শহরটিতে কর্মসংস্থান ও আবাসন বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী বাড়িতে ইংরেজির পরিবর্তে অন্য ভাষায় কথা বলে।

হাইতিয়ান অভিবাসীদের নিয়ে আতঙ্ক

ওহাইওর স্প্রিংফিল্ড শহরেও অভিবাসীদের অবদান নিয়ে একই চিত্র দেখা গেছে। ২০২০ সালের পর সেখানে প্রায় ১৫ হাজার হাইতিয়ান অভিবাসী আসেন। তাঁদের আগমনের পর শহরটির জনসংখ্যা ১৯৬০ সালের পর প্রথমবারের মতো বাড়তে শুরু করে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী অভিযান ও সাময়িক সুরক্ষা কর্মসূচি বা টিপিএস বাতিলের কারণে সেখানে হাইতিয়ান অভিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনেকে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও এর প্রভাব পড়ছে।

স্প্রিংফিল্ডের সেন্ট্রাল ক্রিশ্চিয়ান চার্চের প্রধান যাজক কার্ল রুবি বলেন, তাঁর গির্জায় হাইতিয়ান অভিবাসীদের আগমনের কারণে সদস্যসংখ্যা বেড়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক আটক ও বহিষ্কার অভিযানের আতঙ্কে গির্জায় হাইতিয়ানদের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে কমে গেছে। রুবি বলেন, স্থানীয় অবসরপ্রাপ্তদের সেবাকেন্দ্রগুলোতেও অনেক অভিবাসী কাজ করতেন। ফলে তাঁদের কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিলে শুধু শ্রমবাজার নয়, বয়স্কদের সেবাব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অর্থনীতিতেও বড় প্রভাবের আশঙ্কা

অভিবাসন কমে গেলে শ্রমবাজার, কর রাজস্ব ও স্থানীয় ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী জেনি মারে বলেন, অভিবাসীরা প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কর দেন এবং ভোক্তা হিসেবে অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখেন। অভিবাসী শ্রমিক কমে গেলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা কমবে, করদাতার সংখ্যা কমবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোও চাপের মুখে পড়তে পারে।

ওয়েলকামিং আমেরিকার নির্বাহী পরিচালক র‍্যাচেল পেরিচ বলেন, অভিবাসন নীতিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে মানুষের মধ্যে আস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতিও দেখা যাচ্ছে। এতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জনসংখ্যা ধরে রাখা, শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণ এবং স্থানীয় অর্থনীতি সচল রাখতে গ্রামীণ আমেরিকার জন্য অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ। টিম স্ল্যাক সতর্ক করে বলেন, অভিবাসন ছাড়া অনেক গ্রামীণ জনপদ ধীরে ধীরে বয়স্ক, ছোট এবং শেষ পর্যন্ত জনশূন্য হয়ে পড়তে পারে।

আছে অর্জন, সামনে চ্যালেঞ্জও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে চলছে নানা আলোচনা।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রথম ছয় মাসের অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রাই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী বলেন, নির্বাচনের আগে বিএনপি যেসব অঙ্গীকার করেছিল, সেগুলো বাস্তবায়নের কাজ চলছে। তাঁর ভাষায়, "গত ছয় মাসে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, আমি মনে করি তার অধিকাংশই পূর্ণ হয়েছে।"

সরকারের কিছু উদ্যোগ অবশ্য ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। সংসদ সদস্যদের করমুক্ত গাড়ির সুবিধা না নেওয়া, রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানোর উদ্যোগ, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের মতো সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিকে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কৃষকদের ঋণের একটি অংশ মওকুফের উদ্যোগও প্রশংসা পেয়েছে।

তবে সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হয়ে উঠেছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বিভিন্ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে গণপিটুনি, রাজনৈতিক সহিংসতা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং কারাগারে মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগ তৈরি করেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মব সহিংসতায় ১২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩৬৫টি এবং কারাগারে বন্দি বা বিচারাধীন অবস্থায় ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রাজনৈতিক সহিংসতার চিত্রও উদ্বেগের। মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবেদনে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে রাজনৈতিক সংঘাত ও নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির তথ্য উঠে এসেছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন এবং অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

অর্থনীতিতে স্বস্তি ফেরানো বড় পরীক্ষা

ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই দায়িত্ব নেয় বিএনপি সরকার। উচ্চ সরকারি ঋণ, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, বিনিয়োগে স্থবিরতা, কর্মসংস্থানের সংকট এবং দীর্ঘদিনের উচ্চ মূল্যস্ফীতি সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছিল।

অর্থনীতিবিদ ও সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন মনে করেন, ছয় মাস অর্থনীতির বড় পরিবর্তনের জন্য সীমিত সময় হলেও সরকারের নেওয়া কিছু উদ্যোগ ইতিবাচক। তিনি ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিকে ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখছেন।

তবে তাঁর মতে, "মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়ের চাপটা কিন্তু রয়েই গেছে।" বাজার ব্যবস্থাপনা, আর্থিক নীতি ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সমন্বিত পদক্ষেপ ছাড়া মূল্যস্ফীতি দ্রুত কমানো কঠিন বলেও মনে করেন তিনি।

সরকারের জন্য আরেকটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। শিল্পকারখানা বন্ধ হওয়া, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং ব্যবসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় নতুন কর্মসংস্থান তৈরির গতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বন্ধ কারখানা চালু করতে সরকারের উদ্যোগ থাকলেও এর ফলাফল কতটা দৃশ্যমান হবে, তা নিয়ে অপেক্ষা রয়েছে।

জ্বালানি সংকটে বিপাকে সরকার

গত ছয় মাসে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর একটি ছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট। দেশের বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং বেড়েছে। গ্যাসের সরবরাহ ঘাটতির কারণে শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক বিল নিয়েও বিভিন্ন এলাকায় গ্রাহকদের অভিযোগ উঠেছে। স্বাভাবিক ব্যবহারের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি বিল আসার অভিযোগ নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন মনে করেন, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, "গ্যাস ও বিদ্যুৎ ছাড়া জীবন ও অর্থনীতি অচল।"

কূটনীতিতে কিছু ইতিবাচক অর্জন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া ও চীন সফরও কূটনৈতিক তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সফরকালে চীনের সঙ্গে ১৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রোহিঙ্গা সংকট এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হুমায়ুন কবিরের মতে, চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক করিডোর, তিস্তা প্রকল্পে সম্ভাব্য সহযোগিতা এবং দুই দেশের সম্পর্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগগুলো সরকারের ইতিবাচক অর্জন।

তবে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হলেও সফরের পরিবেশ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংবেদনশীল বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করাই দুই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কার ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন

গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, সরকারের প্রথম ছয় মাসে সেই জায়গায় দৃশ্যমান অগ্রগতি কতটা হয়েছে—এটি এখন বড় প্রশ্ন।

জুলাই সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে বিএনপির অবস্থান বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে টানাপোড়েন তৈরি করেছে। স্বাধীন বিচার বিভাগ, পুলিশ সংস্কার, মানবাধিকার কমিশন, গুম প্রতিরোধ, দুর্নীতি দমন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার মতো বিষয়েও সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলেন, "বিএনপির কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল বিএনপি পরিবর্তন বা সংস্কারে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু নির্বাচনের পর গত ছয় মাসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বা রাজনৈতিক সংস্কারের মতো বিষয়গুলোতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন মানুষ দেখতে পায়নি।"

নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও সরকারি প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাবের আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক আলতাফ পারভেজের মতে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয়ের চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। তাঁর বিশ্লেষণে, প্রশাসনিক ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্বের সামঞ্জস্য না থাকলে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সামনে বড় পরীক্ষা

সব মিলিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের প্রথম ছয় মাসকে একেবারে ব্যর্থ কিংবা পুরোপুরি সফল—কোনোটিই বলা যাচ্ছে না। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কিছু ব্যাংকিং সংস্কার, রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানোর উদ্যোগ এবং কূটনৈতিক তৎপরতায় সরকারের কিছু ইতিবাচক অর্জন রয়েছে। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্যের চাপ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ধীরগতি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কার নিয়ে অনিশ্চয়তা সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে।

ছয় মাসের মূল্যায়নে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন—সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকারগুলো বাস্তবে কতটা মানুষের জীবনে স্বস্তি আনতে পেরেছে। আগামী সময়ে জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যকর সংস্কার করতে পারলে সরকারের প্রতি জনআস্থা আরও বাড়তে পারে। বিপরীতে এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হলে প্রথম ছয় মাসের অর্জনও চাপা পড়ে যেতে পারে ব্যর্থতার আলোচনায়।

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভোটগ্রহণ শেষে বিকালে গণনার পর ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। পরে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতাসহ সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানান। নির্বাচনের পর রাতেই এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ নেবেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ৩৪৩টি বৈধ ভোটের মধ্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পেয়েছেন ২৫৫ ভোট, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় ঐক্যের কর্নেল অব. অলি আহমদ বীরবিক্রম পেয়েছেন ৮৮ ভোট। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ভোটের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে ৮ই অক্টোবর সংসদ সভাকক্ষে রাষ্ট্রপতি পদে ভোট হয়েছিল।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে বেলা ২টার দিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে নির্বাচনী কর্তা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দীন ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন। এএমএম নাসির উদ্দিন বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভোট পেয়েছেন ২৫৫ ভোট। আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পাওয়ায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দাঁড়িয়ে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে প্রথম করমর্দন করেন এবং তাকে লাল গোলাপ হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এসময়ে পুরো সংসদ কক্ষের সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানান। এরপর নতুন রাষ্ট্রপতি হাত তুলে সকল সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে সালাম জানান। সংসদ সদস্যরা তখনও টেবিল চাপড়াচ্ছিলেন। বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরসহ বিরোধী সংসদ সদস্যরা ট্রেজারি বেঞ্চের কাছে এলে নতুন রাষ্ট্রপতি নিজের আসন থেকে বেরিয়ে বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও নিজের আসন থেকে এসে নতুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গেও কোলাকুলি করেন। পরে এমপিরা নিজ নিজ আসন থেকে এসে নতুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে করমর্দন করেন। এসময় নতুন রাষ্ট্রপতি একপর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দীনের সঙ্গেও করমর্দন করেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সালাম জানান।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচনী কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দীন। বর্তমানে সংসদের অধিবেশন চলমান না থাকায় ভোটগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের আলাদা বৈঠকে ডাকা হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করার পাশাপাশি নির্বাচন পরিচালনা করেন সিইসি। ভোট শুরুর আগে বক্তব্য দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দীন। সিইসি রাষ্ট্রপতি পদে দুই প্রার্থী, তাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম ঘোষণা করেন। তিনি সংসদ সদস্যরা কীভাবে ভোট দেবেন তার নিয়ম বলে দেন। ব্যালট পেপারে পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করার কথা বলেন। ব্যালট বাক্সে কীভাবে ব্যালট পেপার রাখবেন তা বলে দেন।

প্রথম ভোট দেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামাল। তারা ভোট দেবার পর বিরোধী দলের নেতাসহ সংসদ সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ও প্রার্থীর সঙ্গেও করমর্দন করেন। প্রায় ৮ মিনিট সংসদ কক্ষে অবস্থানের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। ওদিকে সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ আসনে বসে ভোট দেন। প্রথমে ব্যালট পেপারের মুড়ি অংশে পূর্ণ নাম লিখে স্বাক্ষর করে ব্যালট গ্রহণ করেন। এরপর মূল ব্যালটে পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে নির্ধারিত স্থানে আবার পূর্ণ নাম লিখে স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনরত স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামালের ভোট দেয়ার জন্য সংসদ কক্ষে আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এরপরে ২টা ১২ মিনিটে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান তার সহকর্মীদের নিয়ে ভোট দেন।

গত ২৪শে জুলাই রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন আওয়ামী লীগ আমলে নির্বাচিত মো. সাহাবুদ্দিন। পদত্যাগের কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ৬ই আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া শেষ করে এই ভোট হয়।

সংসদে একঘণ্টা প্রধানমন্ত্রী

ভোট শুরু থেকে একঘণ্টার অধিক সময় সংসদ কক্ষে নিজের আসনে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পাশের আসনে ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এরপর অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রবীণ সংসদ সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। প্রধানমন্ত্রী নিজের আসনে বসেছিলেন তখন সংসদ সদস্যরা সামনে থেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর হাসিমুখে সংসদ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

প্রধানমন্ত্রী বিকাল ৩টা ১৩ মিনিটে সংসদ কক্ষ ছেড়ে নিজের কার্যালয়ে যান। দলের প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে সঙ্গে নেন। পরে ৪টা ৪১ মিনিটে প্রার্থীকে নিয়ে সংসদ কক্ষে ফিরে আসেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, উপ প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি, মো. সুজাদ্দৌলা, সহকারী প্রেস সচিব একেএম নাজমুল হক প্রমুখ কর্মকর্তারা সংবাদিক গ্যালারিতে গিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অবলোকন করেন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। সাংবাদিক দুইটি গ্যালারি ছাড়া সবগুলো গ্যালারি বন্ধ ছিল।

> **প্রথম ভোট দেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামাল। তারা ভোট দেবার পর বিরোধী দলের নেতাসহ সংসদ সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ও প্রার্থীর সঙ্গেও করমর্দন করেন। প্রায় ৮ মিনিট সংসদ কক্ষে অবস্থানের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।**

ভোট দেননি ৬ জন সংসদ সদস্য

৩৪৯ ভোটারের মধ্যে ৬ জন সংসদ সদস্য ভোট প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। এদের মধ্যে অসুস্থতার কারণে ভোট দিতে না আসার কথা জানিয়ে ইতিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস ও চট্টগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তফা কামাল পাশা। অনুপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ওসমান ফারুক। এ ছাড়া জামায়াতের সাতক্ষীরা-৪ আসনের বিতর্কিত সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বরগুনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এমডি অলিউল্লাহ ভোট দেবেন না বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বৈধ ব্যালট ছিল ২৪৩টি। ৬টি ব্যালট অব্যবহৃত ছিল বলে জানান নির্বাচনী কর্মকর্তা।

সংসদ সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক একটি বিতর্কিত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনার জেরে জামায়াতে ইসলামী ইতিমধ্যে সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বিএনপির বা ১১ দলীয় জোটের যেকোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়ার সুযোগ থাকলেও শেষ সময় পর্যন্ত তাকে ভোটকক্ষে দেখা যায়নি। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেননি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একমাত্র সংসদ সদস্য মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন অলিউল্লাহ। চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীমের নেতৃত্বাধীন দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে জুলাই সনদে ঐকমত্য হওয়া সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় এই নির্বাচনে ভোট দেবে না ইসলামী আন্দোলন। গতকাল গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়ে এ কথা জানান ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।

ওদিকে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ না থাকলে এবং স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার সুযোগ থাকলে রাষ্ট্রপতি পদটি আরও বেশি সম্মানিত হতো বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বেলা দুইটার দিকে সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন।

এক নজরে মির্জা ফখরুল

ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করে আসা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাখার সভাপতি এবং এসএম হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন ফখরুল। ঢাকা কলেজ, দিনাজপুর কলেজে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন তিনি।

১৯৮৬ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৮৮ সালে ঠাকুরগাঁও পৌরসভা নির্বাচনে জিতে হন চেয়ারম্যান। ছাত্রজীবনের বাম রাজনীতি থেকে উঠে আসা মির্জা ফখরুলের জাতীয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দল ন্যাপে, ভাসানীর হাত ধরে রাজনীতির আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করেছেন। সেখান থেকেই বিএনপিতে যোগদান, যে দলটির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারীর একান্ত সচিব ছিলেন ফখরুল ইসলাম।

১৯৯২ সালে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপি'র সভাপতি, পরে দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে উঠে আসেন তিনি। ২০১১ সাল থেকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এবং ২০১৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলে মহাসচিব নির্বাচিত হন। বিএনপি'র শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে আসার আগে তিনি জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের প্রথম সহ-সভাপতি এবং পরে সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন।

ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে বিএনপি'র মনোনয়নে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মির্জা ফখরুল ইসলাম। ২০০১-২০০৬ মেয়াদের বিএনপি সরকারে তাকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। আর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ায় তাকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রীর দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ২০১৮ সালে একাদশ নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসন থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে তিনি শপথ না নেয়ায় ওই আসনে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি'র জিএম সিরাজ সংসদে যান।

দুই মেয়ে নিয়েই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও রাহাত আরা বেগমের সংসার। বড় মেয়ে মির্জা শামারুহ অস্ট্রেলিয়ায় স্বামী-সন্তান নিয়ে আছেন। সিডনির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে এখন ক্যানবেরার ফেডারেল মেডিকেল কাউন্সিলের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। ছোট মেয়ে মির্জা সাফারুহ ধানমণ্ডির সানি ডেল স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর গত ২৪শে জুলাই হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মনোনীত রুহুল কবীর রিজভী

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাড. রুহুল কবির রিজভীকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের ৭ এর (খ) ৬ ধারা অনুযায়ী বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ্যাড. রুহুল কবির রিজভীকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, এই মনোনয়ন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি

JANNAT Rx PHARMACY

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com

উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017

জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717

ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections

Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

গ্যাস সংকটে বিপর্যস্ত দেশ

জনজীবনে বাড়ছে ভোগান্তি

সংকটের বড় কারণ হিসেবে এলএনজি সরবরাহে বিঘ্ন, দেশীয় গ্যাসের ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতাকে সামনে আনা হচ্ছে।

ইফতেখার ইসলাম

বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট আবারও তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্যাসের ঘাটতির প্রভাব পড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পকারখানা, সিএনজি স্টেশন ও বাসাবাড়িতে। কোথাও দীর্ঘ সময় লোডশেডিং হচ্ছে, কোথাও কম গ্যাসের চাপে কারখানার উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্যাস সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও শিল্পখাতে সংকট এখনো কাটেনি।

বর্তমান সংকটের বড় কারণ হিসেবে এলএনজি সরবরাহে বিঘ্ন, দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতাকে সামনে আনা হচ্ছে। মহেশখালীর ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে কারিগরি সমস্যার কারণে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এর আগে একটি টার্মিনালের সমস্যায় দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে।

তথ্য উপদেষ্টা ড. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের দৈনিক গ্যাসের প্রয়োজন প্রায় ৩ হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট হলেও দীর্ঘদিন ধরে সেই পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের ঘাটতি পূরণে এলএনজির ওপর নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। একটি এলএনজি টার্মিনালে দুর্ঘটনার কারণে সরবরাহ কমে যাওয়ায় এর প্রভাব বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পকারখানা, বাসাবাড়ি ও সিএনজি স্টেশন—সব ক্ষেত্রেই পড়েছে।

তিনি বলেন, গ্যাসের অভাবে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র বা ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ কিংবা সীমিতভাবে চলছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রিডের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এতে বিদ্যুতের চাহিদা আরও বেড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ব্যয়বহুল ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রেখেছে। তবুও কিছু এলাকায় লোডশেডিং এড়ানো যাচ্ছে না।

বিদ্যুৎ সংকটের প্রভাব ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দৃশ্যমান। গ্যাসের ঘাটতির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। এতে বাসাবাড়ির পাশাপাশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে।

শিল্পখাতেই সংকটের সবচেয়ে বড় ধাক্কা দেখা যাচ্ছে। গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বহু কারখানার উৎপাদন বন্ধ বা সীমিত হয়ে পড়েছে। নরসিংদীতেই ৩০০টির বেশি ছোট-বড় কারখানায় উৎপাদন বন্ধ থাকার খবর পাওয়া গেছে। গ্যাস সরবরাহ কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পরও শিল্পকারখানাগুলো স্বস্তিতে ফিরতে পারেনি। সীমিত সরবরাহের বড় অংশ বিদ্যুৎকেন্দ্রে দেওয়া হচ্ছে বলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় চাপ পাচ্ছে না। ফলে অনেক কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছে না।

সরকারের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, এলএনজি টার্মিনালগুলোর কার্যক্রম পুরোপুরি স্বাভাবিক হলে গ্যাস সরবরাহ ধীরে ধীরে বাড়বে এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংকটও কমে আসবে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘমেয়াদে সংকট মোকাবিলায় শুধু আমদানিনির্ভর এলএনজির ওপর নির্ভর না করে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান, জ্বালানির উৎস বহুমুখীকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

নিউইয়র্কে অভিবাসনবিষয়ক নতুন আইন

স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে আইসের চুক্তি বন্ধের নির্দেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অভিবাসনপ্রত্যাশী ও অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি নতুন আইন আগামী ২৫ আগস্ট থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। নতুন আইনের আওতায় স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে ফেডারেল অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থার (আইস) সঙ্গে অভিবাসন আইন প্রয়োগসংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করতে হবে।

নতুন আইনে স্থানীয় পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আইসের হয়ে দেওয়ানি অভিবাসন আইন প্রয়োগে সহযোগিতা করার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অভিবাসনসংক্রান্ত গ্রেপ্তারের ঝুঁকি কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস গত জুলাইয়ে আইসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ১২টি স্থানীয় সংস্থাকে চুক্তি বাতিলের পরিকল্পনা জানাতে চিঠি দেন। তবে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে পাঁচটি সংস্থা এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়া দেয়নি। গভর্নর ক্যাথি হোকুল সতর্ক করে বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইসিইর সঙ্গে চুক্তি বাতিল না করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

আইসের সঙ্গে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতার ক্ষেত্রে '২৮৭(জি)' নামে পরিচিত চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। এসব চুক্তির মাধ্যমে আইস স্থানীয় কর্মকর্তাদের অভিবাসন আইন প্রয়োগের নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিতে পারে। তবে নাসাউ কাউন্টির নির্বাহী ব্রুস ব্লেকম্যান এখনো আইসের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধের বিষয়ে সম্মতি দেননি। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত আইনি পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হবে।

বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন

নিউইয়র্ক

নিউজ ডেস্ক

আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের বার্ষিক বনভোজন। গত রোববার (১৬ আগস্ট) নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের বির্চ প্যাভিলিয়নে দিনব্যাপী এ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। প্রবাসে বসবাসরত বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগরের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়।

ড. মুস্তাক আহমেদ বড় ভূঁইয়ার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. জুননুন চৌধুরী। প্রাতঃরাশ বিতরণের পর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও বেলুন উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

দিনব্যাপী আয়োজনে শিশু-কিশোর, নারী ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। শিশুদের বল পাসিং ও দৌড় প্রতিযোগিতা, নারীদের বালিশ খেলা ও মার্বেল-চামচ দৌড় এবং পুরুষ ও কিশোরদের ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি ছিল প্রবাসীদের জন্য দুপুরের খাবার ও যোহরের নামাজের বিরতি।

বিকেলে আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিচিতি ও বক্তব্য পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব কাওসারে সঞ্চালনায় সংঠনের সভাপতি মিজানুর রহমান মিজান বলেন, পরবাসের কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে আমাদের এই সংগঠনটি এক টুকরো প্রিয় স্বদেশ। সুদূর প্রবাসেও আমাদের শেকড় ও সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আজকের এই মিলনমেলা প্রমাণ করে দূরত্ব যতোই হোক, আমাদের হৃদয়ের টান ও প্রীতি একই সুতোয় গাঁথা।

বনভোজনের আহ্বায়ক মো. তৌফিক আলম বলেন, বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর আমাদের শিকড়, আমাদের পরিচয় ও আমাদের অহংকার; আমরা বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগরবাসী এই জন্য গর্বিত।

প্রধান সমন্বয়কের বক্তব্যে সৈয়দ এনাম আহমেদ বলেন, প্রবাসে আমাদের শক্তি ও সাহসের মূল উৎস হলো পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান। বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগরবাসীর এই ঐক্য ও সৌহার্দ্য কেবল আমাদের প্রবাস জীবনকে সুন্দর করে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার সেতু হিসেবে কাজ করে।

দিনব্যাপী আয়োজনের শেষভাগে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিল এই আয়োজনের অন্যতম স্মরণীয় দিক ছিল—বিজয়ী ও বিজিত সকল প্রতিযোগী এবং আগত আমন্ত্রিত অতিথি প্রত্যেকের জন্যই রাখা হয়েছিল প্রীতিময় ও আকর্ষণীয় উপহার সামগ্রী, যা পুরো উৎসবের আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং আয়োজনে যোগ করে এক অনন্য মাত্রা। চমৎকার এই উপহার বিতরণ ও আনন্দময় মুহূর্তগুলোর মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে দিনব্যাপী ঐতিহাসিক এই প্রবাস মিলনমেলার।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing, 2nd Floor, Bronx, NY 10462

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
NYS Department of Health LHCSAs
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

নিউইয়র্কে হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জের বনভোজনে নানা আয়োজন

নিউইয়র্কের কুইন্সের রেইনি পার্কে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জ ইনক’র বার্ষিক বনভোজন। গত ১৫ আগস্ট আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কপ্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে দিনটি পরিণত হয় মিলনমেলায়। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল আড্ডা, খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা, পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, বিনোদন এবং র‍্যাফেল ড্রসহ নানা আয়োজন।

বনভোজনে অংশ নেন নিউইয়র্কে বসবাসরত নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দীর্ঘদিন পর স্বজন, বন্ধু ও পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অনেকেই বনভোজনে অংশ নেন এবং দিনটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং নিউইয়র্কের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সারওয়ার খান।

অনুষ্ঠানে হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জ ইনকের সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান ও আহ্বায়ক হামিদ মাহমুদসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান সমন্বয়ক আবদুল আল মাহমুদ, অতিরিক্ত প্রধান সমন্বয়ক আনোয়ার আলী মিয়া, সমন্বয়ক শাহজাহান বাবুল এবং সদস্য-সচিব মোহাম্মদ হোসেন আজাদসহ আয়োজক কমিটির সদস্যরা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

বনভোজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। এতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল নিউইয়র্ক-ঢাকা বিমান টিকিট। দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল ৫৬ ইঞ্চি টেলিভিশন, তৃতীয় পুরস্কার আইফোন এবং চতুর্থ পুরস্কার ল্যাপটপ। এছাড়া ডিনার সেট, ফ্যানসহ আরও বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার রাখা হয়।

আয়োজকেরা বলেন, প্রবাসে বসবাস করলেও নারায়ণগঞ্জবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখা এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে নিজেদের শিকড় ও সংস্কৃতির সংযোগ তৈরি করাই এ ধরনের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।বনভোজনের মাধ্যমে প্রবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী হয়েছে।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

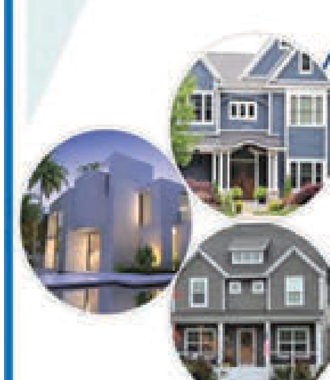

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০২৭ সালের হজ নিবন্ধন শুরু

প্যাকেজ ঘোষণা সেপ্টেম্বরে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০২৭ সালের হজে যেতে আগ্রহীদের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমেরিকান পাসপোর্টধারী এবং গ্রিনকার্ডধারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা এখন হজের প্রাথমিক নিবন্ধন ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবেন বলে জানিয়েছে জমজম ট্রাভেল ইউএস।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাওহিদ মাহবুব মুন্না জানান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ যেকোনো দেশের পাসপোর্টধারী যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে হজে গিয়ে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে পারবেন। এজন্য আগ্রহীদের দ্রুত নিবন্ধন করে প্রোফাইল যাচাই, ই-ওয়ালেট সক্রিয়সহ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ২০২৭ সালের হজের জন্য নুসুকের প্যাকেজ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য থেকে হজযাত্রীদের জন্য প্যাকেজ সেপ্টেম্বরের শেষ অথবা অক্টোবরের শুরুতে ঘোষণা করা হতে পারে। তবে আগের বছরের প্যাকেজের ভিত্তিতে

সম্ভাব্য খরচ ও সেবার ধরন সম্পর্কে জমজম ট্রাভেল ইউএস-এর কার্যালয় থেকে ধারণা নেওয়া যাবে।

তাওহিদ মাহবুব মুন্না বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে হজযাত্রীদের জন্য সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড, প্রিমিয়াম ও লাক্সারি—এই তিন ধরনের প্যাকেজ থাকে। এর পাশাপাশি রয়েছে এলিট প্যাকেজ। বয়স্ক কিংবা শারীরিকভাবে চলাফেরায় অসুবিধা রয়েছে এমন হজযাত্রীদের জন্য এলিট প্যাকেজে বাড়তি সুবিধার ব্যবস্থা থাকে। প্রয়োজন ও সেবার ধরন অনুযায়ী এই প্যাকেজের খরচও বেশি হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, হজ একটি শারীরিক ও মানসিক ধৈর্যের ইবাদত। হজের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় দীর্ঘ সময় হাঁটাচলা করতে হয়। তাই হজে যাওয়ার আগে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা জরুরি। শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম হজযাত্রীদের জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থাও রয়েছে।

জমজম ট্রাভেল ইউএস জানিয়েছে, নিবন্ধনের পর হজযাত্রীদের ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, নিয়মিত ওয়েবিনার এবং হজের আগে বিশেষ সেমিনারের মাধ্যমে হজের প্রস্তুতি, করণীয় ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাওয়া প্রতি ৪০ জন হজযাত্রীর জন্য একজন করে বাংলা ভাষাভাষী গাইড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান তাওহিদ মাহবুব মুন্না। এসব গাইড হজযাত্রীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

জমজম ট্রাভেল ইউএস জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি ইথরা আলখাইর ও রাওয়াফ মিনা'র সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ সেবা দিচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য সেবার মধ্যে রয়েছে ফ্লাইট টিকিট এবং বিশ্বব্যাপী ভিসা সেবা।

হজ নিবন্ধনের জন্য জমজম ট্রাভেল ইউএস'র কার্যালয় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ প্লাজায় অবস্থিত। অনলাইনেও নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে।

নিউইয়র্কের পিওর ফার্মার্স মার্কেটে মাসব্যাপী মাছ মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের পিওর ফার্মার্স মার্কেটে পঞ্চমবারের মতো শুরু হয়েছে জমজমাট 'মাছ মেলা'। ১২৪২ লিবার্টি অ্যাভিনিউতে গত ৭ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী এ আয়োজনে প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশের নদী, পুকুর ও হাওরের পরিচিত নানা মাছ তুলনামূলক সাশ্রয়ী দামে কেনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইলিশ, শোল, রুই, কাতাল, মৃগেল, কই, চিংড়ি, কাচকি, মলাসহ নানা ধরনের দেশীয় ও সামুদ্রিক মাছ নিয়ে সাজানো হয়েছে এই বিশেষ আয়োজন। আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা।

পিওর ফার্মার্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাছ সরাসরি আমদানি করার কারণে এখানে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কম। ফলে তুলনামূলক কম দামে ক্রেতাদের কাছে মাছ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন মাছের ওপর বিশেষ মূল্যছাড়ও দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি একসঙ্গে তিন থেকে পাঁচটি মাছ কেনার জন্য রয়েছে বিশেষ প্যাকেজ সুবিধা।

ইলিশপ্রেমীদের জন্যও রয়েছে বিশেষ আয়োজন। মেলায় বিভিন্ন ধরনের ও

ব্র্যান্ডের ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে পিউর অ্যান্ড জেল, চাঁদপুর ইলিশ ও পুতুল ব্র্যান্ডের ইলিশ রয়েছে। দেশীয় খাবারের তালিকায় ইলিশকে যারা নিয়মিত রাখেন, তাদের জন্য তুলনামূলক কম দামে মাছ কেনার এই সুযোগ বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলছেন, নিউইয়র্কে বসে বাংলাদেশের পরিচিত স্বাদের তাজা মাছ পাওয়া সবসময় সহজ নয়। তাই একই জায়গায় দেশীয় বিভিন্ন মাছ এবং তুলনামূলক কম দামের বিশেষ অফার পাওয়ায় তারা সন্তুষ্ট। পরিবারের খাবারের জন্য পছন্দের মাছ কেনার পাশাপাশি অনেকেই মেলা থেকে একসঙ্গে কয়েক ধরনের মাছ কিনছেন।

মেলা ঘুরে দেখা গেছে, ক্রেতাদের মধ্যে দেশীয় মাছের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে ইলিশ, কই, রুই ও মৃগেলের মতো মাছের চাহিদা বেশি। মাছের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যও ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে।

পিওর ফার্মার্স মার্কেটের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরিচালক সামছুল হক বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশীয় মাছের প্রতি আগ্রহ ও চাহিদার কথা বিবেচনা করেই মাছের মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

আইস কর্মকর্তাদের নতুন অস্ত্র নিয়ে উদ্বেগ

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

অভিবাসন গ্রেপ্তার নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার মুখে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (আইস) এবার প্রস্তুতি নিচ্ছে আরও একটি বিতর্কিত সরঞ্জাম যুক্ত করার। এমন একজোড়া গ্লাভস, যা পরিহিত অবস্থায় স্পর্শ করলেই বৈদ্যুতিক শক দিতে সক্ষম। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রকাশিত এক নোটিশ অনুযায়ী, আগামী মার্চের মধ্যে এই ধরনের "কনডাক্টিভ ডিসট্র্যাকশন অ্যান্ড ডি-এস্কেলেশন ডিভাইস" কেনার জন্য সংস্থাটি ব্যয় করতে যাচ্ছে ১ কোটি থেকে ২ কোটি ডলার।

জি.এল.ও.ভি.ই. নামে পরিচিত এই গ্লাভস তৈরি করছে কেন্টাকির লেক্সিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কমপ্লায়েন্ট টেকনোলজিস। কোম্পানির দাবি, এগুলো দেখতে সাধারণ টহল-গ্লাভসের মতোই, তবে একটি সুইচ চাপলেই তা বৈদ্যুতিক মোডে চালু হয়ে যায়। সরাসরি ত্বকে স্পর্শ করানো হলে এটি এমন এক ব্যথাদায়ক অনুভূতি তৈরি করে, যা মুহূর্তেই কাউকে বশে আনতে সাহায্য করে বলে প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য। ইন-কাস্টডি ডেথ প্রিভেনশন ইনস্টিটিউটের প্রধান জন পিটার্স, যিনি এই ডিভাইসের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন, তিনি একে তুলনা করেছেন মৌমাছির কামড়ের সঙ্গে। আকস্মিক, তীব্র এবং মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার মতো। তাঁর মতে, এটি বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে শারীরিকভাবে কম শক্তিশালী বা বয়স্ক কর্মকর্তাদের জন্য, কারণ এতে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

তবে বেসামরিক অধিকার সংগঠনগুলো এই পরিকল্পনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের (এসিএলইউ) পুলিশিং প্রকল্পের উপ-পরিচালক জেন রোলনিক বোরচেটার প্রশ্ন, বেসামরিক অভিবাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদৌ এমন ডিভাইসের প্রয়োজন কী। যাঁকে শক দেওয়া হবে তাঁর আগে থেকে কোনো সতর্কবার্তা পাওয়ার সুযোগও থাকবে না। তাঁর ভাষ্যে, গত এক বছরে আইস ইতিমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে তারা অতি দ্রুত বলপ্রয়োগে ঝুঁকে পড়ে। এখন একটি বোতাম চাপলেই কাউকে চোখের আড়ালে তীব্র যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের হাতে চলে আসবে। যা মানুষের জন্য ক্ষতির নতুন এক দুয়ার খুলে দিতে পারে। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিজেই সতর্ক করে বলেছে, শাস্তি হিসেবে বা নিছক মৌখিক অবাধ্যতা প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে, কিংবা শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর এই ডিভাইস ব্যবহার করা উচিত নয়।

আইস এই পরিকল্পনা এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন হোয়াইট হাউসের প্রতিদিন ২ হাজার গ্রেপ্তারের চাপে সংস্থাটি ইতিমধ্যেই কড়া সমালোচনার মুখে। গত মাসেই মেইন ও টেক্সাসে গাড়ি থামানোর সময় আইস

আইসিসির প্রেসিডেন্টসহ দুই কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রেসিডেন্ট তোমোকো আকানে এবং আদালতটির সিনিয়র ট্রায়াল লয়ার আবদুলায়ে সেয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেন। বুধবার (১৯ আগস্ট) এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে জাপান, আইসিসি ও নেদারল্যান্ডস।

মার্কিন প্রশাসনের অভিযোগ, আকানে ও সেয়ে এমন কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, যার মাধ্যমে এমন দেশের সরকারি কর্মকর্তা ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত, গ্রেপ্তার, আটক বা বিচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে—যেসব দেশ আইসিসির এখতিয়ার মেনে নেয়নি। বিশেষ করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে কেন্দ্র করেই ওয়াশিংটন ও আদালতটির মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় আকানে ও সেয়ে

জাপানের নাগরিক তোমোকো আকানে ২০২৪ সাল থেকে আইসিসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আদালতের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট এবং এই পদে দায়িত্ব পালন করা প্রথম জাপানি নাগরিক।

অন্যদিকে সেনেগালের নাগরিক আবদুলায়ে সেয়ে আইসিসির একজন সিনিয়র ট্রায়াল লয়ার। তিনি সেই প্রসিকিউশন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যারা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছিল। সেয়েকে আইসিসির বিচারক পদে নির্বাচনের জন্যও মনোনীত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের নিষেধাজ্ঞার তালিকা অনুযায়ী, আকানে ও সেয়েকে 'স্পেশালি ডিজিগনেটেড ন্যাশনালস' (এসডিএন) তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আওতাধীন তাদের যেকোনো সম্পদ বা সম্পদে স্বার্থ জব্দ হবে এবং মার্কিন নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সঙ্গে লেনদেন করতে পারবে না।

এ ছাড়া মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ১৮ আগস্ট একটি সাধারণ লাইসেন্স জারি করেছে। এর আওতায় আকানে ও সেয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু লেনদেন

গুটিয়ে নেওয়ার জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

কেন নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, আকানে ও সেয়ে এমন কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, যার মাধ্যমে আইসিসি এমন দেশের কর্মকর্তাদের তদন্ত, গ্রেপ্তার, আটক বা বিচারের চেষ্টা করছে, যাদের সরকার আদালতটির এখতিয়ার মেনে নেয়নি।

রুবিওর অভিযোগ, আইসিসি তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে এবং আদালতটির কার্যক্রম মার্কিন সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি তৈরি করছে। ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, আইসিসি যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে নিজের এখতিয়ার বাড়িয়ে তুলছে।

যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির সদস্য নয়। ইসরায়েলও আদালতটির সদস্য রাষ্ট্র নয়। তবে আইসিসির রোম সংবিধি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদালত সদস্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের বিষয়ে বিচারিক এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে, এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তি অ-সদস্য দেশের নাগরিক হলেও।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের নভেম্বরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি।

আইসিসির তীব্র প্রতিবাদ

নতুন নিষেধাজ্ঞার পর বুধবার আইসিসি যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। আদালত বলেছে, এই পদক্ষেপ বিচারিক স্বাধীনতার ওপর 'নির্লজ্জ আক্রমণ' এবং আন্তর্জাতিক আইনভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি।

নিউইয়র্কে আইসের অভিযান জোরদার, নজরে যেসব এলাকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট-আইসের অভিযান বেড়েছে বলে জানিয়েছে অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো।

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই সপ্তাহে ম্যানহাটন, ব্রুকলিন ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের কয়েকটি এলাকায় আইসের তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

অভিবাসী অধিকার সংগঠনটির চিহ্নিত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে—ম্যানহাটনের ইনউড ও ওয়াশিংটন হাইটস; স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের পোর্ট রিচমন্ড ও স্ট্যাপলটন; ব্রুকলিনের সানসেট পার্ক, ডাইকার হাইটস, বেনসনহার্স্ট ও সাইপ্রেস হিলস। এর আগে মেক দ্য রোড নিউইয়র্ক কুইন্সের এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, কলেজ পয়েন্ট ও করোনা এলাকাতেও আইসের অভিযান বাড়ার কথা জানিয়েছিল।

নিউইয়র্কের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও আইসের সাম্প্রতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কাউন্সিল মেম্বার কারমেন দে লা রোসা এবং অ্যাসেম্বলি মেম্বার গনজালেজ-রোহাস অভিবাসী পরিবারগুলোর পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।

ইনউডে গত ২৮ জুলাই আইসের এক এজেন্টের বিরুদ্ধে এক নারীকে মরিচের স্প্রে করার অভিযোগ ওঠার পর দে লা রোসা প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, অভিবাসীদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই এবং নিউইয়র্কে তাদের অধিকার রক্ষায় সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে।

এদিকে কুইন্সে অভিবাসনবিষয়ক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন নিউইয়র্কের পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানে উইলিয়ামস। বিশেষ করে অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা এবং আইসের সঙ্গে যোগাযোগের সময় অভিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে বাসিন্দাদের জানানো হচ্ছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির এক নোটিশে আইসের অভিযানে বৈদ্যুতিক শক দিতে সক্ষম গ্লাভস ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর অভিবাসী অধিকারকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

ঢাকায় ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল

বাংলাদেশে মার্কিন ব্যবসায়ীদের ৫ বিলিয়ন ডলার নতুন বিনিয়োগের লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী ৪৫ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সম্প্রতি ঢাকা সফর করেছে। জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষি, আর্থিক সেবা ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে সম্ভাবনা যাচাই করেছে প্রতিনিধিদলটি।

ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ১১ আগস্ট ঢাকায় পৌঁছে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন বৈঠক ও কর্মসূচিতে অংশ নেয়। এতে শেভরন, এক্সিলারেট এনার্জি, ভিসা ও মাস্টারকার্ডসহ শীর্ষস্থানীয় মার্কিন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ঢাকায় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেন, জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষি ও আর্থিক খাতের মার্কিন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে। দুই দেশের পাঁচ দশকের বেশি সময়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের ওপরও তিনি গুরুত্ব দেন।

প্রতিনিধিদলের সফরে জ্বালানি, প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরের সঙ্গেও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে, একই সময়ে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে অতিরিক্ত ৫ বিলিয়ন ডলার মার্কিন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্য জানিয়েছে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম)। সংগঠনটি জানায়, তাদের বর্তমান সদস্য এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী মার্কিন কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে এই বিনিয়োগ আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অ্যামচ্যামের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে। নতুন বিনিয়োগের লক্ষ্য পূরণ হলে বাংলাদেশে মার্কিন কোম্পানিগুলোর উপস্থিতি আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন বিনিয়োগ বাড়লে বাংলাদেশে নতুন মূলধনের পাশাপাশি প্রযুক্তি স্থানান্তর, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে এই বিনিয়োগ বাস্তবায়নে নীতিগত স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, সহজ ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং দ্রুত প্রশাসনিক সেবা নিশ্চিত করা জরুরি।

ওসমান: রক্তের দাগে লেখা একটি ডকুমেন্ট

শামসুন ফৌজিয়া

"ওসমান: সার্বভৌমত্বের প্রহরী, প্রজন্মের প্রতিচ্ছবি"-বইটি লিখেছেন কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিক্ষক এইচ বি রিতা। প্রকাশ করেছ ঘাসফুল জুলাই ২০২৬। প্রচ্ছদে সাফওয়ান সিয়াম।

বইটি আমার হাতে পৌঁছেনি এখনো। লেখকের কাছ থেকে পিডিএফ সংগ্রহ করে পাঠ করেছি। পাঠ করার পর মনে হল এ নিয়ে কিছু লেখা দরকার।

২৫৬ পৃষ্ঠার এই বইটিকে সাধারণ জীবনী বা উপন্যাস বললে ভুল হবে; এটি একটি ডকুমেন্টারি দলিল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ঘটে যাওয়া শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও কূটনৈতিক ভূমিকম্পকে দিন-তারিখ-ঘণ্টা ধরে লিপিবদ্ধ করার এক সাহসী প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন এইচ বি রিতা।

ওসমান হাদি-যাকে হত্যা করা হয়েছে ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী সোচ্চার কণ্ঠের জন্য- বইটি তাকে নিয়েই লেখা। বইটির মূল কাঠামো কালানুক্রমিক। লেখক ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে(যেদিন তার উপর হামলা হল) শুরু করে ১৮ ডিসেম্বর (তার মৃত্যু) এবং সর্বশেষ ৮ জুলাই, ২০২৬- পর্যন্ত প্রতিটি দিনকে আলাদা অধ্যায় করেছেন।

ওসমান হাদি-যাকে হত্যা করা হয়েছে ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী সোচ্চার কণ্ঠের জন্য- বইটি তাকে নিয়েই লেখা। বইটির মূল কাঠামো কালানুক্রমিক। লেখক ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে (যেদিন তার উপর হামলা হল) শুরু করে ১৮ ডিসেম্বর (তার মৃত্যু) এবং সর্বশেষ ৮ জুলাই, ২০২৬- পর্যন্ত প্রতিটি দিনকে আলাদা অধ্যায় করেছেন।

বইটিতে আছে, হাদির ওপর বর্বরোচিত হামলা, ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিক্রিয়া, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক মহলের শোকবার্তা। আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগরসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদসহ সব দলের প্রতিক্রিয়া, শাহবাগ অবরোধ, ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধের আল্টিমেটাম।

তাৎক্ষণিক সহিংসতা ও ভাঙচুর অধ্যায়ে লেখক খুব সৎ ভাবে দেখিয়েছেন কিভাবে হাদি হত্যার পর প্রতিবাদ শুধু শোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার অফিসে হামলা, আওয়ামী লীগ কার্যালয় ভাঙচুর, বীর বাহাদুরের বাড়িতে আগুন, হরিগঞ্জ ও কুড়িগ্রামে ব্লকেড - এই অপ্রিয় সত্যগুলো তিনি এড়িয়ে যাননি।

চলমান উত্তাল পরিস্থিতিতে ইনকিলাব মঞ্চের শাহবাগে রাজপথ না ছাড়ার ঘোষণা, ৩০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করার দাবি, সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবেরদের অনশন - সবকিছু পত্রিকার রেফারেন্স সহ তুলে ধরা হয়েছে।

এই বইটি পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবার কিছু কারণ রয়েছে।

১. প্রাথমিক ইতিহাসের উৎস: এটি কোনো বিশ্লেষকের মনগড়া মতামত নয়। প্রতিটি দাবির পেছনে লেখক পত্রিকার নাম, তারিখ, বিবৃতির সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভবিষ্যতে ২০২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময় নিয়ে যারা গবেষণা করবেন, তাদের জন্য এটি একটি ফার্স্টহ্যান্ড আর্কাইভ।

২. রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শনের দার্শনিক পাঠ: ওসমান হাদিকে কেবল সমকালীন আন্দোলনকর্মী হিসেবে নয়, বইটিতে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রতিরোধের অংশ হিসেবে—যেখানে প্রতিশোধ নয়, কেন্দ্রবিন্দু ছিল ন্যায্যতা ও বিচার। চিফ জোসেফ, রোজা পার্কস কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো আপসহীন নৈতিক অবস্থানের সাথে তুলনা করে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে হাদি ক্ষমতার বিপরীতে সত্যকে বেছে নিয়েছিলেন। একই সাথে থমাস হবসের মানবস্বভাব-তত্ত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে হাদির বাস্তববাদী দর্শন: যিনি জানতেন সমাজ বদলাতে স্রেফ আবেগ যথেষ্ট নয়, দরকার নৈতিক দায় ও কর্তৃত্বকে জনগণের ন্যায়ের অধীন করার এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

৩. সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব ও আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণ: হাদির আধিপত্যবাদবিরোধী অবস্থান কেবল রাজনৈতিক বিরোধে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল মূলত একমুখী সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও বৌদ্ধিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদার লড়াই। বইটিতে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে ওসমান হাদি ভাষা, গণমাধ্যম ও রুচির ওপর বহিরাগত 'সফট পাওয়ার'-এর প্রভুত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলার নিজস্ব লোকজ ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মাটি-সংলগ্ন বহুমাত্রিক পরিচয়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিভাবে তিনি ভারতের সঙ্গে সমমর্যাদাপূর্ণ প্রতিবেশীর সম্পর্কের দাবি তুলে প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম সাংস্কৃতিক মানদণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। লেখক স্পষ্ট করেছেন—হাদির কাছে আধিপত্যবাদের বিরোধিতা মানে অন্ধ বিদ্বেষ নয়, বরং আত্মপরিচয় বিসর্জন না দিয়ে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন জাতির আত্মমর্যাদাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৪.ভারত প্রশ্নের ডকুমেন্টেশন: বইটির সবচেয়ে বিস্ফোরক অংশ হলো ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী বয়ান এবং হাদি হত্যার পেছনে 'ভারতীয় পরিকল্পনা' - এই জন-অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ। হাইকমিশন বন্ধ, ভিসা বন্ধ, নাহিদ, হাসনাত ও সারজিস এর বক্তব্য, হাদি হত্যার বিচারে স্লোগানগুলোর উত্থান কিভাবে হলো, তার একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় বইটিতে।

৫.পারিবারিক শোক ও নাগরিক সংহতির দলিল: ওসমান হাদির পরিবারে তার ভাই-বোনের শোক ও চলমান প্রতিবাদ, হাদির স্ত্রীর মনোজগতের আনুমানিক শোক ও লড়াই, একই সাথে হাদিকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্পী, কবি, কলামিস্টদের আর্তনাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এতে।

৬.ডিজিটাল আর্কাইভ ও রাজনৈতিক দর্শনের বয়ান: দুর্দান্ত যে কাজটি এইচ বি রিতা করেছেন, তা হল হাদির রাজনৈতিক দর্শন ও আধিপতবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক দর্শনকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে তিনি হাদির টাইমলাইনের স্ক্রিনশট সহ তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

৭.বিচারহীনতার জট ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন: হাদি হত্যার বিচারে তদন্ত প্রতিবেদনের তারিখ বারবার কেন পেছানো হচ্ছে, আইনি জটিলতা কোথায় আটকে আছে এবং বাংলাদেশ-ভারত বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন আসামিকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না—তার পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ বইটিতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৮.ভাষার রাজনীতি ও প্রতিবাদের নান্দনিকতা: হাদির ব্যবহৃত 'গালি' নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতা থাকলেও, কখন একজন নিরস্ত্র ও নিপীড়িত মজলুমের মুখের তীব্র ভাষাই হয়ে ওঠে প্রতিরোধের ধারালো অস্ত্র—তার এক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। এই তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে তিনি টেনে এনেছেন বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন গণবিপ্লব ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ রেফারেন্স; যেমন: ফরাসি বিপ্লবের 'ল্য পের দ্যুশেন', চতুর্থ সুলতানকে লেখা জাপোরোজিয়ান কসাক যোদ্ধাদের ঐতিহাসিক চিঠির ভাষা, রুশ বিপ্লব ও আরব বসন্ত। পাশাপাশি বিশ্ব ও বাংলা সাহিত্যের গতিপথ থেকে তুলে ধরেছেন শেক্সপিয়র ও এলিজাবেথান যুগের তীক্ষ্ণ ভাষা, চার্লস বুকোস্কির 'ডার্টি রিয়ালিজম', অ্যালেন গিন্সবার্গের 'বিট মুভমেন্ট', উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং শামসুর রাহমান ও রফিক আজাদের ক্ষোভমিশ্রিত পঙক্তিমালা। ফলে আক্রমণাত্মক ভাষা কীভাবে ঐতিহাসিক প্রতিরোধে রূপান্তরিত হয়, তার এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মোহ পাঠ হাজির করে এই বই।

৯.নির্মোহ ভাবে 'দুই পক্ষ' দেখানো: লেখক ওসমান হাদিকে স্পষ্টতই 'জুলাইয়ের প্রতীক' হিসেবে সম্মান করেন, কিন্তু তার মৃত্যুর পর আন্দোলনের নামে হওয়া সহিংসতা, ভাঙচুরকেও তিনি 'প্রতিহিংসামূলক প্রতিক্রিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন - "একটি ন্যায্য বিচারের দাবির আন্দোলন যখন ভাঙচুর বা জনভোগান্তির দিকে মোড় নেয়, তখন তা মূল দাবির নৈতিক শক্তিকেও আঘাত করে।" এই আত্মসমালোচনা বইটিকে দলীয় প্রচারপত্র হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে।

সব মিলিয়ে, 'ওসমান: সার্বভৌমত্বের প্রহরী, প্রজন্মের প্রতিচ্ছবি' - বইটি নিছক একটি শোকগাথা বা প্রথাগত পর্যালোচনা নয়; এটি উত্তাল সময়ের এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল। লেখক এইচ বি রিতা আবেগ আর বস্তুনিষ্ঠতার সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করে একটি জটিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সন্ধিক্ষণকে নিখুঁতভাবে ফ্রেমবন্দি করেছেন।

একদিকে রক্তের দাগে লেখা একটি রক্তাক্ত ট্র্যাজেডির আখ্যান, অন্যদিকে আধিপত্যবাদবিরোধী এক প্রজন্মের আত্মমর্যাদার জাগরণ—উভয়কেই তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে একই মলাটে তুলে ধরেছেন।

ইতিহাস অনেক সময় ক্ষমতাবানদের ভাষ্যে লেখা হয়, কিন্তু এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে রাজপথের স্পন্দন, নথিপত্র এবং জনগণের অনুভূতির মেলবন্ধনে। এটি পড়ার পর আপনার মনে হবে, ওসমান হাদি শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ কোন পথে যাবে - সেই প্রশ্নের এক রক্তাক্ত উত্তর।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রকাশ্যে আসলেন শামীম ওসমান

উত্তর আমেরিকা অফিস

দীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রকাশ্যে দেখা মিলেছে সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাতে জ্যাকসন হাইটসে শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক কর্মীসভায় অংশ নেন তিনি। সেখানে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্যও দেন শামীম ওসমান।

আওয়ামী লীগের আলোচিত এই নেতার প্রকাশ্যে কর্মীসভায় অংশ নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং দেশের বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা ও সমালোচনা। নতুন করে আলোচনায় এসেছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তার ভূমিকা এবং তার বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলো।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, গাড়ি থেকে নামার পর শামীম ওসমানকে ঘিরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান দিচ্ছেন। এ সময় 'তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি', 'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'সহ বিভিন্ন স্লোগান শোনা যায়।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময় নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী, ১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া, ফতুল্লার সাইনবোর্ড ও আশপাশের এলাকায় ছয়জন, ২১ জুলাই ভূঁইগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুজন এবং ৫ আগস্ট আরও দুজনকে হত্যার ঘটনায় শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলায় শামীম ওসমানের ছেলে ইমতিনান ওসমান অয়ন, ভাতিজা আজমেরী ওসমানসহ আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও সহযোগীকেও আসামি করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ শামীম ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠন করে। এরপর জুন মাসে মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়।

চলমান সাক্ষ্যগ্রহণে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগও উঠে এসেছে। জুলাই মাসে ট্রাইব্যুনালে দেওয়া এক রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি অনুযায়ী, ১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জের লিংক রোডের জালকুড়ি এলাকায় শামীম ওসমান, তার ছেলে অয়ন ওসমান এবং আজমেরী ওসমানসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালান। একই সাক্ষী ৫ আগস্ট চাষাড়া এলাকায় শামীম ওসমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলার কথাও উল্লেখ করেন।

৫ আগস্টের ঘটনা নিয়ে মামলার সাক্ষ্যে আরও বলা হয়েছে, ওই দিন চাষাড়া এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার সময় অয়ন ওসমানের গুলিতে স্বজন নামে এক আন্দোলনকারী আহত হন। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ ওঠে এবং ৬ আগস্ট তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায়ও শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে।

এছাড়া ২০২৪ সালের আগস্টে নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলা করা হয়। ১৯ জুলাই ভুঁইগড় এলাকায় পারভেজ হোসেন নিহত এবং ২০ জুলাই সিদ্ধিরগঞ্জের পাইনাদি এলাকায় সুমাইয়া আক্তার নিহত হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় শেখ হাসিনা, শামীম ওসমান, অয়ন ওসমান, আজমেরী ওসমানসহ বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শামীম ওসমানের প্রকাশ্য অবস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা আলোচনা ছিল। ওই সময়ের পর তাকে প্রকাশ্যে না দেখা যাওয়ায় তিনি কোথায় আছেন, তা নিয়েও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে নিউইয়র্কে তাকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে বিচার চলাকালে বিদেশে অবস্থান করা শামীম ওসমান কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

তবে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো এখনো বিচারাধীন এবং আদালতের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত এসব অভিযোগকে প্রমাণিত অপরাধ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। নিউইয়র্কে তার সাম্প্রতিক উপস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রে তার অবস্থানের বিষয়ে এখন পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনো বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

নীরবতা ভেঙে লুইজি মানজিওনি বললেন 'আমি মিস্টার থম্পসনকে গুলি করেছিলাম'

বিশেষ প্রতিনিধি

ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতকক্ষে ১৪ আগস্ট শুক্রবার সকাল তখন থমথমে। গ্যালারির দ্বিতীয় সারিতে বসে আছেন ব্রায়ান থম্পসনের বিধবা স্ত্রী পলেট থম্পসন ও পরিবারের সদস্যরা। বেইজ রঙের কারাগারের পোশাকে, কনুই পর্যন্ত গোটানো সাদা হাতাওয়ালা শার্ট পরে, হাত মুক্ত কিন্তু পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় আদালতকক্ষে প্রবেশ করেন ২৮ বছর বয়সী লুইজি মানজিওনি। থম্পসনের স্বজনদের তীব্র দৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি নিজের আসনে বসেন। আইনজীবীদের সঙ্গে একটি নথি মনোযোগ দিয়ে পড়ে তাতে সই করেন।

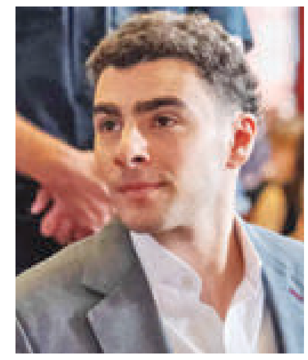

> ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ম্যানহাটনে গুলিবিদ্ধ হয়ে থম্পসনের মৃত্যুর পাঁচ দিন পর পেনসিলভানিয়ার একটি ম্যাকডোনাল্ডসে ব্রেকফার্স্ট খাওয়ার সময় স্থানীয় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন মানজিওনি।

এরপর যা ঘটে, তা প্রায় দুই বছর ধরে চলা এক আলোচিত মামলার নাটকীয় মোড়। বিচারক মার্গারেট গার্নেটের সামনে দাঁড়িয়ে লিখিত এক চিরকুট থেকে পড়ে মানজিওনি স্বীকার করেন, "আমি ম্যানহাটনে মিস্টার থম্পসনকে গুলি করেছিলাম, আর তিনি মারা যান।"

আন্তঃরাজ্য স্টকিং-সংক্রান্ত ফেডারেল অভিযোগে তিনি দোষ স্বীকার করেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ম্যানহাটনের রাস্তায় ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী ব্রায়ান থম্পসনকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই অভিযোগে তাঁর সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এই কথা শুনে মানজিওনি সামান্য মাথা নাড়েন। গ্যালারিতে নীরবে কাঁদতে থাকেন থম্পসনের বিধবা স্ত্রী।

আদালতে পড়ে শোনানো তাঁর লিখিত বক্তব্যে উঠে আসে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিবরণ। বছরের পর বছর তীব্র পিঠের ব্যথায় ভোগা এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া স্বাস্থ্যবিমা শিল্পের প্রতি ক্ষোভের কথা জানান তিনি। মানজিওনি জানান, ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের বার্ষিক সম্মেলনের তথ্য জোগাড় করতে তিনি নিজেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী একটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারী সাজিয়ে কোম্পানির নেতৃত্বের কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন।

"নিউইয়র্ক যাওয়ার আগে আমি থ্রিডি প্রিন্টার দিয়ে একটা বন্দুক বানিয়েছিলাম," তিনি বলেন, "সাইলেন্সার আর ম্যাগাজিন লাগিয়ে সেটা প্রস্তুত করেছিলাম।"

আদালতকক্ষে যে দৃঢ়তা তাঁর তথাকথিত 'ইশতেহারে' ফুটে উঠেছিল বলে কৌঁসুলিরা দাবি করেন, সেই দৃঢ়তা যেন মিলিয়ে গিয়েছিল শুক্রবারের এই শুনানিতে। গলা কিছুটা ধরে আসছিল তাঁর। প্রশ্নের জবাবে একের পর এক শুধু "হ্যাঁ" বলে যাচ্ছিলেন।

মূলত জানুয়ারিতে যে ফেডারেল বিচার শুরু হওয়ার কথা ছিল, এই দোষ স্বীকারের মধ্য দিয়েই তা থেমে গেল। এখন আগামী ১৮ ডিসেম্বর তাঁর সাজা ঘোষণার শুনানি হবে। তবে এখানেই শেষ নয় মানজিওনির আইনি লড়াই। নিউইয়র্ক রাজ্য আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে এখনো দ্বিতীয়-মাত্রার হত্যা, জাল দলিল রাখা এবং একাধিক অস্ত্র রাখার অভিযোগ বহাল আছে। যার জুরি বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা আগামী ৮ সেপ্টেম্বর।

শুনানি শেষে তাঁর আইনজীবীরা নিশ্চিত করেছেন, রাজ্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তা 'ডাবল জেপার্ডি' বা একই অপরাধে দ্বিতীয়বার বিচারের শামিল হবে—এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা আবেদন করবেন। বিচারক গার্নেট এদিন সতর্ক করে দেন, রাজ্য আদালতের সম্ভাব্য সাজা ফেডারেল সাজার সঙ্গে পরপর কার্যকর হতে পারে।

কৌঁসুলিদের ভাষ্যমতে, মানজিওনি তাঁর 'ইশতেহারে' লিখেছিলেন, থম্পসনকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল 'মরণঘাতী, লোভে চালিত স্বাস্থ্যবিমা কার্টেলের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। ঘটনাস্থলে ফেলে যাওয়া গুলির খোসায় খোদাই করা ছিল 'ডিলে' আর 'ডিনাই' শব্দ দুটি। বিমা কোম্পানিগুলো গ্রাহকদের দাবি এড়াতে যে ভাষা ব্যবহার করে বলে অভিযোগ, তারই ইঙ্গিত। কৌঁসুলিদের দাবি, তিনি লিখেছিলেন, বিমা শিল্পের অন্যান্য শীর্ষ নির্বাহীরাও তাঁর লক্ষ্যবস্তু হতে পারতেন। কারণ, এই শিল্প "আক্ষরিক অর্থেই টাকার বিনিময়ে মানুষের জীবনীশক্তি নিংড়ে নেয়।"

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ম্যানহাটনের এক হোটেলের বাইরে গুলিবিদ্ধ হয়ে থম্পসনের মৃত্যুর পাঁচ দিন পর পেনসিলভানিয়ার একটি ম্যাকডোনাল্ডসে ব্রেকফার্স্ট খাওয়ার সময় স্থানীয় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন মানজিওনি।

মেরিল্যান্ডের এক স্কুলের সাবেক এই শিক্ষার্থী তখন থেকেই আমেরিকার উগ্র বামপন্থী মহলে এক ধরনের 'লোকনায়ক' খ্যাতি পেয়ে গেছেন—যেখানে রাজনৈতিক সহিংসতাকে বিকৃতভাবে লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে।

এদিন আদালত প্রাঙ্গণের বাইরেও তার প্রমাণ মিলল। শুনানি শেষে এক ব্যক্তি গাড়িতে করে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে ওঠেন—"আমেরিকা লুইজিকে ভালোবাসে!"

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

বিল গেটসের মেয়ের স্টার্টআপ ঘিরে 'কুকি স্টাফিং' বিতর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি

মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের ২৩ বছর বয়সী মেয়ে ফোবি গেটসের প্রতিষ্ঠিত শপিং স্টার্টআপ ফিয়া নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছে। ব্লুমবার্গের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি "কুকি স্টাফিং" নামের একটি বিতর্কিত পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন অনেক বিক্রির জন্য কমিশন দাবি করেছে, যেগুলোতে তাদের অ্যাপের আদতে কোনো ভূমিকাই ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হলো, প্রতিষ্ঠানের দুই প্রতিষ্ঠাতা ফোবি গেটস ও সোফিয়া কিয়ানি বিষয়টি সম্পর্কে মাসের পর মাস ধরে অবগত ছিলেন।

> জুলাই মাসে যখন প্রথম এই অভিযোগ সামনে আসে, তখন ফিয়ার একজন মুখপাত্র দাবি করেছিলেন, বিষয়টি একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং ব্লুমবার্গ যোগাযোগ করার পরই তারা এ সম্পর্কে জানতে পারে।

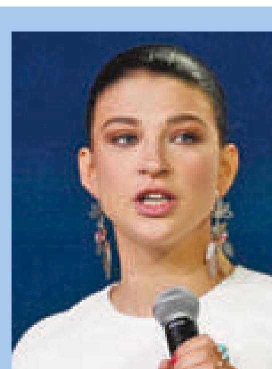

স্ট্যানফোর্ডের সাবেক সহপাঠী গেটস ও কিয়ানির যৌথভাবে গড়া ফিয়া মূলত একটি ব্রাউজার এক্সটেনশন, যা গ্রাহকদের বিভিন্ন অনলাইন রিটেইলারের মধ্যে দাম তুলনা করে সবচেয়ে ভালো ছাড় খুঁজে দেয়। কেউ যখন ফিয়ার মাধ্যমে কোনো কুপন কোড ব্যবহার করেন, তখন সংশ্লিষ্ট রিটেইলারের ওয়েবসাইটে একটি "কুকি" বসিয়ে দেওয়া হয়, যা প্রমাণ করে বিক্রিটা ফিয়ার মাধ্যমেই হয়েছে এবং এর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানটি কমিশন পায়। কিন্তু ব্লুমবার্গের অভ্যন্তরীণ স্ল্যাক বার্তা ও একাধিক সূত্রের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে, গ্রাহক আদৌ কোনো কুপন ব্যবহার না করলেও নাইকি, গ্যাপ ও নর্ডস্ট্রমের মতো বড় বড় রিটেইলারের ওয়েবসাইটে ফিয়া কুকি বসিয়ে দিত। অন্তত গত ডিসেম্বর থেকেই এই চর্চা চলছিল বলে দাবি।

জুলাই মাসে যখন প্রথম এই অভিযোগ সামনে আসে, তখন ফিয়ার একজন মুখপাত্র দাবি করেছিলেন, বিষয়টি একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং ব্লুমবার্গ যোগাযোগ করার পরই তারা এ সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু ব্লুমবার্গের নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটি নিছক কোনো বাগ নয় বরং একটি সুনির্দিষ্ট ফিচার ছিল। যা প্রয়োজনমতো চালু-বন্ধ করা যেত। ফাঁস হওয়া স্ল্যাক বার্তায় দেখা যায়, গত ডিসেম্বরে গেটস নিজেই প্রকৌশলীদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এটসি প্ল্যাটফর্মেও সব ওয়েবসাইটে কুপনভিত্তিক কুকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বসছে কি না। যাতে মোট বিক্রয়মূল্যের ওপরই কমিশন আদায় করা যায়। অন্যদিকে কিয়ানি একবার এমন একটি ফিচারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে ব্যবহারকারী স্রেফ ফিয়ার পপ-আপ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও কুকি বসে যায়। যদিও গুগল ক্রোমের নীতিমালায় এভাবে কুকি বসানো নিষিদ্ধ বলে সহকর্মীরা তাঁকে জানানোর পর তিনি তা মেনে নেন। ফিয়ার একজন মুখপাত্র অবশ্য ব্লুমবার্গকে জানিয়েছেন, এই নির্দিষ্ট ফিচারটি বাস্তবে কখনো চালুই করা হয়নি।

এই কুকি স্টাফিংয়ের প্রভাব প্রতিষ্ঠানের রাজস্বেও স্পষ্ট। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুনে ফিয়া যে পণ্যমূল্যের জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছিল, তার প্রায় ৫১ শতাংশই এসেছিল এই কুকি স্টাফিং থেকে। জুলাইয়ে এই ফিচার বন্ধ করার পর প্রতিষ্ঠানের দৈনিক গড় আয় প্রায় ৮০ হাজার ডলার থেকে নেমে দাঁড়ায় ১০ থেকে ২৮ হাজার ডলারে। যদিও ফিয়ার মুখপাত্রের দাবি, এই পতনের একটা বড় অংশ কুকি স্টাফিং বন্ধ করার পাশাপাশি অন্যান্য আয়ের উৎসও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কারণে হয়েছে, আর ব্লুমবার্গের বিশ্লেষণ কিছুটা অতিরঞ্জিত।

হেইলি বিবার, ক্রিস জেনার ও স্প্যাংক্সের প্রতিষ্ঠাতা সারা ব্লেকলির মতো বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ২০২৫ সালে ৩ কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছিল ফিয়া। কিন্তু এই বিতর্কের জেরে ইতিমধ্যে তাদের একটি অ্যাফিলিয়েট অংশীদার ইমপ্যাক্ট.কম প্রতিষ্ঠানটির নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থগিত করে দিয়েছে এবং গেটসের প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত কমিশনও অন্যত্র পুনর্বণ্টন করেছে। আইনজীবীরা সতর্ক করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে "কুকি স্টাফিং"-কে সাধারণত ফেডারেল ওয়্যার ফ্রড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে ২০ বছরের কারাদণ্ড। তবে এখন পর্যন্ত এই অভিযোগে ফিয়া বা এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ব্যবস্থা কিংবা ফৌজদারি অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের হয়নি। ইমপ্যাক্ট.কমের সংযোগ স্থগিতাদেশই এখন পর্যন্ত একমাত্র বাস্তব পরিণতি। ফিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা প্রতিটি লেনদেন পর্যালোচনা করছে, ক্ষতিগ্রস্ত অংশীদারদের কমিশন ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে একজন কমপ্লায়েন্স প্রধান নিয়োগ দিচ্ছে।

মুনা সেন্টারের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল

আশরাফুল ইসলাম মিলন

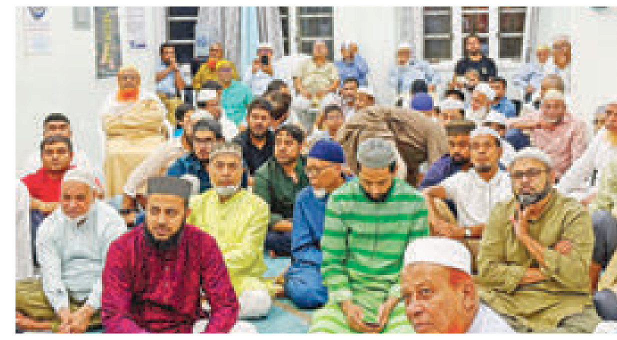

নিউইয়র্কের মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটসের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজিত মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ, কোরআনের নির্দেশনা অনুসরণ এবং ইসলামী আদর্শে জীবন গঠনের ওপর আলোচনা করা হয়।

মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'এখন সময়'-এর সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক কাজী সামছুল হক। কোরআন তেলাওয়াত করেন হামিমুর রহমান হামিম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটসের সেক্রেটারি কায়কোবাদ কবির।

প্রধান অতিথি মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। কোরআনের আলোকে জীবন গঠন এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

মিশিগানে দুই দিনব্যাপী বাংলা বইমেলা ২২ ও ২৩ আগস্ট

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় মিশিগান বাংলা বইমেলা। মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ২২ ও ২৩ আগস্ট দুই দিনব্যাপী এ বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, ওয়ারেনের মৃধা কমিউনিটি সেন্টারের আনন্দ মঞ্চে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। এতে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্টল, নতুন বইয়ের প্রদর্শনী ও বিক্রির পাশাপাশি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে।

প্রথম দিন ২২ আগস্ট থাকছে গণিত অলিম্পিয়াড, সাহিত্য আসর, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাময়িকী অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দ্বিতীয় দিন ২৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ছন্দে-ছড়ায় অভিনয়, সাময়িকী অনুষ্ঠান, কবি ও কবিতার আসর এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এ বইমেলার মাধ্যমে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়বে। পাশাপাশি মিশিগানে বাংলা বইপাঠ ও চর্চার পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ হবে।

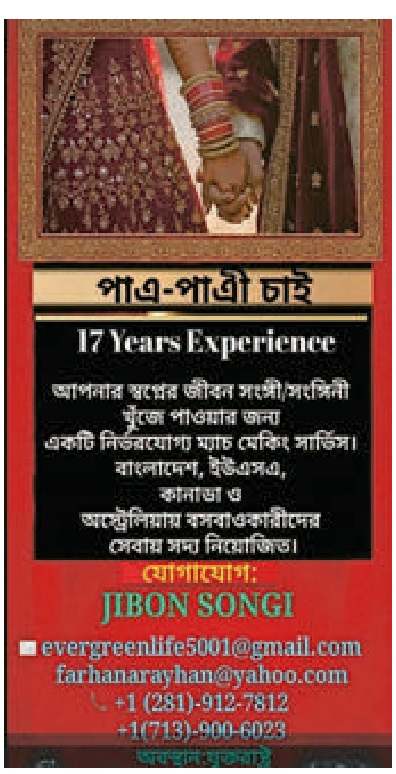

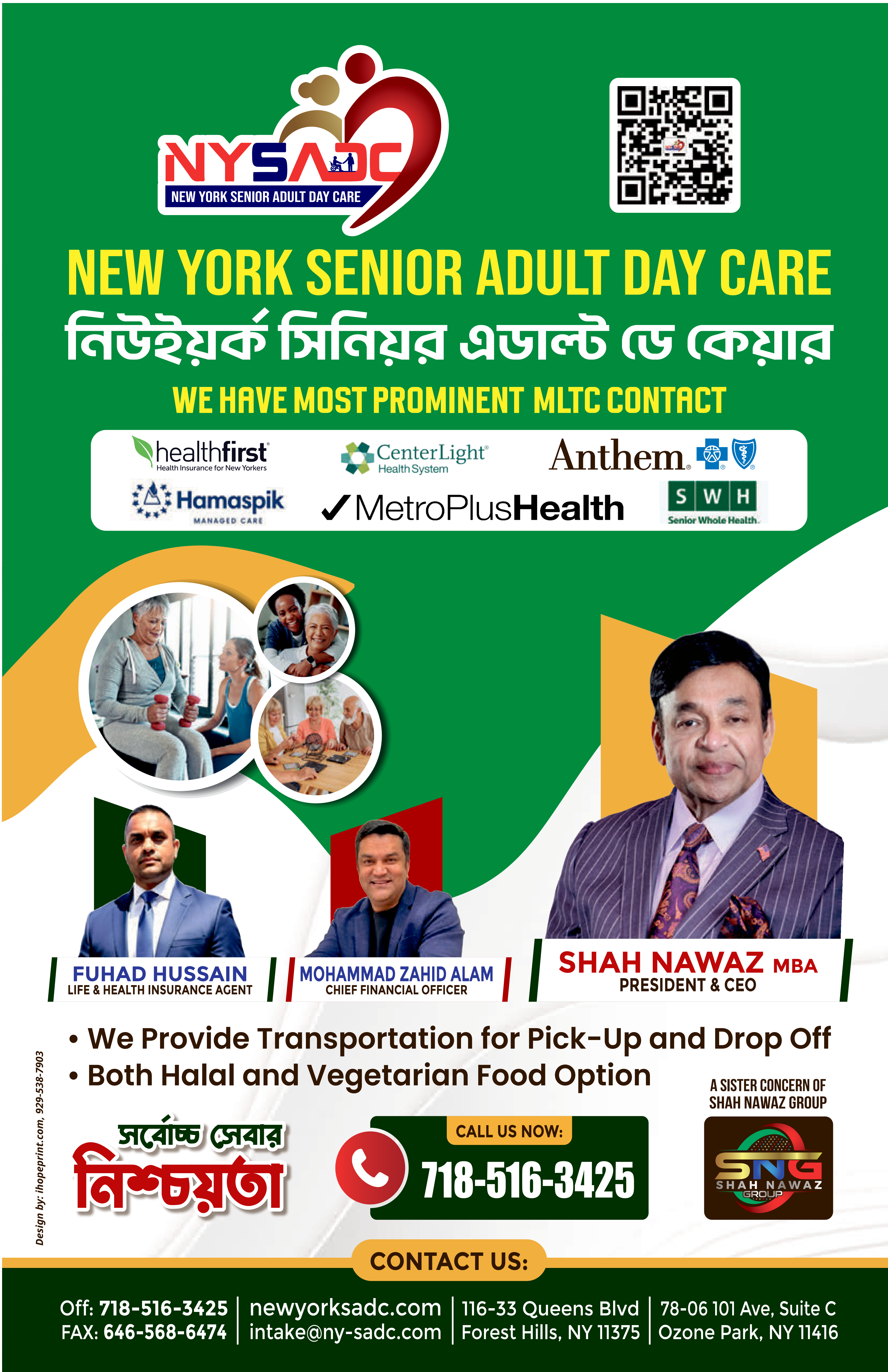
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

জ্যাকসন হাইটসে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে জায়নামাজ বিতরণ ও রক্তদান কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে প্রায় দেড় হাজার মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ ও প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগে দিনব্যাপী এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শনিবার (১৫ আগস্ট) নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে দুপুর ১টা থেকে রক্তদান কার্যক্রম শুরু হয়। বিকেল ৩টা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাবার ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে তাজা আমের জুসও বিতরণ করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে আগস্ট মাসে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। মুনাজাত শেষে উপস্থিত মানুষের মধ্যে খাবার, তবারক ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়।

সভাপতি সাকিল মিয়া বলেন, "প্রবাসে বসবাস করলেও বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রবাসীদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সবাইকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।"

চেয়ারম্যান রেদোয়ানুল হক বলেন, "১৫ আগস্টের মতো একটি ঐতিহাসিক ও শোকাবহ দিনে প্রবাসে থেকেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওই দিনের শহীদদের স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব। একই সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।"

অনুষ্ঠানে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি সাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি, আহ্বায়ক মীর নিজামুল হক, সদস্য সচিব মামুন মিয়াজী, চেয়ারম্যান রেদোয়ানুল হক ও প্রধান সমন্বয়ক শাহ জে চৌধুরী, অনুষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টা শাহ নেওয়াজ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক এম এ আজিজ ও আসেফ বারী টুটুল, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ফাহাদ সোলায়মানসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।

ভার্জিনিয়ায় সামিয়া ও অস্পরার বিশেষ রাগসংগীত

নিউজ ডেস্ক

বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্য ও প্রজন্মান্তরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সামনে রেখে ভার্জিনিয়ায় আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান 'পরম্পরা'। অনুষ্ঠানে গুরু ও শিষ্য—দুই প্রজন্মের শিল্পীর পরিবেশনায় রাগসংগীতের আসর বসবে।

অনুষ্ঠানে গুণী সংগীতশিল্পী সামিয়া মাহবুব আহমেদ এবং তরুণ সংগীতশিল্পী অস্পরা বণিক তাঁদের অনবদ্য পরিবেশনায় শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেন শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগভিত্তিক পরিবেশনা। আয়োজকদের ভাষায়, এটি হবে 'পরম্পরা'র বিশেষ পর্ব—যেখানে সুরের ছোঁয়ায় ফুটে উঠবে ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাধনা ও প্রজন্মের উত্তরাধিকার।

আয়োজক অপরাজেয় বাংলা জানিয়েছে, সংগীতপ্রেমীদের জন্য আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে থাকবে শাস্ত্রীয় সংগীতের নান্দনিকতা এবং বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে এর গভীর সম্পর্কের এক বিশেষ অনুভব। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে আসছে ২৩ আগস্ট রোববার। অনুষ্ঠানস্থল ১৫৯৪১ ডোনাল্ড কার্টিস ড্রাইভ, উডব্রিজ, ভার্জিনিয়া ২২১৯১।

আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেদিন বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে দরজা খুলবে এবং বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠান চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত।

'পরম্পরা'র মূল আকর্ষণ দুই প্রজন্মের দুই শিল্পীর পরিবেশনা। একদিকে অভিজ্ঞ ও গুণী শিল্পী সামিয়া মাহবুব আহমেদ, অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মের শিল্পী অস্পরা বণিক। তাঁদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের গুরু-শিষ্য পরম্পরা, অনুশীলন ও উত্তরাধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে সামনে আসবে। 'পরম্পরা' প্রবাসে বাংলা ও উপমহাদেশীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যকে পরিচিত করে তোলার একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

গাজায় প্রতি রাতে ৩০-৪০ জনকে হত্যা করা উচিত

ইসরায়েলি মন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর প্রতি রাতে অন্তত '৩০ থেকে ৪০ জনকে হত্যা' করা উচিত এবং শুধু 'ওই নির্দিষ্ট মুহূর্তে যারা হুমকি সৃষ্টি করছে' তাদের মধ্যেই হত্যাকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গতকাল রোববার প্রকাশ্যে আসা এবং ফিলিস্তিনি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এক পডকাস্টে সাবেক ইসরায়েলি বন্দি রোম ব্রাসলাভস্কির সঙ্গে আলাপকালে বেন-গভির এসব মন্তব্য করেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের নেতৃত্বে হামলার পর ইসরায়েল গাজায় যে যুদ্ধ চালিয়েছে, সেই সময় ব্রাসলাভস্কি গাজায় বন্দি ছিলেন।

বেন-গভির আরও বলেন, 'সেখানে এমন মানুষ আছে, যারা বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। তাদের বেঁচে থাকা উচিত নয়। তারা আদৌ মানুষও নয়।' এ সময় তিনি গাজায় ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে হত্যাকাণ্ড চালানোর আহ্বান জানান। বেন-গভিরের এসব মন্তব্য তাঁর দীর্ঘদিনের চরমপন্থী বক্তব্য ও অবস্থানের সর্বশেষ উদাহরণ। তিনি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জোট সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ইসরায়েলের পুলিশ ও কারা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে।

আগামী ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের দিকে এগোতে থাকা ইসরায়েলে বেন-গভিরের রাজনৈতিক প্রভাবও বেড়েছে। ব্রাসলাভস্কিকে বেন-গভির বলেন, গাজায় চলমান বর্তমান 'যুদ্ধবিরতি'র আওতায় সামরিক হামলা কমিয়ে আনার নেতানিয়াহুর সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত নন। তার পরিবর্তে তিনি আবারও লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকাণ্ড শুরু করার পক্ষে মত দেন, যা শুধু সক্রিয় হুমকি হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

রুমমেট আবশ্যক

একজন সিঙ্গেল রুমমেট প্রয়োজন ,যিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী ও অধূমপায়ী হবেন এবং বাথরুম ও রান্নাঘর শেয়ার করবেন। এরিয়া ৭ নম্বর ট্রেন স্টেশনের কাছে সানিসাইড, গ্রিনপয়েন্ট। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। 929-641-4993 2/8/26

বাফেলো তে বাসা ভাড়া

৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং এবং ডাইনিং।
• Spacious Living Room & Dining Area Newly Renovated.
• Refrigerator & Stove Included.
• Convenient Location Near: Jami Masjid and MUNA Masjid.
27 Peace st, Buffalo, NY. যোগাযোগ: +1 (518) 364-0930

খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক

একটি সুপরিচিত ও ব্যস্ত বিউটি সেলুনে পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক।

আমরা অফার করছি:
- প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও উচ্চ টিপসের সুযোগ
- পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়—আমরা দক্ষতার সাথে ট্রেনিং দিয়ে আপনাকে প্রস্তুত করব
- পেশাদার, পরিষ্কার ও সহায়ক কাজের পরিবেশ
- কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি

দায়িত্ব: কাস্টমার সেবা, ট্রেনিং শেষে ফেশিয়াল, ওয়াক্সিং, থ্রেডিং ইত্যাদি কাজ।
যোগ্যতা: বয়স 18+, কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও শেখার মানসিকতা। ইংরেজি জানলে প্লাস পয়েন্ট।

আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুনঃ 3475386618
অথবা সেলুনে সরাসরি আসুন। ঠিকানা ইনবক্সে দেওয়া হবে।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ইমরান খানকে হাসপাতালে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইমরান খান

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ইসলামাবাদের শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। আজ মঙ্গলবার ইমরানের হাসপাতালে চিকিৎসা এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে করা একাধিক আবেদনের শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিচারপতি শহিদ ওয়াহিদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি নাঈম আখতার আফগান ও বিচারপতি ইশতিয়াক ইব্রাহিম। আদালতের পর্যবেক্ষণে বিচারপতি শহিদ ওয়াহিদ বলেন, 'মৌলিক অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমরা বন্দির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই আদেশ দিচ্ছি।' আদালত বলেন, ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে জীবনের অধিকার এবং চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব অধিকার বিবেচনা করেই ইমরানের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট একই সঙ্গে ইমরানকে প্রতি সপ্তাহে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া ইমরানের জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই বোর্ডের সঙ্গে ইমরানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং তার বোন ডা. উজমা খানকেও যুক্ত থাকতে হবে। তবে আদালত ইমরানের আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যদের তার চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রকাশ বা শেয়ার না করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি তার স্বাস্থ্য নিয়ে বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত না করতেও বলা হয়েছে।

অভিবাসী মৃত্যুর হার হঠাৎ বেড়েছে ২০২৬ সালে

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে জাতিসংঘের জরুরি আহ্বান

মিনহাজুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) বুধবার প্রকাশিত নতুন তথ্য-উপাত্তে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথম চার মাসে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অভিবাসন পথে মৃত্যুর সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়েছে। সংস্থাটির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, চরম আবহাওয়া, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক চাপ ও অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন। এই কয়েকটি কারণ মিলিয়েই বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ভালো জীবনের খোঁজে বেরোনো মানুষদের যাত্রাপথ নতুনভাবে পাল্টে দিয়েছে। যাদের অনেকেই পথে পাচারকারী বা প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

আইওএমের উপমহাপরিচালক উগোচি ড্যানিয়েলস বলেন, বিশ্বজুড়ে সাড়ে ৩০ কোটির বেশি আন্তর্জাতিক অভিবাসীর প্রায় অর্ধেকই মূলত নিজ অঞ্চলের মধ্যেই কাজ, পরিবার, শিক্ষা বা নিরাপত্তার খোঁজে চলাচল করেন। যদিও গণমাধ্যমের নজর সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু পথের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সঠিক তথ্য-উপাত্ত নিজে থেকে সমাধান নয়। কিন্তু তথ্য ছাড়া কোনো সমাধানও সম্ভব নয়। মানুষের জীবন বাঁচানো কোনো একক দেশের একার দায়িত্ব নয়, বরং তা যৌথ দায়িত্ব।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছু পথে অভিবাসীর সংখ্যা কমলেও মৃত্যুর সংখ্যা বরং বেড়েছে। যা থেকে আইওএম কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলছেন, কম মানুষ পৌঁছানো মানেই যাত্রাপথ নিরাপদ হয়ে ওঠা নয়। মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় পথে ৮২১ জন মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। যা আগের তুলনায় ১১১ শতাংশ বেশি। যদিও এই পথে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যা কমেছে ৪৬ শতাংশ। দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৫৭৭ জনে। এই মৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি ঘটেছে শুধু জানুয়ারি মাসেই। যখন ওই অঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় হ্যারি। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় পথেও মৃত্যুর সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে

২৪৪ জনে। যার অনেকটাই ক্রিট দ্বীপের কাছাকাছি দুর্যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় পথ দিয়ে স্পেনে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৬৬ শতাংশ। মূলত সেউতা ও মেলিয়ায় স্থলপথে পারাপারের সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে যাওয়ায়। অন্যদিকে পশ্চিম আফ্রিকার আটলান্টিক পথে স্পেনে পৌঁছানোর সংখ্যা ইউরোপের যেকোনো পথের তুলনায় সবচেয়ে বেশি কমেছে। ৭৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৭৬ জনে, কারণ যাত্রা শুরুর স্থান আরও দক্ষিণে সরে যাওয়ায় পথ দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া হর্ন অব আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় পথ দিয়ে ইয়েমেনে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৯ শতাংশ। আর মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে লেবাননে নতুন করে বড় ধরনের বাস্তুচ্যুতি এবং সিরিয়ায় সীমান্ত পেরিয়ে ফেরার সংখ্যাও বেড়েছে।

এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নিযুক্ত স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সহায়তায় জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। জুন মাসের শেষ দিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে রওনা হওয়া দুটি নৌকা মিয়ানমারের উপকূলে ডুবে যাওয়ার খবরের পর এই আহ্বান আসে। যেখানে ৫০০ জনের বেশি মানুষ ছিলেন বলে জানানো হয়েছে। জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে অন্তত ৬ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। যারা প্রায়ই মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে। এরমধ্যে আনুমানিক ৯০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যাদের প্রায় ৬৬ শতাংশই নারী ও শিশু। জাতিসংঘ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের ভাষ্যে, প্রতি সাতজনের একজন আন্দামান সাগর ও বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়েছেন বা মারা গেছেন। যা বিশ্বের যেকোনো শরণার্থী ও অভিবাসী সমুদ্রযাত্রা পথের মধ্যে সর্বোচ্চ মৃত্যুহার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভাগ করা দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানব পাচার প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ এবং সুরক্ষা সেবা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগসহ মানবাধিকারভিত্তিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

'সাবান-টুথপেস্ট চুরি জৈবিক প্রয়োজন', নিউইয়র্ক আইনপ্রণেতার মন্তব্যে বিতর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য অ্যাসেম্বলির সদস্য এমিলি গ্যালাগার এই সপ্তাহে দাবি করেছেন, সাবান বা টুথপেস্টের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দোকান থেকে চুরি করা মানুষদের শাস্তি পাওয়া উচিত নয়। কারণ সেই চুরি আসলে তাদের "জৈবিক প্রয়োজন" থেকে আসে। ব্রুকলিনের গ্রিনপয়েন্ট এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট আইনপ্রণেতা বৃহস্পতিবার ম্যানহাটন ক্রিমিনাল কোর্টের বাইরে কোর্ট ওয়াচ এনওয়াইসি ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতিক ও ফৌজদারি ন্যায়বিচার-কর্মীদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন। সংগঠনটির দাবি, তারা চার দিনে ৩৬০টি আদালতে হাজিরার তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, এর অর্ধেকেরও বেশি ছিল লঘু অপরাধের মামলা।

গ্যালাগার বলেন, "আমরা যা দেখেছি তার বেশিরভাগই দারিদ্র্যজনিত অপরাধ। মানুষ টুথপেস্ট চুরি করছে, সাবান চুরি করছে। আর তার মানে হলো, আপনি যদি এসব জিনিস চুরি করেন, তার মানে আপনার সেগুলো দরকার।" তিনি আরও বলেন, "আমরা সিভিএস বা ওয়ালগ্রিনসের মতো শত কোটি ডলারের প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার পথ বেছে নিচ্ছি, যেখানে মানুষ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাই আমি বলব, প্রকৃত অপরাধ হলো এই শহরে এমন ভয়াবহ ধনবৈষম্য থাকা, যেখানে নিছক জৈবিক প্রয়োজনের কারণেই কাউকে জেলে যেতে হতে পারে।" ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার এই সদস্য জানান, তিনি "চিকিৎসা, জেল নয়" — এই নীতির পক্ষে সোচ্চার থাকবেন। একই অনুষ্ঠানে অন্য রাজনীতিকেরা সহকর্মী সমাজতান্ত্রিক মেয়র জহরান মামদানির প্রতি আহ্বান জানান, তিনি যেন তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রাফিতি বা ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার মতো "জীবনমানসংক্রান্ত" অপরাধের বিরুদ্ধে এনওয়াইপিডির কড়াকড়ি নীতি বন্ধ করেন।

এই মন্তব্যের পর প্রতিক্রিয়া এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। ব্রঙ্কসের কো-অপ সিটির একটি সুপারমার্কেটে ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, অনেকেই এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ। ৬৮ বছর বয়সী রেভারেন্ড সুসান ওয়েব বলেন, "চুরির জন্য শাস্তি হওয়া উচিত নয় — এটা ভাবাই বোকামি। এটা একটা অপরাধ।" একাডেমিক উপদেষ্টা ৪৯ বছর বয়সী জ্যানেট ম্যাক বলেন, গ্যালাগারের মতো বামপন্থী রাজনীতিকদের নরম নীতি "হাস্যকর", কারণ তাঁর ভাষায় "তাঁরা চোরদের সাহায্য না করে বরং তাদের উৎসাহই দিচ্ছেন।" সুপারমার্কেটের ব্যবস্থাপক ৩৩ বছর বয়সী এডউইন পিচাদো বলেন, ভাড়া ও কর্মী-খরচ এত বেশি যে এভাবে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয় — চুরি বন্ধ না হলে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তিনি প্রকাশ করেন।

সমালোচনা এসেছে রাজনৈতিক মহল থেকেও। কুইন্সের রিপাবলিকান কাউন্সিলওম্যান ভিকি প্যালাডিনো এক্সে লিখেছেন, গ্যালাগারের মতো রাজনীতিকেরা বাস্তবতা আড়াল করতে চান, কারণ তাঁরা এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহই দিতে চান। কুইন্সের সাবেক কাউন্সিলম্যান রবার্ট হোল্ডেন সরাসরি বলেন, গ্যালাগার "একজন বড় বোকা।" আরেক রিপাবলিকান কাউন্সিলওম্যান জোয়ান আরিওলা বলেন, নিউইয়র্কের ব্যবসাগুলো এমনিতেই টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে, আর এখন রাজনীতিকেরা চুরির পক্ষে সাফাই গাইলে আরও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) তথ্য অনুযায়ী, ৯ আগস্ট পর্যন্ত হিসাবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় খুচরা দোকানে চুরির ঘটনা কমেছে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং সাধারণ চুরির (পেটিট লার্সেনি) ঘটনা কমেছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ।

TUITION FREE TAX SCHOOL*
লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল
BECOME A TAX PROFESSIONAL
Complete our Income Tax Course
and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.
* Tuition is Free but there is little fee for books
• Day and Evening Classes are available for your convenience.
PLEASE CONTACT : (718) 297-3500
147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)
(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান মাহবুব আলী খানের স্মরণ ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক

এ ছাড়া মোনাজাতে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, ডা. জোবাইদা রহমানসহ জিয়া পরিবারের সব সদস্যের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের ৪২তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) বাদ মাগরিব জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মরহুম মাহবুব আলী খানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলহাজ সোলাইমান ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ১৯৭৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ে নৌপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে মাহবুব আলী খান বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপসহ দেশের সামুদ্রিক সীমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। বক্তব্যে উপস্থিত সবার কাছে তার আত্মার মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার রুহের মাগফিরাতও কামনা করা হয়।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক। মোনাজাতে রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তাদের কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

এ ছাড়া মোনাজাতে বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, ডা. জোবাইদা রহমানসহ জিয়া পরিবারের সব সদস্যের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির অসুস্থ নেতা আব্দুস সবুর, রুহুল আমিন নাসির ও শাহাদাত হোসেন রাজুর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা জাকির এইচ চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন, মোশারফ হোসেন সবুজ, আবু সাঈদ আহমেদ, মাকসুদুল এইচ চৌধুরী, নাসিম আহমেদ, মোতাহার হোসেন, এ টি এম হেলালুর রহমান, মোহাম্মদ বাচ্চু, শেখ ইউসুফ আলী, তারেক চৌধুরী, দিপু, মনির হোসেন, মোর্শেদুল আলম, মোহাম্মদ রাসেল, নসিব ভান্ডারীসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ও সাধারণ মুসল্লি অংশ নেন।

পাকিস্তানে স্ক্যাম সেন্টারে অভিযান, আটক ২৫৮ বিদেশি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি ‘স্ক্যাম কল সেন্টারে’ অভিযান চালিয়ে ২৫৮ জন বিদেশিকে আটক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ জন চীনা নাগরিক রয়েছেন।

পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এফআইএ) এক কর্মকর্তা আজ সোমবার এএফপিকে বলেন, ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে আবাসিক এলাকা গুলবার্গ গ্রিনে একটি ‘স্ক্যাম কল সেন্টার’ চালানো হচ্ছিল। সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই বিদেশিদের আটক করা হয়। ওই কর্মকর্তার দাবি, আটক ব্যক্তিরা পর্যটন ভিসায় পাকিস্তান এসেছিলেন। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ভিয়েতনামের ১৭০ জন নাগরিক রয়েছেন। বাকিরা মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাগরিক। তাদের রাওয়ালপিন্ডির একটি কারাগারে রাখা হয়েছে।

এফআইএর ওই কর্মকর্তা জানান, আটক ব্যক্তিদের নিজ নিজ দূতাবাসকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তদন্ত চলমান থাকায় তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিস্তারিত আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা হিসেবে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সপ্তাহেই ওই বিদেশিদের আটক করা হয়। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এএফপি।

ঐতিহ্যবাহী উৎসব ‘ওয়েডিং অব দ্য সী’

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে মহাসাগর ও নগরীর দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে উদযাপন করতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী উৎসব ‘ওয়েডিং অব দ্য সী’।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে নগরীর হার্ড রক ক্যাসিনো সংলগ্ন আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে উৎসবমুখর পরিবেশে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আটলান্টিক সিটির অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় মহাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর আগস্ট মাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতীকীভাবে আটলান্টিক সিটির সঙ্গে মহাসাগরের বন্ধনকে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে বিশেষ ধর্মীয় আচার ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মহাসাগরকে সম্মান জানানো হয়। একই সঙ্গে নগরীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা, ধর্মীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী অংশ নেন। মহাসাগরের ঢেউ, ধর্মীয় আচার ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো সৈকত এলাকা এক উৎসবমুখর মিলনমেলায় পরিণত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ‘ওয়েডিং অব দ্য সী’ কেবল একটি ধর্মীয় আয়োজন নয়; বরং এটি আটলান্টিক সিটির সংস্কৃতি, ইতিহাস, সম্প্রীতি ও ক কমিউনিটির পারস্পরিক বন্ধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের মেলবন্ধনে আয়োজিত এ উৎসব এবারও স্থানীয় জীবনযাত্রায় এক প্রাণবন্ত আবহ তৈরি করেছে।

অনলাইন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেরোনো পর্যন্ত সেটিকে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে নেওয়া যাবে না। পাশাপাশি, কোনো ফর্মে অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক করার আগে ইউএসসিআইএসকে অন্তত ৬০ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

অর্থাৎ, নতুন বিধি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট অভিবাসন ফর্মকে কেবল অনলাইনে সীমাবদ্ধ করছে না। বরং ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করছে।

বর্তমানে ইউএসসিআইএসের ২২টি ফর্ম অনলাইনে জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নাগরিকত্বের আবেদন এন-৪০০, গ্রিন কার্ড প্রতিস্থাপনের আই-৯০, পারিবারিক অভিবাসন আবেদন আই-১৩০, ভ্রমণ নথির আই-১৩১, স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আই-৪৮৫ এবং কর্মসংস্থান অনুমোদনের আই-৭৬৫।

এ তালিকায় আরও রয়েছে অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদার আবেদন আই-৮২১, ডিএসিএ-সংক্রান্ত আই-৮২১ডি, আশ্রয়ের আবেদন আই-৫৮৯ এবং নির্দিষ্ট কর্মসংস্থানভিত্তিক আবেদনের আই-১২৯।

ইউএসসিআইএসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব অনলাইন-সক্ষম ফর্মের মধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশ ব্যক্তিগত আবেদনকারী স্বেচ্ছায় অনলাইনে আবেদন করেছেন। আইনজীবী ও স্বীকৃত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাখিল করা আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবহারের হার ছিল ৬ শতাংশের কম।

ডিএইচএসের যুক্তি মূলত প্রশাসনিক দক্ষতা ও ব্যয় কমানোর ওপর ভিত্তি করে। সংস্থাটির মতে, কাগজভিত্তিক আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণে শারীরিক লকবক্স ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে সময় ও অর্থ দুটোই বেশি লাগে।

ডিএইচএসের হিসাবে, ২০২৫ অর্থবছরে ইউএসসিআইএস ১০ লাখের বেশি কাগজভিত্তিক আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিল ফি-সংক্রান্ত ভুল।

সংস্থাটির মতে, ডিজিটাল ব্যবস্থায় আবেদন প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত করা সম্ভব। একই সঙ্গে পরিচয় যাচাই, নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং সম্ভাব্য জালিয়াতি শনাক্ত করাও সহজ হবে। অনলাইন অ্যাকাউন্টে দ্বি-স্তরীয় যাচাইকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।

তবে অনলাইননির্ভর এই ব্যবস্থার সঙ্গে উদ্বেগও রয়েছে।

বিশেষ করে প্রবীণ, স্বল্প আয়ের মানুষ এবং সীমিত ডিজিটাল দক্ষতার অভিবাসীদের জন্য অনলাইন আবেদন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। যাদের নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ নেই কিংবা প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত নন, তাঁদের জন্য পুরো প্রক্রিয়াটি জটিল হয়ে উঠতে পারে।

নতুন বিধিতে এ ধরনের আবেদনকারীদের জন্য অব্যাহতির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নতুন একটি ফর্ম, আই-৯৩৬, চালুর কথা বলা হয়েছে। অব্যাহতির আবেদন করতে ২৫ ডলার ফি দিতে হবে।

ইউএসসিআইএস অব্যাহতির আবেদন বিবেচনার সময় আবেদনকারীর ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করবে।

তবে শুধু ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা কিংবা অনলাইন ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিচিত হওয়া অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। আবেদনকারীকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন তিনি লাইব্রেরি, কমিউনিটি সেন্টার, পরিবারের সদস্য বা পরিচিত কারও সহায়তা নিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারছেন না।

ভবিষ্যতে যেসব ফর্মে অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক করা হবে, সেসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের ইউএসসিআইএসের অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ফর্ম পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পূরণ করা পিডিএফ ফর্ম ও প্রয়োজনীয় নথিও অনলাইনে আপলোড করার সুযোগ থাকতে পারে।

নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ফর্ম কাগজে পাঠালে সেটি গ্রহণ করা হবে কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফলে কোন ফর্মে কখন অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক হচ্ছে, সে বিষয়ে ইউএসসিআইএসের নোটিশ নিয়মিত দেখা অভিবাসীদের জন্য জরুরি হবে।

এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৃহত্তর ডিজিটাল রূপান্তরের অংশ। সরকারি বিভিন্ন সেবা ধীরে ধীরে কাগজের আবেদন থেকে অনলাইন ব্যবস্থায় চলে যাচ্ছে। অভিবাসন ব্যবস্থাতেও সেই পরিবর্তনের প্রভাব এখন আরও স্পষ্ট হচ্ছে।

তবে দক্ষতার সঙ্গে প্রবেশগম্যতার ভারসাম্য রাখা হবে কি না, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

নিউইয়র্কের কোনো বাংলাদেশি পরিবারের প্রবীণ সদস্যের গ্রিন কার্ড নবায়ন থেকে শুরু করে নতুন অভিবাসীর কর্মসংস্থান অনুমোদনের আবেদন—যে কোনো ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন বিধি এখনই সব কাগজের আবেদন বন্ধ করছে না। তবে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় কাগজের ফাইলের যুগ ধীরে ধীরে শেষের দিকে এগোচ্ছে।

মঞ্চে এবার দুই ভূমিকায় বাংলাদেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বরাতে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক বিজয়ের কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের “অটল ও নিঃশর্ত” সমর্থনকে।

এই একই অধিবেশনে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, তিনি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হবেন এবং ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ বিতর্কে ভাষণ দেবেন। যা হবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম নিউইয়র্ক সফরও বটে। সফরকালে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং কয়েকজন সরকারপ্রধানের সঙ্গে সাইডলাইনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

বাংলাদেশের প্রত্যাশার কেন্দ্রে সবসময়ের মতোই আছে রোহিঙ্গা সংকট। গত ২০ জুন জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূতের এক ব্রিফিংয়ে অংশ নিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী স্পষ্টভাবে বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র টেকসই সমাধান হলো তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে দ্রুত, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন। তিনি বলেন, “রোহিঙ্গারা নিজেরাও মিয়ানমারে নিজেদের ঘরে ফিরতে চায়। প্রত্যাবাসনই এই সংকটের একমাত্র টেকসই সমাধান।” রাষ্ট্রদূত চৌধুরী আরও উল্লেখ করেন, প্রায় এক দশক ধরে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও দেশের সম্পদের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে, তাই নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতে কার্যকর আন্তর্জাতিক উদ্যোগের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সেপ্টেম্বরের এই অধিবেশনেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে একই ধরনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষ করে যখন বাংলাদেশ নিজেই সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে বসে আছে।

জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথমবার নয় যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী একই অধিবেশনে দুটি ভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত থাকছেন। তবে বাংলাদেশের জন্য এটি চার দশক পর ফিরে আসা এক বিরল মুহূর্ত — যেখানে দেশের সরকারপ্রধান প্রথমবারের মতো বিশ্বমঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন। একই সময়ে দেশেরই একজন কূটনীতিক সভাপতির আসন থেকে গোটা অধিবেশন পরিচালনা করছেন।

শামীম ওসমান: নামের আড়ালে সম্পদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

দুদকের আবেদনে বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি কেনা, দুবাইয়ে ব্যবসা পরিচালনা, টেন্ডার কারসাজি, চাঁদাবাজি, পরিবহন মালিকদের কাছ থেকে কমিশন নেওয়া, দলীয় পদ বিক্রি এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের মে মাসে দুদকের তলবসংক্রান্ত প্রতিবেদনে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নামে-বেনামে বিপুল সম্পদ অর্জনের অভিযোগের কথা প্রকাশিত হয়। সেখানে ১৩টি পণ্যবাহী জাহাজ, জ্বালানি তেল আমদানি-পরিবহন-সরবরাহের ব্যবসা এবং পরিবহন খাতের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার অভিযোগও উঠে আসে।

চাঁদাবাজির অভিযোগ: পরিবহন খাত ছিল বড় বিতর্ক

নারায়ণগঞ্জের পরিবহন খাতকে ঘিরে শামীম ওসমানের রাজনৈতিক প্রভাবের সবচেয়ে বড় বিতর্কগুলোর একটি ছিল চাঁদাবাজির অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ে পরিবহন মালিকেরা অভিযোগ করেন, শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠজন ও পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবহন কোম্পানি থেকে নিয়মিত অর্থ আদায় করা হতো।

২০১৩ সালের দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে নসিব পরিবহনের মালিকদের অভিযোগ ছিল, শামীম ওসমানের শ্যালক এহসানুল হাসান ওরফে নিপু ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রায় চার বছর সাত মাসে পরিবহনটি থেকে অন্তত ৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা চাঁদা নিয়েছেন। মালিকদের দাবি, প্রথম দিকে প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা করে নেওয়া হলেও পরে নিপু কোম্পানির চেয়ারম্যানের পদ দখল করে মাসে প্রায় ১৫ লাখ টাকা করে নিতেন।

নসিবের মালিকদের অভিযোগ শুধু অর্থ আদায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের দাবি, কোম্পানির হিসাবপত্র দেখতে দেওয়া হতো না, প্রতিবাদ করলে মারধর ও মামলার ভয় দেখানো হতো এবং চাঁদা দিতে অস্বীকার করা মালিকদের বাস নির্দিষ্ট রুটে চলতে বাধা দেওয়া হতো। এমনকি মালিকদের অভিযোগ ছিল, সংবাদ সম্মেলনে অংশ না নিতে শামীম ওসমান ও নিপু কয়েকজন মালিককে ফোনে হুমকি দিয়েছিলেন।

অভিযোগের পর নসিব পরিবহনের মালিকেরা চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে বাসভাড়া দুই টাকা কমানোর ঘোষণা দেন। তাদের বক্তব্য ছিল, চাঁদার অর্থ বন্ধ হলে পরিবহন পরিচালনার খরচ কমবে এবং তার সুফল যাত্রীরাও পাবেন।

বন্ধন পরিবহন নিয়েও একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসে। ৩২ জন বাসমালিক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেন, শামীম ওসমানের ছত্রচ্ছায়ায় ইব্রাহিম চেঙ্গিস ও তার সহযোগীরা বন্ধন পরিবহন থেকে কয়েক বছরে ৭ কোটি ৯ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা চাঁদা নিয়েছেন। মালিকদের দাবি অনুযায়ী, একসময় প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা করে নেওয়া হতো; পরে সেই অঙ্ক কমে দৈনিক ১১ হাজার ৫০০ টাকা হলেও আদায় অব্যাহত ছিল।

শুধু নসিব ও বন্ধন নয়, আনন্দ পরিবহন ও বাঁধন পরিবহনের মালিকেরাও বিভিন্ন সময়ে শামীম ওসমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলেছিলেন। এভাবে একাধিক পরিবহন কোম্পানির মালিক একই ধরনের অভিযোগ সামনে আনায় নারায়ণগঞ্জের পরিবহন খাতে রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থ আদায়ের বিষয়টি বড় বিতর্কে পরিণত হয়।

> ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দীর্ঘ সময় প্রকাশ্য রাজনীতির বাইরে থাকার পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আবারও রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে সামনে এসেছেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান।

তৎকালীন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বি আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন। তার দাবি ছিল, নাসিম, সেলিম ও শামীম ওসমান এবং তাদের সহযোগীরা কয়েক বছরে নারায়ণগঞ্জের পরিবহন খাত থেকে ২০০ কোটি টাকার বেশি চাঁদা আদায় করেছেন।

ত্বকী হত্যা: এক দশকের বেশি সময়ের রহস্য

শামীম ওসমানকে ঘিরে সবচেয়ে পুরোনো ও আলোচিত বিতর্কগুলোর একটি তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যা। ২০১৩ সালে ১৭ বছর বয়সী ত্বকী নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর মরদেহ উদ্ধার হয়। এরপর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত, আসামি শনাক্ত এবং চার্জশিট নিয়ে বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।

ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বি শুরু থেকেই অভিযোগ করে আসছেন, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তার ছেলের হত্যার বিচার থমকে ছিল। মামলার তদন্তে নারায়ণগঞ্জের প্রভাবশালী ওসমান পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের নাম বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় এসেছে।

২০১৪ সালের ৫ মার্চ র‍্যাব এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন তদন্তের বরাতে জানিয়েছিল, আজমেরী ওসমানের নেতৃত্বে ১১ জন ত্বকীকে হত্যা করেছে। র‍্যাবের ভাষ্য অনুযায়ী, ত্বকীকে একটি টর্চার সেলে নিয়ে নির্যাতনের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ওই সময় তদন্তের ভিত্তিতে একটি খসড়া অভিযোগপত্রের কথাও প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চার্জশিট আদালতে জমা পড়েনি।

এরপর কেটে গেছে এক যুগেরও বেশি সময়। মামলায় ১০১টি ধার্য তারিখ পার হলেও চার্জশিট জমা হয়নি। ফলে ত্বকী হত্যা মামলা এখনো তদন্তের গণ্ডি পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিচারপর্বে যেতে পারেনি।

জুলাই আন্দোলন: শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর বর্তমান মামলা

নারায়ণগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুতর আইনি প্রক্রিয়াটি চলছে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার ছেলে অয়ন ওসমান, ভাতিজা আজমেরী ওসমান এবং পরিবারের আরও কয়েকজনসহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১৯ ও ২১ জুলাই এবং ৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা ও সাইনবোর্ড এলাকায় সংঘটিত সহিংসতায় ১০ জন নিহত হন। এসব ঘটনায় শামীম ওসমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে ১২ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

মামলায় শামীম ওসমানের পাশাপাশি অয়ন ওসমান, আজমেরী ওসমান, মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ ডিকি, তানভীর আহমেদ টিটুসহ আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের তথ্য অনুযায়ী, মামলার সব আসামিই বর্তমানে পলাতক এবং তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার চলছে। পলাতক আসামিদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবীও নিয়োগ করা হয়েছে।

মামলাটি ২০২৬ সালের মে মাসে আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যায়। ১৩ মে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ শামীম ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে। এরপর ১০ জুন থেকে রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্য ও সাক্ষ্যগ্রহণের দিন নির্ধারণ করা হয়।

এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনা তিনটি অভিযোগের প্রথম অভিযোগ হলো, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার চাষাঢ়া, ফতুল্লা থানাধীন সাইনবোর্ডসহ আশপাশের এলাকায় কিশোর আদিল, ইয়াছিন, শিক্ষার্থী পারভেজ, পোশাককর্মী রাসেল, ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপসহ ছয়জনকে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযোগ, ২১ জুলাই ফতুল্লা থানাধীন ভূইগড় বাসস্ট্যান্ডের সামনে আবদুর রহমান ও মোহাম্মদ রাকিবকে হত্যা করা হয়। তৃতীয় অভিযোগ, ৫ আগস্ট বদিউজ্জামান ও আবুল হাসানকে হত্যা করা হয়।

নিউইয়র্কে প্রকাশ্যে শামীম ওসমান, ‘ব্যর্থ’ স্বীকার থেকে ‘যুদ্ধের’ হুঁশিয়ারি

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দীর্ঘ সময় প্রকাশ্য রাজনীতির বাইরে থাকার পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আবারও রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে সামনে এসেছেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান।

গত ৯ আগস্ট নিউইয়র্কের একটি দোয়া মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে তিনি নিজের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে বলেন, ‘আমি ব্যর্থ, তবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি ও জামায়াত নিয়েও কঠোর মন্তব্য করেন তিনি।

এর কয়েক দিন পর নিউইয়র্কে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে শামীম ওসমান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘খেলা নয়, এবার যুদ্ধ হবে’। শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন এবং তিনি ফিরলে নেতাকর্মীরাও দেশে ফিরবেন বলে দাবি করেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে শামীম ওসমান নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি স্থানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর তৎপরতার দাবি করেন। তবে এসব বক্তব্যের পক্ষে তিনি কোনো যাচাইযোগ্য প্রমাণ দেননি। একই সঙ্গে এখন নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোট পাবে বলেও দাবি করেন তিনি।

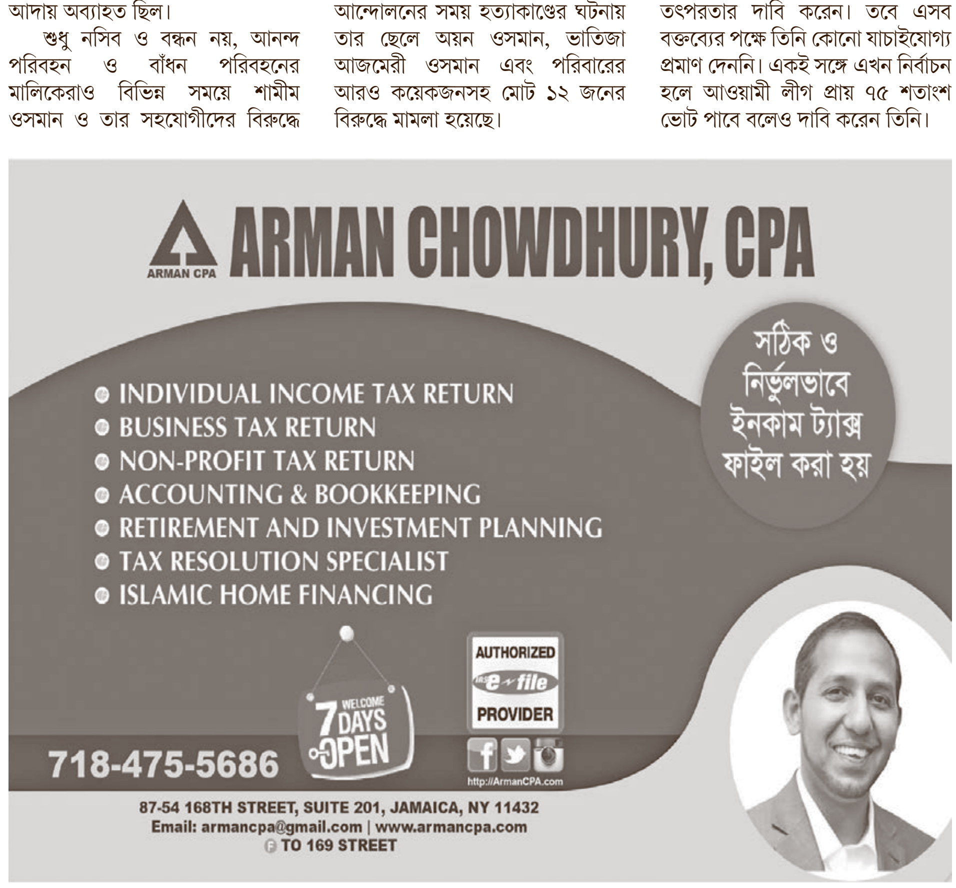

মসজিদ পরিদর্শন নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বে এরিয়ায় পালো অল্টো হাই স্কুলের একদল অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের একটি মসজিদ পরিদর্শনের সফর নিয়ে স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। দুই ইহুদি অভিভাবক, তিনজন সাবেক ইহুদি শিক্ষার্থী, একজন হিন্দু অভিভাবক ও একজন জরথুস্ত্রীয় অভিভাবককে প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন — “কমিউনিটি মেম্বারস ফর রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি ইন পাবলিক স্কুলস” — এই মামলা দায়ের করেছে, তাদের অভিযোগ, স্কুল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছে যেন ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, স্কুলের “সোশ্যাল জাস্টিস পাথওয়ে” কর্মসূচির অধীনে গত শরতে শিক্ষার্থীদের একটি মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যেখানে তাদের কোরআনের কপি দেওয়া হয় এবং ছাত্রীদের হিজাব পরার জন্য উৎসাহিত করা হয় বলে অভিযোগ। মামলায় আরও দাবি করা হয়েছে, অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ছবি তুলে অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছিল। মামলায় পালো অল্টো ইউনিফাইড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এবং স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রেন্ট ক্লাইনকেও বিবাদী করা হয়েছে।

স্কুল ডিসট্রিক্টের সুপারিনটেনডেন্ট জেসন গ্লাস এক বিবৃতিতে জানান, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের মাধ্যমেই তাঁরা প্রথম এই মামলার কথা জানতে পারেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো তাঁদের কাছে কোনো নথি পৌঁছায়নি। তিনি বলেন, তিনি অভিযোগপত্রটি পড়েছেন, তবে স্কুল ডিসট্রিক্ট এখনো কোনো অভিযোগ যাচাই করতে পারেনি। গ্লাস আরও বলেন, যেকোনো ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই একাডেমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, ধর্মচর্চামূলক হওয়া চলবে না। স্কুল ডিসট্রিক্ট তাদের চলমান নীতি পর্যালোচনা করে দেখছে বলে তিনি জানান।

> মামলার বিবরণ অনুযায়ী, স্কুলের “সোশ্যাল জাস্টিস পাথওয়ে” কর্মসূচির অধীনে শিক্ষার্থীদের একটি মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে তাদের কোরআনের কপি দেওয়া হয় এবং ছাত্রীদের হিজাব পরার জন্য উৎসাহিত করা হয় বলে অভিযোগ।

অভিভাবকপক্ষ চাইছে, স্কুল ডিসট্রিক্ট স্বীকার করুক যে তারা শিক্ষার্থীদের তদারকিতে অবহেলা করেছে এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের গোপনীয়তা ও যথাযথ প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনসের (সিএআইআর) বে এরিয়া কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক জাহরা বিলুর সংস্পর্শেও আনা হয়েছিল। যিনি মে মাসে দেওয়া এক মন্তব্যের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন, যেখানে তিনি সমর্থকদের জায়নবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশে আরও সতর্ক হতে বলেছিলেন।

বিলু নিজে অবশ্য সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই মামলা “বিভ্রান্তিকর।” তাঁর ভাষ্যে, সরকারি স্কুল ও রাষ্ট্রের ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ থাকার বাধ্যবাধকতা আছে ঠিকই। কিন্তু নিরপেক্ষতার অর্থ শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণভাবে আড়াল করে রাখা নয়। শিক্ষকদের কাজ হলো শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, আর এই সফরে ঠিক সেটাই হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বেচ্ছামূলক এবং তাদের ইসলামি ধর্মচর্চা সম্পর্কে শেখানো হয়েছিল। বিলু অভিভাবকদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁরা শুধু নিজেদের সন্তানদের অন্যদের সম্পর্কে শেখা থেকে বিরত রাখতে চাইছেন তা নয়। বরং স্কুল ও স্কুল ডিসট্রিক্টগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখারও চেষ্টা করছেন। তাঁর ভাষায়, “ঘৃণা মোকাবিলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলোর একটি হলো একে অপরের সম্পর্কে জানা।”

মামলাটি এখনো আদালতে বিচারাধীন, আর এখন পর্যন্ত স্কুল ডিসট্রিক্টের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলোর সরাসরি কোনো নিশ্চিতকরণ বা খণ্ডন আসেনি।

সাউথ জার্সিতে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণলীলা

সুব্রত চৌধুরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের সাউথ জার্সিতে ভাবগাম্ভীর্য, ধর্মীয় আবহ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী আয়োজন ‘কৃষ্ণলীলা’।

শনিবার (১৫ আগস্ট) রাত ৮টায় এগ হারবার টাউনশিপের সাউথ পোমোনা রোডস্থ হিন্দু-জৈন বৈকুণ্ঠ মন্দির মিলনায়তনে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাউথ জার্সির বিভিন্ন শহর থেকে আসা বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীর অংশগ্রহণে মন্দির প্রাঙ্গণ প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে গীতি, নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় ও ঐশ্বরিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়, তার জন্ম, শৈশবের বাল্যলীলা এবং নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার নানা দিক তুলে ধরা হয়।

আয়োজকেরা জানান, প্রবাসী নতুন প্রজন্মের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শন, মানবিক মূল্যবোধ ও সনাতন সংস্কৃতির আদর্শ তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যোগসূত্র মজবুত করতে এ ধরনের আয়োজন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীরা জানান, সাউথ জার্সির প্রবাসী সমাজে এ কৃষ্ণলীলা উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের পাশাপাশি সম্প্রীতি ও ক কমিউনিটির পারস্পরিক মেলবন্ধনের এক অনন্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে
বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসাল্টিং অফিস

Political Asylum
নির্ভুল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

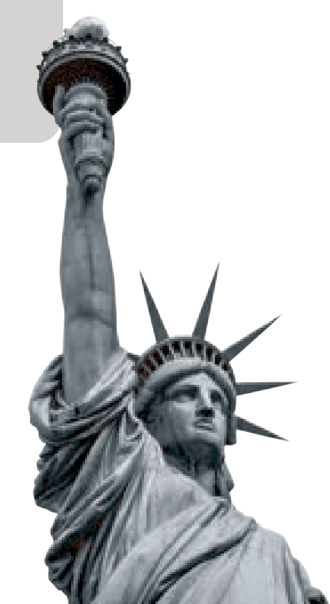

E2 / L1 | EB-3
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

যে অভ্যাস পরিবর্তনে অর্থের প্রয়োজন নেই

আব্দুর রাজ্জাক প্রকৌশলী

আমাদের কিছু কিছু অভ্যাস এমনভাবে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, এটা থেকে আমরা বের হতে পারছি না। অভ্যাসগুলো আইনত দণ্ডনীয়, নিজেদের জন্য অনেক সময় প্রাণঘাতীও বটে। আসলে এগুলো অভ্যাস নয়, এগুলো বদভ্যাস, প্রতিনিয়ত সারা দেশে চলছে। বদভ্যাসের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি জড়িত। এইসব বদভ্যাসকে এখন আর আমরা কিছু মনে করি না! ছাত্রজীবনে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলতাম, ‘তুই ভালো হয়ে যা, ভালো হইতে পয়সা লাগে না’। এখন বলব কিছু বদভ্যাসের কথা, যা থেকে মুক্তি পেতে কোনো অর্থের দরকার হয় না।

আমি যে এলাকায় থাকি সেই এলাকায় বেশ কয়েকটি স্কুল আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের মায়েরা স্কুলে নিয়ে আসেন, আবার ছুটির পরে স্কুল থেকে নিয়ে যান। অতি ব্যস্ত একটি রাস্তা পারাপার করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াত করে অভিভাবকদের সঙ্গে। ওই রাস্তায় দ্রুতগতির যান যেভাবে আসা-যাওয়া করে, যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমার জানা মতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছেও। অথচ স্কুলের সঙ্গেই ওই রাস্তা পারাপারের জন্য একটি ফুটওভারব্রিজ আছে। সেটি কেউ ব্যবহার করে না। ফুটওভারব্রিজে ওঠাকে কি তারা আনস্মার্ট মনে করে?

বেশ কয়েক বছর আগে, কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ রকম এক মা ছুটির পরে বাচ্চা নিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনা করেন, বাচ্চাটা মারা যায়। অনেক আন্দোলন হলো, বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর হলো। অথচ স্কুলের সামনেই ফুটওভারব্রিজ ছিল, এটা নিয়ে কেউ কিছু বলেনি। কেননা, আমরা প্রায় সবাই কোনো আইনের ধার ধারি না, ফুটওভারব্রিজে উঠতে চাই না, হাত উঁচু করে পারাপারে অভ্যস্ত। সেই দুর্ঘটনায় মামলা হয়েছিল, চালক জেলে গিয়েছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে মামলা খালাস—আইনের চোখে চালকের কোনো দোষ নেই, সেটা প্রমাণিত হয়েছে।

অনেক জায়গায় রাস্তার ডিভাইডার আছে। ডিভাইডার সংযুক্ত করে সেখানে ৫ ফুট উঁচু লোহার বেড়া দেওয়া আছে। ১০০ বা ২০০ মিটার পরপর ওই লোহার বেড়ার দু-তিনটা ভাঙা! ওই ভাঙা স্থান দিয়ে নির্বিঘ্নে মানুষজন পারাপার হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো আইন হচ্ছে না, আইনের কঠোরতাও নেই।

আমি কয়েক দিন জেব্রা ক্রসিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি জেব্রা ক্রসিংয়ের কাছে আসলে ব্যাটারিচালিত রিকশা, সিএনজিচালিত থ্রি-হুইলারসহ অন্যান্য যানবাহন একটু দ্রুতগতিতে চলে যায়, মনে করে যদি এই সময় কেউ রাস্তা পারাপার হয়, তাহলে তার পাঁচ সেকেন্ড সময় নষ্ট হবে। তাই জেব্রা ক্রসিংয়ের কাছে এলে স্পিড বাড়িয়ে দেন। আমাদের নাগরিক সচেতনতা শূন্যের কোঠায়। যদি কেউ সচেতনভাবে সবকিছু মেনে চলে, তাকে আমরা বলি আঁতেল অথবা আনকালচার্ড!

কিছুদিন আগে ঘোষণা হলো, এআই ক্যামেরা ব্যবহার করে ট্রাফিক সিগন্যালে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। বড় বড় কয়েকটি রাস্তায় আপাতত এই প্রযুক্তি থাকলেও এখনো বেশির ভাগ রাস্তা এআই ক্যামেরার আওতায় আসেনি। আবার ব্যাটারিচালিত রিকশা ওই সব রাস্তা দিয়েই চলছে। তারা ওটা মানে না, কেননা তাদের কোনো নম্বরপ্লেট নেই।

আমি টোকিওতে একবার দেখেছি রাস্তায় লাল বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে ব্যাপারটি দেখছিলাম। বেশ কয়েক মাস আগে আমি জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হচ্ছিলাম। তারপরও হাত জাগিয়ে পারাপার হতেই ব্যাটারিচালিত রিকশা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমার ডান হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেল। রিকশাচালককে সবাই ধরল, তাঁর রিকশার ব্রেক কাজ করেনি বলে স্বীকার করলেন। ১৭ দিন হাসপাতালে থেকে দেখেছি হাত-পা ভাঙার যত রোগী আসে, সবাই এই রকম ব্যাটারিচালিত রিকশা বা সিএনজিচালিত থ্রি-হুইলার অথবা মোটরসাইকেলে আহত মানুষ। সবাই এই রকম অবহেলাজনিত দুর্ঘটনার শিকার। এখানে পথচারী ও যানবাহনের চালকেরা একটু সচেতন হলে প্রতিদিন কয়েক শ লোক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে পারত।

কয়েক বছর আগে ছেলেধরা সন্দেহে এক নারীকে পিটিয়ে মারা হলো। দেখা গেল, এক নারী সন্দেহবশত অন্য নারীকে ‘ছেলেধরা’ আখ্যা দিয়ে তাঁর জীবনটাই কেড়ে নিলেন। এ রকম বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন শহরে যদি কোনো গুজব ছড়ায়—এটা ছেলেধরা, এটা পকেটমার, এটা চোর—সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে গণধোলাই দিই। অনেক সময় আবার কোনো যানবাহনের চালকের দোষ থাকে না, পথচারীর দোষেই দুর্ঘটনা হয়, তবু চালককেই আমরা ধরে ধোলাই দিই। এমনকি গণধোলাই দিয়ে মেরেও ফেলি। এ রকমই চলছে, সমাজ পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই।

অনেক সময় গাড়ির হর্ন এত জোরে বাজানো হয় যে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়। হাসপাতাল অথবা স্কুল এলাকাগুলোতে হর্ন বাজানো নিষেধ করে বিজ্ঞপ্তি দিলেও আমাদের চালকেরা ওসব তোয়াক্কা করেন না। শব্দদূষণ যে কতটা মারাত্মক, সে ব্যাপারে আমরা কেউই কিছু জানি না। এই সচেতনতা আমাদের এখনো গড়ে ওঠেনি যে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি কিংবা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশু যখন পারাপার হয়, তখন তাদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে—এসবের কোনো সচেতনতা আমাদের একেবারেই নেই বললেই চলে।

যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ট্রাফিক আইন শেখান এবং অন্যদেরও শেখাতে বলেন ট্রাফিক আইন মেনে রাস্তা পারাপার হতে, ফুটওভারব্রিজ থাকলে ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করতে, তাহলে কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েই তাদের অভিভাবক এবং আশপাশের মানুষকে সচেতন করতে পারবে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা নিশ্চয়ই সবাই শুনবে।

আমাদের জাতীয় জীবনে জনসচেতনতা কত যে দরকার, আমাদের সংস্কৃতির কত যে পরিবর্তন প্রয়োজন, সেটা অনুভব করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যদি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতার ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রতিদিন একটা ক্লাসে পাঁচ মিনিট এ রকম জনসচেতনতার কথা বলতে বলেন, তাহলে ছাত্রজীবন থেকেই শিক্ষার্থীরা নিয়মকানুন মানা শুরু করবে। তাহলে ধীরে ধীরে একদিন আমাদের বদভ্যাসগুলোও পরিবর্তন করা যাবে।

আমি পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশে পড়াশোনা করেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ওই সব দেশের স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জাতিগত কৃষ্টি-কালচার, জনসচেতনতা ও জনস্বাস্থ্যের ওপর ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা হয়। সেভাবেই তারা বেড়ে ওঠে, সেভাবেই তারা নিজের জীবনকে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। আমরাও যেন নিজেদের মতো করে, আমাদের বদভ্যাসের পরিবর্তন করে নিজেরা সচেতন হই, নিজেরা যেন ভালোভাবে বাঁচি, দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে অপরকে বাঁচতে সচেতন করি।

জীবন সুনামি’র পরে

আবদুল্লাহ জাহিদ

অণু আমেরিকায় একজন ইমিগ্রান্ট। খুব গৌরবের গল্প নয় তার জীবন। কলেজ শেষ করে এখানে আসা নয়, স্কলারশিপ পাওয়া নয়—অণু এসেছে ডাইফরসিফিকেশন ভিসা বা যাকে বলে ডিভি ভিসায়। হাতে ছিল দুটো সুটকেস আর মাথার ভেতর একরাশ অনিশ্চয়তা। প্রথম কয়েক বছর সে ডেলিভারি দিয়েছে, রাতে গ্যাস স্টেশনে কাজ করেছে, ট্যাক্সি চালিয়েছে। গোড়াতেই সে বুঝে গিয়েছিল, দেশের যত বড় ডিগ্রীই থাক এখানে পড়াশুনা ছাড়া কিছুই হবে না। তাই কাজের সাথে পড়াশুনা চালিয়েছে। ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে একটা কর্পোরেট অফিসে কাজ করে। খুব বড় পদ নয়, কিন্তু সম্মানজনক।

অণু মেয়েকে খুব ভালোবাসে—এই কথাটা শুধু মুখের কথা নয়। তার ভালোবাসা একটা অভ্যাসের মতো, একটা নিয়মের মতো। প্রতিদিন সকালে মেয়ে ঘুম থেকে উঠলে অণু জানে সে কীভাবে খাবে, কীভাবে কথা বলবে, কীভাবে দিনটা শুরু করবে।

অণু জানে, মেয়ে আজ হাসবে না বিষণ্ণ থাকবে; কফি চাইবে, না গরম দুধ। অণু জানে মেয়ে কোন বইটা অর্ধেক রেখে দিয়েছে, কোন চরিত্রটা তার সবচেয়ে প্রিয়। সেসব নিয়ে দুজনের মধ্য কথোপকথনও হয়, তর্কও হয়।– রিয়া যখন খুব ছোট তখন তাকে হাত ধরে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেছে। নিজে বেছে বেছে বই নিয়েছে। এভাবেই তার পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

অণু জানে পশ্চিমে একটা মেয়ে মানুষ করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। যে কোন সময় পা পিছলে যেতে পারে।

অণু মেয়েকে অন্য দশটা মেয়ের মতো করে মানুষ করেনি। সে কোনো “মেয়েমানুষি” শিখিয়ে দেয়নি, ভয় দেখিয়ে মানুষ করেনি, আবার অন্ধ স্বাধীনতার নামেও ছেড়ে দেয়নি। অণু চেয়েছে, মেয়ে নিজের মতো মানুষ হোক—কিন্তু নিজের ভেতর থেকে; বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো “সংস্কার” বা “নিয়ম” দিয়ে নয়। পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও অণু খুব সচেতনভাবে মেয়েকে খোলামেলা মেলা-মেশার সীমারেখাটা বোঝাতে চেয়েছে।

ওদের বাসা নিউ ইয়র্কে—চারপাশে অন্য রকম জীবন। স্কুলের বন্ধুরা উইক-এন্ডে পার্টিতে যায়, কনসার্ট দেখে, কখনও বার, কখনও ক্লাব। কেউ কেউ ভ্যাপ টানে, কেউ কেউ খুব ছোট বয়সেই ডেটিং-এর নামে মন ভাঙার পাঠ শুরু করে। অণু এসবকে চোখ বুজে “খারাপ” বলে উড়িয়ে দেয়নি, আবার উৎসাহও দেয়নি। সে শুধু মেয়েকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে—“এই কাজটা করলে আমি কে হয়ে উঠবো?

আমার শরীর, মন, ভবিষ্যৎ—এগুলোর সঙ্গে এটা ঠিক যায় কি?”

উঠতি বয়সের মেয়েদের যা হয়—মেয়েও মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে যেতে চায়, নতুন কোনো শো দেখতে চায়, কোনো মিউজিক ফেস্টিভ্যালে যেতে চায়। অণু কখনও এক কথায় “না” বলে দেয়নি। সে বলেছে, “হ্যাঁ, কিন্তু শর্ত আছে। আমি ড্রাইভ করে দিয়ে আসব, নিয়ে আসব। তুমি কোথায় আছ, জানাবে।” মেয়ের বন্ধুরা কেউ কেউ হেসেছে—“তোমার বাবা তো খুব কেয়ারিং!” আবার কেউ চোখ টিপে বলেছে—“এটা তো কন্ট্রোল।”

অণু এসব কথায় কান দেয়নি। সে জানে, কেয়ার আর কন্ট্রোলের মধ্যে পার্থক্যটা সূক্ষ্ম—কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সে চায় মেয়ে নিজে বুঝে নিক কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ; কিন্তু সেই বুঝে নেওয়ার পথে যেন দুর্ঘটনার গর্ত না থাকে।

অণুর স্ত্রী মেখলা একেবারে অন্য রকম মানুষ। মেখলা অণুর মতো সাহসী নয়, বেশি আশঙ্কাপ্রবণ। ইমিগ্রান্ট জীবনের অনিশ্চয়তা তাকে সবসময় ভয় দেখায়।

মেখলা ভাবে—এই দেশটা সুযোগের, কিন্তু বিপদেরও। সে রিয়াকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু তার ভালোবাসা ভয় থেকে আসে।

সেই দিনটা ছিল এক শুক্রবার রাতে।

মেয়ে বলল, “বাবা আজকে একটা পার্টি আছে। সবাই যাচ্ছে। আমি গেলে সমস্যা হবে?”

অণু বলল, “কোথায়?”

“ম্যানহাটনে। বন্ধুর জন্মদিন।”

“কতক্ষণ?”

“ঠিক বলতে পারছি না। পার্টি তো... শেষ হবে কখন কে জানে।”

অণু একটু ভেবে বলল, “ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি সাবওয়েতে ফেরো, আমাকে টেক্সট করবে। আর যদি খুব রাত হয়, আমি নিতে চলে আসব।”

মেয়ে মুখটা একটু বেঁকিয়ে বলল, “বাবা, তুমি আসবে না। আমি বড় হয়েছি।” মেয়ে বেরিয়ে গেল। অণু মনের ভিতর একটা অজানা অস্বস্তি, কিছু বলল না। তার বিশ্বাস ছিল—মেয়ের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

রাত বাড়তে লাগল। দশটা, এগারোটা, বারোটা—সময় এগোতে থাকে। অণু একবার

মেসেজ পাঠাল, “সব ঠিক?” মেয়ে রিপ্লাই দিল, “হ্যাঁ বাবা।”

অণু স্বস্তি পেল। কিন্তু স্বস্তি বেশিক্ষণ টিকল না। রাত প্রায় দুইটার দিকে মেয়ে টেক্সট করল—“আমি সাবওয়েতে উঠেছি। ১৬৯ স্ট্রিটে পৌঁছাতে ৪৫ মিনিট লাগবে।” অণুর বুকের ভেতর কেমন করে উঠল। এত রাত! মেয়ে বলেছে—সাবওয়েতে আছে। অণু চুপ করে বসে থাকতে পারল না। সে জ্যাকেট পরল, চাবি নিলো, বেরিয়ে পড়ল।

১৬৯ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াল। বাতাস ঠাণ্ডা। স্টেশনের আলো কাঁপা কাঁপা। কিছু মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে—কেউ দ্রুত হাঁটছে, কেউ ফোনে কথা বলছে, কেউ একা বসে আছে। অণু দাঁড়িয়ে থাকে, বারবার ঘড়ি দেখে।

৪৫ মিনিট কেটে যায়। ট্রেন আসার শব্দ শোনা যায়। মানুষ নেমে আসে। অণুর চোখ

খুঁজতে থাকে—মেয়ে কোথায়?

হঠাৎ মেয়েটাকে দেখা গেল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। কিন্তু অণু প্রথম দেখাতেই বুঝতে পারল—কিছু একটা ঠিক নেই। মেয়ের হাঁটার গতি এলোমেলো, চোখ অদ্ভুতভাবে ভারী, মুখের হাসি অনিচ্ছাকৃত। অণু এগিয়ে গেল।

“তুমি ঠিক আছ?” অণু জিজ্ঞেস করল।

মেয়ে যেন তাকে দেখে একটু লজ্জা পেল, একটু বিরক্তও হল। “হ্যাঁ... ঠিক আছি, ঠিক আছি” সে বলল। কিন্তু কথার ভেতরে ঝাঁঝালো গন্ধ—অ্যালকোহলের। সেই মুহূর্তে অণু বুঝল—মেয়ে ড্রাঙ্ক।

অণু আর কিছু বলল না। শুধু মেয়ের হাতটা ধরে নিলো, যেন সে পড়ে না যায়। মেয়েও কোনো প্রতিবাদ করল না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মেয়ের মাথা দুলছিল। অণু খুব ধীরে গাড়ি চালাল, যেন ঝাঁকুনি না লাগে। গাড়ির ভেতর একটা চাপা নীরবতা। অণু রাগ করছিল না—কিন্তু তার বুকের ভেতর একটা ভারী ভাঙন হচ্ছিল। “আমি কি কোথাও ভুল করেছি? আমি কি বেশি স্বাধীনতা দিয়েছি?”

বাড়িতে ঢুকতেই মেয়ে সোজা বাথরুমে ছুটল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বমির শব্দ। একবার, দুবার, তিনবার। অণু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। মেখলা ঘুম থেকে উঠে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

সে ফুঁসে উঠল, “এই হলো ফল! এত স্বাধীনতা দিয়েছ, এই ফল! তুমি কি মনে করো,

কন্ট্রোল না করলে মেয়ে ঠিক থাকে? নিউ ইয়র্কে? এসব শহরে?” অণু শান্ত গলায় বলল, “এখন ঝগড়ার সময় নয়। আগে মেয়েকে দেখি।” বাথরুমের দরজা খুলল। মেয়ের মুখ ফ্যাকাসে, চোখ লাল। অণু তাকে ধরে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল। মেয়েটা কিছু বলতে চাইছিল—তার ঠোঁট কাঁপছিল। কিন্তু অণু বলল, “এখন না। সকালে কথা বলব। এখন ঘুমাও।”

সেই রাতে অণুর আর ঘুম এলো না। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। নিউ ইয়র্ক রাতেও জেগে থাকে—দূরে গাড়ির আলো, কোনো সাইরেন, কোথাও হাসির শব্দ। অণুর মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরতে থাকে—স্বাধীনতা মানে কি স্বেচ্ছাচারিতা? অণু জানে, মেয়েটা নাবালিকা নয়। সে নিজেই পার্টিতে গেছে। সেখানে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা তার নিজেরও। কিন্তু অণু এটাও জানে—এই বয়সে মানুষ অনেক সময়

নিজের সীমা ঠিক করে বুঝে উঠতে পারে না। বন্ধুদের চাপ, “পিয়ার প্রসার”—এসব মানুষকে এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যেখান থেকে ফেরাটা কঠিন হতে পারে।

ভোরের দিকে অণু কিছুটা ঘুমাল। সকালে আলো উঠতেই ঘরের ভেতর নীরবতা বদলে গেল। মেয়ে ঘুম থেকে উঠে বসেছে। মাথা ব্যথা। চোখ ফুলে আছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে অণুর ঘরের দরজায় দাঁড়াল। অণু তাকিয়ে বলল, “এসো।”

মেয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল। তারপর খুব নিচু গলায় বলল, “বাবা...” অণু অপেক্ষা করল।

মেয়ে মাথা নিচু করে বলল, “বাবা, আমি কি খুব খারাপ হয়ে গেছি?” এই প্রশ্নটা অণুকে থামিয়ে দিল। রাগ করার জায়গাটা যেন মুহূর্তে সরে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটা—যাকে সে বই পড়ে শোনায়, আর্ট গ্যালারিতে নিয়ে যায়—সে এখন ভেঙে পড়েছে।

অণু মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরল। খুব শক্ত করে নয়—আশ্রয়ের মতো। তারপর বলল, “খারাপ ভালো—এটা এক মুহূর্তের বিচার নয়। মানুষ ভুল করে। কিন্তু মানুষ তখনই মানুষ হয়, যখন সে বুঝতে পারে—এটা ভুল ছিল।” মেয়ের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। সে কাঁদে। অণুর শার্ট ভিজে যায়।

অণু খুব ধীরে বলে, “আমি তোকে নিষেধ করিনি, কারণ আমি চেয়েছি তুই বুঝে শিখিস। জীবন বইয়ের মতো নয়, সব পাতায় আগে থেকে লেখা থাকে না। কিন্তু শুনে রাখ—ভুল করলে লুকবি না। আমার কাছে আসবি। আমি বিচারক না—আমি তোর বাবা।”

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, “আমি কাল... আমি বন্ধুদের সঙ্গে... আমি না চাইতেও...” তার কথা আটকে যায়। অণু খুব শান্ত গলায় বলে, “এখন সব কথা বলতে হবে না। আগে নিজেকে ঠিক কর। কিন্তু একটাই কথা মনে রাখ—তুই একা না। কারও যদি ভুল হয়, সেটারও একটা সমাধান থাকে। আর যদি কারও অপরাধ হয়, সেটারও বিচার হয়। আমরা যা দরকার করব।”

মেয়ে একটু মাথা তোলে। চোখে ভয়, আবার আশাও। সে বলে, “তুমি রাগ করনি?”

অণু হেসে ওঠে না। শুধু বলল, “রাগ করলে তোকে হারিয়ে ফেলব। আমি চাই না তুই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাস। আমার রাগ থাকলেও, আমি আগে তোর পাশে থাকব।”

এই কথাটা মেয়ের ভেতরে যেন আলো জ্বালিয়ে দেয়। সে অণুর হাত ধরে বলে, “বাবা,

আমি চেষ্টা করব।” এই সকালটা অণুর জীবনের একটা নতুন সকাল। সে বুঝতে পারে, ভাঙনের পরেই সৃষ্টি হয়—এটা শুধু কবিতার কথা নয়, জীবনেরও কথা। মেয়ের ভেতরে যে ভাঙন এসেছে, সেটা হয়তো তাকে আরও সচেতন করবে। অণুর ভেতরেও একটা ভাঙন এসেছে—সে বুঝেছে, শুধুই ভালোবাসা যথেষ্ট নয়; ভালোবাসাকে সাহসী হতে হয়, সাপোর্টিভ হতে হয়, প্রোটেকশন দিতে হতে হয়—আর কখনও কখনও, কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে হয়।

মেখলা এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে। তার চোখেও দুশ্চিন্তা। সে ধীরে বলে, “আমি

রেগে গিয়েছিলাম... ভয় পেয়ে।” সেদিন দুপুরে অণু মেয়েকে বলল, “চলো, একটু হাঁটতে যাই।” মেয়ে অবাক হয়ে বলল, “এখন?” অণু বলল, “হ্যাঁ। হাঁটলে মাথা পরিষ্কার হয়। তারপর বাসায় এসে আমরা একটা মুভি দেখবো—আমাদের সেই প্রিয় মুভি ‘অপরাজিতা’।” মেয়ে চুপ করে থাকে। তারপর খুব ছোট করে বলে, “ঠিক আছে বাবা।”

ওরা বাইরে বেরোয়। শীতের বাতাসে অণুর মনে হয়, জীবনটা মাঝে মাঝে ঝড়ে ভেঙে যায়, সুনামিতে ডুবে যায়—কিন্তু সেই ঝড়ের পরই মানুষ নিজের শিকড় খুঁজে পায়।

প্রান্তিকের স্বপ্নভঙ্গের পরের রাজনীতি

শেখর ভট্টাচার্য

বৈষম্যহীন মানবিক সমাজ। সমতা ও সমদৃষ্টির সমাজ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যাদের জন্ম, তাদের স্বপ্নের সমাজে এসব উপাদান টগবগ করত। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সংবিধানে কি অযাচিতভাবে মূলনীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্র' এসেছিল? জনআকাঙ্ক্ষায় কি অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক সমাজের এজেন্ডা ছিল না? এখন যেমন ধর্ম এসেছে রাজনীতিতে, তখন উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার স্রোতে সমতা, সাম্য ও মানবিকতা এসেছিল তরুণদের হৃদয়ের গহিনে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। তরুণদের আকাঙ্ক্ষার মানবিক সমাজ গড়ার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ছাত্ররা আস্থা রেখেছিল সমাজতন্ত্রকে ধারণ করা ছাত্রসংগঠনগুলোর ওপর। সে কারণে 'ছাত্র ইউনিয়ন' এর ওপর আস্থা ছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের। এরপর 'জাসদ ছাত্রলীগ' সারাদেশে তরুণদের বুকে ঝড় তোলে। সে ঝড় কতটুকু ছাত্ররাজনীতিকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে পেরেছিল, সে মূল্যায়ন না হয় ভিন্নভাবে করা যেতে পারে। তবে গবেষণায় না গিয়েও এটা বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে তরুণ সমাজ সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি দেশ গড়তে চেয়েছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে নয়, পঞ্চাশের শেষ অথবা ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাদের জন্ম, তাদের জীবন-অভিজ্ঞতা পাঠ করলেই সেই সত্য উন্মোচন করা সহজ হয়।

চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে আন্দোলনটি অনুসরণ ও সমর্থন করতে থাকেন। আন্দোলনের শুরুতেই আমরা শুনতে পাই, "বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই", "আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই" এসব স্লোগান বদ্ধ সমাজকে অনেকটা চমকে দেয়। নড়েচড়ে ওঠে সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বাপ্নিক তরুণ ও প্রবীণের দল। এবার কি তবে প্রকৃত অর্থে বৈষম্য নিরসন হতে যাচ্ছে? আশায় বুক বাঁধে অনেক আবেগী, সহজ-সরল নাগরিক। যৌবনে যারা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাদের অনেকেই ভেবেছিলেন সাম্যবাদী নজরুলের স্বপ্নের কালবৈশাখী বোধ হয় এলো। অনেকেই 'জয়ধ্বনি' দেওয়া শুরু করলেন, কেউ উচ্চস্বরে, কেউ-বা নিম্নস্বরে। দূর থেকে তারা 'নৃত্যপাগল' তরুণদের আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক কৌতূহল নিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন রাজপথের দিকে তাকিয়ে। রাজপথেও তখন নজরুলের গান বাজছে: "তোরা সব জয়ধ্বনি কর/তোরা সব জয়ধ্বনি কর/ ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর.../ আস্ল এবার অনাগত প্রলয়-নেশায় নৃত্য-পাগল/ সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।"

আগল তাহলে ভাঙতে যাচ্ছে! সাতচল্লিশ-পূর্ব বিপ্লবীদের অনেকেই আগল ভাঙতে চেয়েছিলেন। সত্তর ও আশির দশকের দ্বিমেরু বিশ্বে দেশে দেশে আমরা আগল ভাঙার রাজনীতি দেখেছি। তবে আগল শেষ পর্যন্ত ভাঙেনি। আগল ভাঙার রাজনীতিতে যারা নিবেদিত ছিলেন, তাদের অনেকেই হতাশ হয়ে নিজের আদর্শের বিপরীত পথে হেঁটে হেঁটে হারিয়ে গেছেন।

চব্বিশের আন্দোলনের যারা পরিকল্পনা করেছিলেন, তারা জানতেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পাগল হয় আগল ভাঙার গানে। পরিকল্পনা যেভাবে করা উচিত ছিল, ঠিক সেভাবেই করা হয়েছিল। হৃদয়হরণ করা গ্রাফিতি আঁকা হয়েছিল দেয়ালে দেয়ালে। এখনও মনে আছে, একটি ছোট গাছের ডালে কয়েকটি পাতা; পাতায় লেখা ছিল, "হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী"। ডালের নিচে লেখা: "পাতাগুলো ছেঁড়া যাবে না।" এই যে মহামিলনের, মহাসৌহার্দ্যের বার্তা দেয়ালে দেয়ালে এঁকে দেওয়া হয়েছিল, সে বার্তা হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। এই আন্দোলনের গানগুলোর দিকে খেয়াল করুন, মোহিনী চৌধুরীর সেই অমর গান: "মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান।" গানটি শুনলে হৃদয়ের কোণে জমে থাকা নিষ্প্রভ আগুন জ্বলে ওঠে।

"কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা/বন্দীশালার ওই শিকল ভাঙা/ তারা কি ফিরিবে আজ সু-প্রভাতে/যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে.../ যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানেন/স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।"

আহা, স্বর্গের চেয়েও প্রিয় জন্মভূমি! এরকম সংগীতের বাণী যখন দেশপ্রেমিক বাঙালির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, না হয় তারা মিছিলে ছোটেন। আন্দোলনের শুরুতে মধ্যবিত্ত প্রগতিকামী বাঙালি ভেবেছিল চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী, কিংবা রামপ্রসাদ ও আব্দুল হাকিমের অকৃত্রিম দেশপ্রেমের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মানবধর্মের পুনরুত্থান হলো বুঝি আবার।

ন্যায্যতাভিত্তিক, মানবিক সমাজ গড়ার প্রত্যয় বুকে ধারণ করে ঢাকার দেয়ালে আজও ম্লান হয়ে লেখা আছে: "বিপ্লব শেষে তুমিও যদি স্বৈরাচারী হয়ে যাও, বিপ্লব তোমার পিছু ছাড়বে না।" কথাটি তখনো মিথ্যে মনে হয়নি; এখনো কিংবা ভবিষ্যতেও মনে হবে না। নারী শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে, শুধু সাথে নয়, সামনে রেখে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" কিংবা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের "তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে" গান গেয়ে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল মিছিলে মিছিলে। এরপর বিস্ময় নিয়ে দেখা গেল, তীরে নৌকা ভেড়ার পর পরই নারীদের যেন পেছনে ঠেলে দেওয়া হলো! ধীরে ধীরে নারী আবার প্রায় 'অবরোধবাসিনী' হয়ে গেল এবং তাঁদের স্বর নিচে নেমে এলো।

আর গান? বাউলদের আখড়ায়, বাউলগানের আসরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। "তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগরের" মতো গান আর মিছিলে শোনা গেল না। গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য যে দেশে সাতচল্লিশের পর থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সে দেশে গণতন্ত্রের মুক্তির লড়াইকে একপ্রকার আইসিইউতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। গণমাধ্যমগুলোতে আঘাত করা শুরু হলো। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ যারা ভিন্নমত পরিবেশন করত, তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা দেখা গেল। বাঙালির অহংকারের প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ও উদীয়মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে আঘাত এলো। বিপ্লবের মূল বার্তার সঙ্গে বিপ্লবোত্তর কর্মকাণ্ডের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলেন অরাজনৈতিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরা।

আন্দোলনের শুরুতে আমরা কোনো উগ্র ধর্মীয় বার্তা খুঁজে পাইনি। অথচ পাঁচ আগস্টের পর দেখা গেল একদল লোক ধর্মের নামে অমানবিক আচরণ করছে। প্রান্তিক মানুষেরা যেন ধীরে ধীরে সরে গেল আন্দোলন থেকে। আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে এক বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা দেখতে পেলাম।

প্রথম আলো বা ডেইলি স্টার অফিসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছানোর আগেই সেখানে প্রবীণ সাংবাদিকেরা ছুটে গেলেন। আকুতি জানালেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আমরা দেখতে পেলাম সেই বিখ্যাত ইংরেজি প্রবাদের মতো আচরণ করতে 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল'। অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ড বা হামলার ঘটনা শেষ হওয়ার পর তাদের উপস্থিতি দেখা গেল। ঘটনার পর কেবল বলা হলো, "যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে।" তবে কার্যকর যোগাযোগের কোনো স্পষ্ট চিহ্ন নাগরিক সমাজ খুঁজে পেল না।

পাঁচ আগস্টের পর আমরা বৈষম্য নিরসনের স্লোগান আর শুনতে পেলাম না। বৈষম্য নিরসনের উপায় নিয়ে কোনো সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামের আয়োজন চোখে পড়ল না। পথে-প্রান্তরে কোনো মিছিল নেই, অগ্নিঝরা কোনো বক্তব্যও নেই। বৈষম্য নিরসনের দাবি যেন দারিদ্র্যের মতো জাদুঘরে চলে গেল! আমাদের বয়সী মানুষ, যারা ষাটের দশকে জন্ম নিয়েছেন, তারা জীবনভর ঠকতে ঠকতে অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছেন। যারা অষ্টপ্রহর সমতার সমাজের স্বপ্ন দেখে প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, তারা আজ বিস্ময়ে বিমূঢ়।

আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি যদিও নেতৃত্বদানকারীরা বিস্মৃত হয়েছেন, প্রান্তিক মানুষেরা কিন্তু মোটেই বিস্মৃত হননি। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে যারা ছিলেন, তাদের আবার পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। জনআকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করার জন্য তারা কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর বাস্তবে এখন কী ঘটছে, তা মেলানো প্রয়োজন। নিছক সরকার পরিবর্তনের জন্য এ দেশে অনেক আন্দোলন-অভ্যুত্থান হয়েছে; আন্দোলন শেষে শূন্যতা বুকে নিয়ে মানুষ ফিরে গেছে। বারবার প্রত্যাখ্যাত হলে আর একটি বিপ্লব অপেক্ষা করে প্রত্যাখ্যানকারীদের সামনে কথাটি চব্বিশের আন্দোলনের সময় দেয়ালে দেয়ালে লেখা ছিল।

হাসন রাজা, লালন, রাধারমণ আর শাহ আব্দুল করিমের দেশের মানুষ আমরা। বড়ই কোমল আমাদের হৃদয়, আবার যুগপৎ কঠিনও বটে। আমরা আর অস্থিরতা চাই না; অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি ও শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাজই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার কথা প্রান্তিক মানুষেরা হয়তো দেয়ালে লিখতে পারে না, তবে মনের গহিনে লালন করে।

এবার উদ্ভট উটের পিঠ থেকে নেমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিতে হবে এর আসল মালিকানা, প্রান্তিক মানুষের মালিকানা। শত শত বছরের আকাঙ্ক্ষিত শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে না পারলে সামনে মহা বিপদের সংকেত শোনা যেতে পারে। আন্দোলনের সময় লেখা সেই গ্রাফিতির বাণীটি আমাদের মনে রাখা উচিত: "বিপ্লব শেষে তুমি যদি স্বৈরাচার হয়ে যাও, বিপ্লব তোমার পিছু ছাড়বে না।" এই কথাটি মনে রাখার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, দেশের সকল নাগরিকের।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিট্যান্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ক বি তা র এ ক পা তা

আগস্টে আমাদের বুকের বাতাস ভারী হয়ে আসে। এই মাসেই ঘটেছিল ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ ঘটনা। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপকার, মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ব্যক্তি মানুষকে হত্যা করা যায়, ইতিহাসকে মুছে ফেলা যায় না। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও সেই বেদনাঘন দিনে নিহত তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের। কবিদের কবিতায়, কবিয়ালদের কবিগানে, ভাটি অঞ্চলে মাঝিদের গানে মেঘ-বৃষ্টি, বর্ষার ভরা যৌবনের নদীর জয়-জয়কার। সেই বর্ষা নেই। ভরা নদীর বাঁকে বাঁকের গল্পকথা আজ অতীত স্মৃতি। বাংলাদেশের আজকের প্রজন্ম এ বাংলাকে চেনেই না! বাংলার ঋতুবৈচিত্র্যে বিশেষ করে বাংলার বর্ষার রুপ তুলে ধরার প্রয়াসে জুলাই সংখ্যার পরে আগস্টে আরো কিছু বৃষ্টি দিনের কবিতা। সকলের প্রতি ভালোবাসা এবং কবিতাগুলি পড়ার আমন্ত্রণ!—**ফারুক ফয়সল**

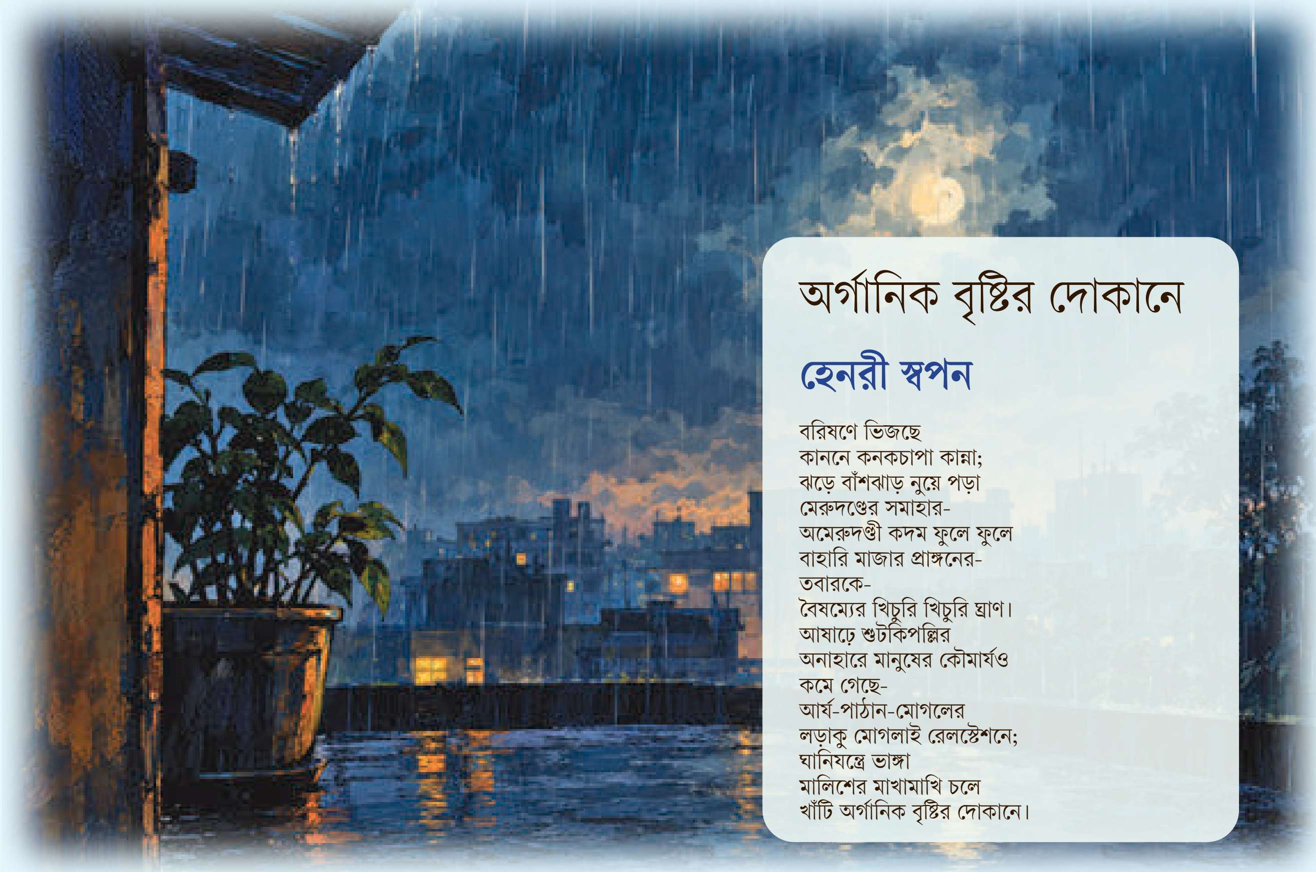

অর্গানিক বৃষ্টির দোকানে

হেনরী স্বপন

বরিষণে ভিজছে
কাননে কনকচাপা কান্না;
ঝড়ে বাঁশঝাড় নুয়ে পড়া
মেরুদণ্ডের সমাহার-
অমেরুদণ্ডী কদম ফুলে ফুলে
বাহারি মাজার প্রাঙ্গনের-
তবারকে-
বৈষম্যের খিচুরি খিচুরি ঘ্রাণ।
আষাঢ়ে শুটকিপল্লির
অনাহারে মানুষের কৌমার্যও
কমে গেছে-
আর্য-পাঠান-মোগলের
লড়াকু মোগলাই রেলস্টেশনে;
ঘানিযন্ত্রে ভাঙ্গা
মালিশের মাখামাখি চলে
খাঁটি অর্গানিক বৃষ্টির দোকানে।

কৃপা করো, মেঘরাত্রি

সেঁজুতি বড়ুয়া

একদিন সমস্ত স্তব্ধতা ঢেকে
তোমার অশ্রুসমান কাঁথায় গেঁথে যাবো
মেঘে মেঘে গর্জে উঠবে ধার করা সমুদ্র
সন্ধ্যার ডানায় লোপাট হবে সুনসান মাঝরাত!

যা কিছু শান্ত, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু উদার
যা কিছু যুক্তিহীন – আমাদের হিমশূন্য ঋণ
সূঁই-সুতোয় এপিঠ ওপিঠে
বৃষ্টির অভিসম্পাত যেন দুটো দেহে

আমরা তখন চিরনির্বাসনে, তলিয়ে যাবো রাত্রিমঙ্গলে
অন্ধজিভে জল টলমল, আঙুলের অবাধ স্বাধীনতায়
যেন ব্রহ্মপুত্র আর যমুনা হাঁফায় মেঘের গোঙানিতে!

অথচ আমার এই মিশে যাওয়াতে ভয়, সাঁতার জানি না যে!
মেঘলা ধূসর দিন তবুও ঝুঁকে থাকে,
ভয়ে আমি সেদিকে তাকাই না...

বর্ষা নষ্টালজিক

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

বৃষ্টি নামে না, বৃষ্টি ফিরে আসে—জলের আঙুলে । পুরোনো জানালারগ্লাস ছুঁয়ে দেখে কবে ভাঙা সেই চশমাটি রাখা ছিল খাতার পাতায়। আজ বৃষ্টিনয়, আজ স্মৃতির ঘাম ঝরে পড়ে শহরের বুকে, নর্দমায় ভাসে বিগত সময়েরএকটি ভিজে বিকেল,
যে বিকেলে মেঘ ছিল না, ছিল শুধু তোমার অদেখা হাতের ছায়া।

শহর ভিজে গেলে মনে হয় সব রাস্তাই ফিরে যায় শিশুকালের মাঠে, যেখানে কাদার গন্ধে মেশা ছিল
মায়ের রান্নার ধোঁয়া, আর বৃষ্টি ছিল শুধুই জল—নষ্টালজিয়া নয়, গভীর এক উদাসীনতা।
এখন বৃষ্টি আসে মাথার ভেতরকার আকাশ থেকে, বাইরের জল নয়, ভেতরের কুয়াশা—যা ঝরে পড়ে
চোখের কোনায়, আর তুমি বুঝতে পারো না এটা বৃষ্টি, না চোখেরজল।

এখন বৃষ্টি মানে ফিরে দেখা—পথের শেষে দাঁড়ানো এক ছাতা, যে ছাতা কখনো মেলা হয়নি, কিন্তু তার
ছায়ায় বৃষ্টি ভিজেছে বহুবার। নষ্টালজিয়া আসে জলের এই স্পর্শে—নির্জীব, অথচ চেনা; দূরের, অথচ
কাছে; বাস্তব, অথচ স্বপ্নের মতো ভাস্বর।

ত্রাণ

মাসুদ খান

তোমাদের গ্রহে ফিরোজা আকাশ
আমাদেরটায় হালকা-হালকা নীল
আমাদের গ্রহ দুর্যোগে ভরা
তোমাদের গ্রহে সবকিছু সাবলীল।

তোমাদের গ্রহে তুমুল বর্ষা
অথচ এখানে জীবনবিনাশী খরা।
আমাদের গ্রহে সবই চৌচির
তোমাদের গ্রহ সুফলা, স্বয়ম্ভরা।

তোমাদের গ্রহে বৃষ্টি বাজত
বহু নূপুরের একটানা নিক্কণে।
আমাদের গ্রহে মেঘেরা জমত
তোমাদের সেই বৃষ্টির স্পন্দনে।

স্পন্দনগুলি এই বছরেও
পাঠিয়ে দিয়ো তো আমাদের নীল গ্রহে।
এই গ্রহ বাঁচে তোমাদের ওই
দয়ামায়ামায় গ্রহেরই অনুগ্রহে।

আবার জাগবে দাদুর-দাদুরি--
মকমকি আর অবিরাম জলকেলি।
ঝাঁক ঝাঁক কই বিল থেকে উঠে
আসবে পেরিয়ে ধানখেত বেলাবেলি।

ইলশেগুঁড়ির সঙ্গে আবার
ঝরবে প্রচুর প্রিয় ইলিশের পোনা
জীব জড় সব উদ্বাহু হয়ে
গাইতে থাকবে বৃষ্টির বন্দনা।

বৃষ্টি বনপথে

তুষার গায়েন

মন নিরীক্ষণ করি যেন চিন্তাস্রোত হ্রাস পেয়ে বোধোদয় হয়
শান্ত হয়ে আসে মন, আবার অশান্ত হয়ে যায় প্রতিদিনের আঘাত
অপমান, ভয়ে—বুঝেছি যা অন্তরে, আয়ত্তে নিয়ে আসার প্রয়াস
প্রায়শই ব্যর্থ হয়ে যায়। আকাশে গুমোট মেঘ, যে কোনো মুহূর্তে
বিজলী ও বৃষ্টি সম্ভাবনা জেনে নেমেছি বনের পথে, ঘন বৃক্ষ, পাতা
পল্লবের মধ্য দিয়ে উঁচু-নিচু অজানিত বাঁক, হারাতে হারাতে হাঁফ
ছেড়ে ফিরে পাওয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব বনোচ্ছেদ
করা উন্মুক্ত প্রান্তরে—সেখানে সহস্র নারী পুরুষ গ্রীষ্মের বিকেলে
জড়ো হবে বলে কত আয়োজন—উচ্চকিত যন্ত্রানুসঙ্গে সঙ্গীত, বাদ্য
তালে তালে হবে নাচ, সমস্বরে দূরগামী সুর অভিলাষ, স্বাদু কোমল পানীয়
বারবিকিউয়ের ঘন ধোঁয়া, ঘ্রাণ—অকুস্থলে পৌঁছাবার আগে ফুঁপিয়ে কান্নার মতো
বাষ্পরুদ্ধ বৃষ্টি নামে, দেহ ঘেমে ওঠে যেন, চুঁয়ে চুঁয়ে নামে জল চুলের গভীরে
ধীরে ধীরে প্রগলভ হতে থাকে বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা, মাটিভেজা সোঁদা ঘ্রাণ
দ্রুত হেঁটে দেখি নেই প্রান্তরে জনমনিষ্যি কোনো—ভণ্ডুল হয়েছে সব আয়োজন !
এবার সজোরে নামে ধারা—ভিজে সপসপ হবার আগেই দৌড়ে যাই
বনপ্রান্তে নির্জন ক্যাফেতে, ধোঁয়াওঠা কফি নিয়ে বসি কাঠের টেবিলে
সন্ধ্যাঘন পড়ন্ত বিকেলে কেউ নেই দু'একটি ঝড়ে পড়া কপোত-কপোতী ছাড়া
মেঝে থেকে কার্নিশ অবধি টানা স্বচ্ছ কাচের জানালা—বৃষ্টি এঁকে চলে তার 'পর
নিরবধি জলের নকশা—অপলক চেয়ে থাকি যেনবা বিস্মৃত হয়ে গেছি সব
বাইরে বাতাস, দৃশ্যপটে আন্দোলিত গাছপালা বিঘ্নিত করেনা তুরীয় আমার
কাচের জানালা বেয়ে যেখানে হয়েছে শেষ বহুরেখ জলধারা—
বিন্দু বিন্দু স্থির জলে সেখানে বিম্বিত হয় অনন্তর বোধোদয়!

ফুলপাখি লতাপাতা প্রেমের কবিতা

মুজিব ইরম

লিখিতেছি
ফুলপাখি লতাপাতা প্রেমের কবিতা...
অপ্রচল লেখাজোকা অনেক হয়েছে
তারে আমি দূরে ঠেলে
প্রচলেরে কাছে ডাকিয়াছি...

হাসিঠাট্টা করে লোকে
আফসোস নাই
ফুটুক প্রচল ফুল
গন্ধ নিয়ে
নামহীনা
পাখিডাকা
কোনো এক বর্ষাদিনে
লতাপাতাফুল ঘেরা তোমার বাগানে...

বৃষ্টি

স্বপ্ন কুমার

কার হু হু কান্নার সুরে
প্রায় প্রতি রাতে
আমার ঘুম ভেঙে যায়

আমি তারে পারি না চিনিতে
তবু কেনো জানি মনে হয়
সে আমার চেনা
অতি চেনা কেউ
তাই বুঝি তার কান্নার সুরে
আমার ভিতরেও
উথলে উঠে ঢেউ
আমি যা পারি না থামাতে

যার কান্নার সুরে প্রতি রাতে
আমার ভিতরেও ঢেউ উঠে—
উঠে ঢেউ
কেনো জানি মনে হয়
সে আমার অতি চেনা কেউ

কে কাঁদে এমন আকুল সুরে
মাঝরাতে— প্রতিরাতে
এমন কালে— অকালে?
কি এমন দুঃখ তার! কি এমন ব্যথা?

কার কান্নার সুর ঝরে পড়ে—
ঢলে পড়ে
আমার ঘরের মলিন চালে?
কান্নার সুরে কি কথা কয় সে!
আমি যা পারি না বুঝিতে
পারি না?
না না না

প্রতি রাতে কাঁদে সে আর আমারে কাঁদায়
আমি তারে চিনি না তবু চেনা মনে হয়...

ওয়ান্টেড

কাজী রাহনুমা নূর

শূণ্যতার যদি কোন রঙ থাকতো সে দেখতে কেমন হতো?

তার বুকে যে দগদগে ঘা সেকি লাল হতো না কি কুচকুচে কালো?

আকাশের নীলে কবি প্রেম আঁকেন, ঔপন্যাসিক সেই নীল কে বিষ যন্ত্রণার সাথে জুড়ে দিয়ে তালি কুড়ায়।

শিরায় উপশিরায় ছড়িয়ে দেয়া চিনচিনে শূণ্যতার রঙ কি সেই বিষের মতন নীল?

কই আমার ব্যথায় তো কোন ছটফটে নীল বুদবুদ অস্থির শব্দে মনের দুপার ভাসিয়ে দিচ্ছে না। যখন আঙ্গুলগুলো কি বোর্ডের প্রতিটি অক্ষরে শূণ্যতার রঙ খুঁজতে ব্যস্ত, সে কেমন স্থির। যেন ফ্রিজগেইম খেলছে, হাল্কা নড়লেই আউট।

শূণ্যতা কি রঙ চোর? এই মনে হচ্ছে বিশাল ব্ল্যাক হোল, মূহুর্তেই বহুদিন আগে পড়া 'দা লাস্ট ডে অফ পম্পেই' শহরটা যেন জেগে ওঠে, গর্তগুলো ভরে যায় লাল লাভায়, পুড়ে ছারখার সুখের প্রতিটি গিঁট।

শূণ্যতাকে কাগজে আঁকতে, তাকে হাত দিয়ে ছুঁতে, তার শেকড়ের চাবুক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে একটা নির্দিষ্ট রং এর প্রয়োজন।

পিকাসো, লিওনার্দো বা জয়নুল যদি শূণ্যতার একটা রঙ ঠিক করে দিতেন তবে আজ নিশ্চিন্তে সেই রঙ এর প্রলেপে মনটাকে মুড়ে টুপ ঘুমানো যেত। ঘুমটা ও যা বেয়াড়া, শূণ্যতাকে পেলেই গলা জড়াজড়ি করে বেরিয়ে পড়ে পাড়া বেড়াতে।

একটি বিশেষ ঘোষনা-

শূণ্যতা কে বশে আনতে একটি বিশেষ রঙ প্রয়োজন।

যোগাযোগের ঠিকানা
প্রযত্নে মনের বাড়ি
পোষ্ট কোড - ০

ডানা ক্ষয়ে যাওয়া প্রজাপতির গল্প

রাসয়াত রহমান জিকো

ছোটবেলায় মামুনকে সঙ্গে নিয়ে প্রজাপতি ধরতাম। কত রকমের প্রজাপতি ছিল আমাদের সেই ছোট্ট জগতে। রাজা প্রজাপতি, রানি প্রজাপতি, প্রজা প্রজাপতি। ওদের ধরে কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, তারপর আবার ছেড়ে দিতাম আকাশে।

একবার মামুন একটি প্রজাপতি ধরতে গেল। ধরতে গিয়ে প্রজাপতিটির ডানার খানিকটা ছিঁড়ে গেল। নিমেষেই উড়তে থাকা সেই সুন্দর প্রাণীটি হয়ে উঠল ডানা ক্ষয়ে যাওয়া এক প্রজাপতি।

মামুনের মায়ের নাম কোহিনুর। আমার জন্মের সময় তিনি আমাদের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন। জন্মের পর মা বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। সেই সময়ে কোহিনুরই আমাকে কোলে-পিঠে করে আগলে রেখেছিলেন। আমরা তাঁকে ডাকতাম কোহিনুর বুয়া।

আমার বয়স যখন তিন কিংবা চার বছর, তখন সম্ভবত তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। আমাদের সংসার ছেড়ে তিনি চলে যান নিজের সংসার গুছিয়ে নিতে।

কয়েক বছর পর তিনি আবার ফিরে এলেন। তবে একা নন, সঙ্গে ছোট্ট মামুন। তত দিনে ভেঙে গেছে তাঁর নিজের সংসার। তাঁর জীবনের সেই বিপর্যয়ে আমরা ব্যথিত হয়েছিলাম। আবার তাঁকে ফিরে পেয়ে একধরনের স্বস্তিও এসেছিল পরিবারে। বিশ্বস্ত, স্নেহশীল এবং কাজে পটু কোহিনুর বুয়া আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন।

মামুন ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। স্কুলে যাওয়ার বয়স হলে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সে আমাদের গাড়িতে করেই স্কুলে যেত। আব্বা অফিসে যাওয়ার পথে তাকে স্কুলে নামিয়ে দিতেন।

ক্লাস ওয়ানের বার্ষিক পরীক্ষায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে মামুন প্রথম হলো। কোহিনুর বুয়ার আনন্দ তখন দেখে কে! সন্তানের সাফল্যে তাঁর চোখেমুখে যে গর্ব ফুটে উঠেছিল, তা হয়তো পৃথিবীর সব মায়ের গর্বের মতোই উজ্জ্বল ছিল। এটি সিনেমার গল্প হলে কাহিনি এখান থেকে অন্যদিকে এগোত। মামুন পড়াশোনা করে একদিন অনেক বড় অফিসার হতো। কোহিনুর বুয়ার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিত। কিন্তু বাস্তবের গল্প সব সময় সিনেমার নিয়ম মেনে চলে না।

একদিন আব্বা অফিসে যাননি। তাই কোহিনুর বুয়াই মামুনকে স্কুলে নিয়ে গেলেন। স্কুলের গেটে নামানোর সময় দারোয়ান মামুনকে জিজ্ঞেস করল, "উনি কে?"

মামুন কোনো উত্তর দিল না।

বাসায় ফিরে কোহিনুর বুয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাঁদলেন। তাঁকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে মামুন তখন নিতান্তই একটি শিশু। হয়তো লজ্জা পেয়েছিল, হয়তো হঠাৎ করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, কিংবা বুঝতেই পারেনি কী বলতে হবে।

কিন্তু কোহিনুর বুয়ার মনে তখন একটিই কথা, "এই ছেলে বড় হলে আমাকে আর মা বলে মানবে না।"

বাসায় ফিরে কোহিনুর বুয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাঁদলেন। তাঁকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে মামুন তখন নিতান্তই একটি শিশু। হয়তো লজ্জা পেয়েছিল, হয়তো হঠাৎ করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, কিংবা বুঝতেই পারেনি কী বলতে হবে।

অভিমান, ভয় আর অনিশ্চয়তা বুকে নিয়ে তিনি মামুনকে সঙ্গে করে গ্রামে চলে গেলেন। তারপর তাঁদের জীবনের গল্প আর আমার জানা হয়নি। আমার স্মৃতিতে মামুন আজও সেই প্রজাপতি, ধরতে গিয়ে যার ডানার খানিকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল।

তবে কে জানে, হয়তো ক্ষয়ে যাওয়া ডানা নিয়েই মামুন আবার উড়তে শিখেছিল। হয়তো সেখান থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে। আজ হয়তো সে সত্যিই অনেক বড় কিছু হয়েছে।

হতে পারে।

শ্রাবণের ধনুভাঙা পণ

সবুজ মণ্ডল

আলগোছে চলা বেখেয়ালি মেঘের আনাগোনা, কখনো বা অবাধ্য-একরোখা ঝোড়ো বৃষ্টি, কিংবা হঠাৎ নাগাল পাওয়া সুখের মতো সূর্যের মুখদর্শনে চলতে থাকে শ্রাবণের রহস্যঘেরা ইন্দ্রজাল।

বিগত হিমসন্ধ্যায় আগন্তুকের মতো, প্রসাধনীর পরত ছাপিয়ে নাগরিক জীবনের ক্লান্তির স্পষ্টতা মেখে যে মেয়েটি মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল অচেনা-অজানা এক পাত্রের সম্মুখে, দিন-দিনান্তে সে পরিচয় অর্ধবছরের পঞ্জিকাকুণ্ডলি পেরিয়ে শ্রাবণের হালখাতা খুলে বসেছে আজ।

সেদিনের সেই প্রথম দেখা চোখ জোড়ার মাঝে ছিল অস্বস্তির নীরবতা; ছিল কিছু আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন আর অপরিচিত এক শীতল দেয়াল। কখন যে সময়ের স্রোতে অগোচরে-নীরবে সম্পর্কের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে সে দেয়াল—তার হিসাব রাখিনি আমরা দুজন, হিসাব রাখেনি সেদিনের হিমজড়ানো সন্ধ্যাতারা কিংবা ব্যস্ত শহরের আলোকসজ্জাও।

পৌষের হিমজড়ানো সন্ধ্যায় হৃদয়-কলমে অনুভূতির আখরে শুরু হয়েছিল যে উপন্যাসের পথচলা, আজ তার পরতে পরতে টক-মিষ্টি-ঝালের রসদে ভরা এক সম্পর্কের গল্প। তার প্রতিটি শব্দ কিংবা বাক্যের মায়াজালে লুকিয়ে আছে অভিমানের আঁচ, কোথাও অনুচ্চারিত মায়া; কোথাও নিঃশব্দ অপেক্ষা, আবার কোথাও অকারণ হাসির ছোট্ট কোনো উপলক্ষ!

দিনক্ষণ ঠাহর করতে না পারলেও প্রথম পরিচয়ের সেই আনুষ্ঠানিকতা কবে যে আপন হয়ে ওঠার নির্ভার অধিকারে বদলে গেল, বুঝিনি! কবে যে 'আপনি'টা 'তুমি'তে বদলে গেল, কবে থেকে যে কথার ফাঁকে ফাঁকে জমে উঠল অদৃশ্য এক নির্ভরতার সেতু—তার দিনপঞ্জিরও কোনো হিসাব রাখিনি।

শুধু এইটুকুন স্মৃতিকোণে উঁকি দেয়, নাম না জানা বিকেলের অচেনা নরম আলোয় কথার ভাঁজে ভাঁজে যে মেয়েটি রিকশায় আমার বাঁ পাশে বসতে চেয়েছিল, সে-ই আজ অর্ধাঙ্গিনী হবার প্রহর গুনছে অহর্নিশ।

রাবণের ভাবালুতা মাখা, মেঘমেদুর চাদরে মোড়া কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে সোঁদা মাটির ঘ্রাণ গায়ে জড়িয়ে, কাকভেজা শরীরে সামনে দাঁড়াতেই মেয়েটা বাঁকা চাঁদের মতো প্রশ্ন চোখেমুখে মেখে বলে—'শ্রাবণের প্রথম দোলনচাঁপা কই?'

প্রেমিকের কাছে শ্রাবণের উপহারস্বরূপ কদম ফুল চাইতে শুনলেও দোলনচাঁপা চাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে রীতিমতো অপ্রস্তুত করে তোলে!

ইট-পাথরের শহরে কোথায় দোলনচাঁপা পাওয়া যায় আমার জানা নেই, তাই জোর গলায় এমন ভুল দ্বিতীয়বার না হওয়ার কথাও দিতে পারছিলাম না! মেয়েটার এহেন শিশুসুলভ আবদারে প্রায়শই থমকে যেতে হয় আমাকে।

এ শহরের চলতি পথে ইট-পাথর, ধুলো-ধোঁয়া, বাস-ট্রাকের নাগরিক ব্যস্ততার ভিড়ে ফুলের দোকান, পুরোনো বাড়ির সীমানা, অচেনা গলির বাগানে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকি শুভ্র, কোমল, তুলতুলে দোলনচাঁপা!

শত খুঁজেও ব্যর্থ হয়ে পরেরবার আমি তার সামনে হাজির হলাম একগুচ্ছ পদ্ম হাতে।

তবে সে পদ্মগুচ্ছেও ছিল যান্ত্রিকতার ছাপ! এ শহরের ফুলবিক্রেতাগুলোও বড্ড বেরসিক—পদ্মের পাপড়িগুলোকে তারা বিশেষ কৌশলে আধভাঙা করে, কৃত্রিম রঙে রাঙিয়ে বিক্রয়যোগ্য করে তোলে বটে, তবে তাতে আর বোঝার উপায় থাকে না আদৌ এটা পদ্ম নাকি ভিনদেশি নাম না জানা অন্য কোনো ফুল!

শ্রাবণের প্রথম বৃষ্টিস্নানে দোলনচাঁপা হাতে উপস্থিত হতে না পারার তীব্র অপরাধবোধ ঢাকতে রসিকতার স্বরে তাকে বললাম—'হতে পারে পদ্মের গায়ে দেওয়া রং কৃত্রিম, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি এ পদ্ম কৃত্রিমতাহীন ভালোবাসায় মাখা!'

মুচকি হেসে মেয়েটা বলে—'দোলনচাঁপা তো শুধু অপেক্ষার অজুহাত মাত্র, এ অপেক্ষা গোটা একটা ঋতুর অপেক্ষা! এ শ্রাবণ না হোক, পরের শ্রাবণেও না হয় অপেক্ষায় থাকব তোমার দোলনচাঁপার!'

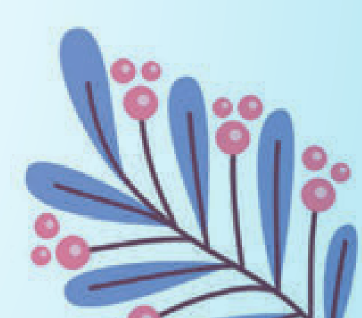

মিঁয়াও

ফাত্তাহ তানভীর রানা

লিলির স্বামী তিন বছরের জন্য ইটালি গেছে। যাবার দুই বছর পেরিয়েছে অনেক আগেই। লিলির বিয়ে হয়েছে পাশের গ্রামে। বিয়ের আগে লিলির একই গ্রামের একটা ছেলের সাথে প্রেম ছিল, কিন্তু লিলির বাবা রাজি হয়নি।

ঐ ছেলেটির নাম বুলবুল। বাবা বিয়ে দেননি তাতে কী? লিলি আর বুলবুল প্রায়ই পুরান প্রেমের গপ্পে মজে ওঠে। নিশুতি অধিবেশনে বুলবুল লিলির ঘরের চারপাশে বিড়ালের ডাক ডেকে যায়। মিঁউ, মিঁউ মিঁউ মিঁউ.....মেও মেও মেও মেও....!

আর লিলি বিড়ালের খাবার দিতে ব্যস্ত হয়ে যায়।

বুলবুল লিলির জন্য একটা উপহার কিনেছে, আগামী সপ্তাহে লিলিকে দেবে। লিলির গর্ভে সন্তান নেই। অন্যদিকে বুলবুল এক কন্যা সন্তানের জনক।

একদিন খুব ভোরে লিলির দরজায় ধাক্কা পড়ল, লিলির ঘুম ভেঙে গেলে দরজা খুলে দেখল তার স্বামী সামাদ মিয়া!

"তুমি কোই থেইক্কা আইলা খবর না দিয়াই?"

"আর কোই থেইকা! আড়াই বছর শ্যাষ, করোনার ঠাবেই অস্থীর! আগে-ভাগেই ছুটি দিচ্ছে আমাগো, রাকলে বেতন দিবো কেডা?"

সামাদ মিয়া একবেলা ভালো করে ঘুমিয়ে বিকেলে বাজারে গিয়ে চা খেয়ে ঘরে ফিরল। রাতে পরিবারের সবার সাথে একসাথে খেয়ে লিলির সাথে ঘুমাতে গেলো।

অনেকদিন পর সামাদ লিলিকে কাছে পেল, সামাদ মিয়া রোমান্টিক হয়ে উঠল। কিন্তু লিলি ধরা দিতে চায় না! সামাদ লিলিকে জিজ্ঞেস করে, "কি গো কি হইল তুমার?"

"আর কি অনেক দিন পর লজ্জা লাগে গো!"

"ও সোনা এই কথা?

লিলিকে সামাদ আবিষ্ট করল।

হঠাৎ ঘরের বাইরে বিড়াল ডাকতে শুরু করলো।

মেও মেও মেও মেও মেও....মিঁউ মিঁউ মিঁউমিঁউ.....মিঁয়াও, মিয়াওঁ......!

ক্রমশঃই বিড়ালের ডাক বিশ্রীভাবে বাড়তে লাগলো।

"বুলবুলের তো আইজকা আসার কথা না",-লিলি ভাবছে। এদিকে সামাদ মিয়া ততক্ষণে জাদুর গালিচায় উড়ছে।

গোলাপ মিয়ার সংসার

মো. সৈয়দুল ইসলাম

রামের নাম রসুলপুর। গ্রামে গোলাপ মিয়া নামে এক গরিব কৃষক বাস করে। স্ত্রী মালতী আর দুই মেয়ে জুঁই এবং জবাকে নিয়ে গোলাপ মিয়ার সংসার। বড় মেয়ে জবা কলেজে পড়ে। পড়ালেখায় জবা খুবই ভালো। কলেজে তার অনেক সুনাম আছে। কিন্তু ছোট মেয়ে জুঁই বেশি পড়ালেখা করতে পারেনি। অভাব-অনটনের সংসারে পঞ্চম শ্রেণিতেই তার পড়ালেখা থেমে যায়। গোলাপ মিয়া দিন আনে দিন খায়। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে, দিনমজুরের কাজ করে। এভাবেই চলে গোলাপ মিয়ার সংসার।

গরিব হলেও গোলাপ মিয়া স্বপ্ন দেখে—বড় মেয়ে জবা পড়ালেখা করে ডাক্তার হবে, তাদের ঘরে সুখ আসবে।

হঠাৎ একদিন গোলাপ মিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্ত্রী মালতী এবং দুই মেয়ে গোলাপ মিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান গোলাপ মিয়া স্ট্রোক করেছেন। এই কথা শোনার পর মালতীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। মালতী চিন্তায় পড়ে গেল—কী করবে? কোথায় যাবে? গোলাপ মিয়ার মা-বাবা, ভাই-বোন আপন বলতে কেউ নেই। একমাত্র বসতবাড়ি ছাড়া গোলাপ মিয়ার আর কোনো সম্বলও নেই। বাবাকে বাঁচাতে জবা এবং জুঁই মাকে বসতবাড়ি বিক্রি করতে বলে। মালতী আর কোনো উপায় না পেয়ে রাজি হয়ে যায়। গ্রামের গনি মাতব্বরের কাছে বাড়িটি বিক্রি করে দেয়।

তারপর মালতী তার স্বামীকে ভালো একটি হাসপাতালে ভর্তি করে। জুঁই এবং জবা তাদের বাবার পাশে বসে কাঁদতে থাকে। ডাক্তার তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'দোয়া করো, তোমাদের বাবা ভালো হয়ে যাবে।' দেখতে দেখতে ছয় মাস কেটে যায়। কিন্তু গোলাপ মিয়ার ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

হঠাৎ একদিন গোলাপ মিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বাবার মৃত্যুতে জবার কলেজ যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীহারা মালতী দুই মেয়েকে নিয়ে জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে যায়। ঢাকায় গোলাপ মিয়ার এক প্রতিবেশী থাকত। মালতী তাদের প্রতিবেশীর পাশেই একটি ভাড়া বাসায় উঠল।

জুঁই এবং জবা ভালো বেতনে গার্মেন্টসে চাকরি নিল। স্বামীর শোকে মালতীও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বাবা হারানো দুই মেয়ে মাকে বড় এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে মালতী সুস্থ হয়ে উঠল। জুঁই এবং জবা তাদের মাকে আর অভাব বুঝতে দেয়নি। গোলাপ মিয়ার রেখে যাওয়া সংসার এভাবেই সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America, Inc.

TITLE SPONSOR

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন

Grand Sponsor

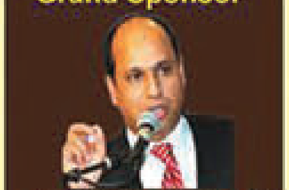

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Platinum Sponsor

Mohammed Sheikh Forhad
Certified Public Accountant
Forhad CPA & Associates

২৩ আগস্ট, রবিবার
23 August, Sunday

সুধী,
আসছে ২৩ই আগষ্ট, রোজ রবিবার, চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন ছায়াঘেরা কুইন্সের ফ্লাশিং ম্যাডোস করোনা পার্কে স্নিগ্ধ শ্যামল মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আমন্ত্রণে -

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র

স্বর্ণের সেট,
এয়ার টিকেট
(নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক,
নিউইয়র্ক-ঢাকা)
টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইলসহ
আকর্ষনীয় পুরস্কার

বনভোজন উদযাপন কমিটি

আহ্বায়ক
মো: আইয়ুব আনছারী

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোহাম্মদ হারুন মিয়া
আক্তার উল আজম

অর্থ উপকমিটি
সুমন উদ্দিন
তমাল কে চৌধুরী

প্রধান সমন্বয়কারী
মোহাম্মদ ফরহাদ

সমন্বয়কারী
নুরুস সোফা
মোহাম্মদ শাহ আলম

অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন
মোহাম্মদ এম বিল্লাহ
আলী আকবর বাপ্পী
ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া

সদস্য সচিব
শিমুল বড়ুয়া

যুগ্ম সদস্য সচিব
মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন (আতিক)
মো: এ ওদুদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনায়
সুশান্ত দত্ত

ক্রীড়া পরিচালনায়
মোহাম্মদ জাহেদুল আজম (জাহেদ)
মো: শওকত আলী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:

মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী, মেহবুবুর রহমান বাদল, হাসান চৌধুরী, আবুল কাসেম ভূঁইয়া, নুরুল আলম (নুরু), আহসান হাবীব, জসিম উদ্দীন, সরওয়ার জামান চৌধুরী, একেএম ওয়াহিদী, শাহজাহান মাহমুদ, আল জোবায়ের মানিক, আফসার উদ্দিন, আলহাজ্ব এম এ জাফর, হাজী মোহাম্মদ শফিউল আলম, মুজিবুল হক, নুরুল আজিম, মীর কাদের রাসেল, মফজল আহমদ, আমজাদ হোসেন ভূইয়া, আব্দুল কাসেম, আব্দুল হামিদ, ইকবাল হোসেন, সরওয়ার আলম, নবী হোসেন, একেএম মেজবাহ উদ্দিন, মনজুরুল আলম, মোহাম্মদ জাফর চৌধুরী, মুহাম্মদ দিদার, মহিউদ্দীন চৌধুরী খোকন, সাধন কর, জয়নাল আবেদীন জাহাঙ্গীর, বাবু মনোরঞ্জন, খোরশেদ আলম, আবদুল মান্নান, জয়নাল আবেদীন, মো: হারুনুর রশিদ, আবুল হালীম, মো: সেলিম, মোহাম্মদ আলী নুর, মোহাম্মদ ইয়াসিন, মোহাম্মদ আকতার হোসেন, মোহাম্মদ আলী, এরশাদ চৌধুরী, মুরাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ ইকবাল, রিদুয়ানুল হক, হাফিজ উদ্দিন, গোলাম মওলা, সমিরুল হক বাবুল, মোহাম্মদ শফি, খায়রুল বাসার, নওশের চৌধুরী, হাবিবুর রহমান (হ্যামডেন, কানেকটিকাট), অমল বিকাশ বড়ুয়া, শিশির বড়ুয়া, প্রণামেশ বড়ুয়া, বাবু মং, সবুজ বড়ুয়া, সুমিত বড়ুয়া, সঙ্গীন বড়ুয়া, সুজয় বড়ুয়া, প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, অভিজিৎ বড়ুয়া, খোকন বড়ুয়া, উজ্জ্বল বড়ুয়অ, লুলু বড়ুয়া।

নিউ জার্সী আবদুর রফিক, দিদার চৌধুরী, মোহাম্মদ সরওয়ার, মো: এনাম, কাউসার চৌধুরী, মুজিবুল হক, আনিস মাহমুদ, মোহাম্মদ সেলিম, হাফেজ মোহাম্মদ ইদ্রীস, বুলবুল চৌধুরী, মুনতাসির বিল্লাহ, কাজী জোনায়েদ, ফয়েজ আলম।

ষ্টামফোর্ড কানেকটিকাট মোহাম্মদ জামান, মোহাম্মদ ছালাম নুর, নুরুল হক, জামাল উদ্দিন, জাফর সালেহ, সেলিম জামান, মোস্তাক জামান, মোহাম্মদ জসিম, ইমরান রহিম।

ব্রীজফোর্ড কানেকটিকাট এম শওকত হোসেন চৌধুরী, এম জাসেদুল আলম জাস, আরিফ এম জোবায়ের, ইহসান ছবুর, মোক্তার আহমেদ।

ফিলাডেলফিয়া মেয়র মোহাম্মদ আবু তৈয়ুব, এনাম চৌধুরী, মঈনউদ্দীন, গিয়াস উদ্দিন, জাহেদ চৌধুরী, ফেরদাউস হাসান (সাবেক কাউন্সিলার)

মাকসুদুল হক চৌধুরী
সভাপতি
(৯১৭) ৮৫৪-৪১৪৪

MEDIA PARTNER
সাপ্তাহিক আজকাল

মো: মাসুদ হোসেন সিরাজী
সাধারণ সম্পাদক
(৬৪৬) ৩৬৩-০৩৩১

Train Direction: Via 7 Train to Mets-Willets Point, Then Walk from Mets-Willets Point to destination location (Meadow Lake)
Car Direction: Exit 11 from Venwyk Expwy South - Flushing Meadow Park (Lake) Exit 12A from Vanwyk Expwy North - Stay Left (Meadow Lake)

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

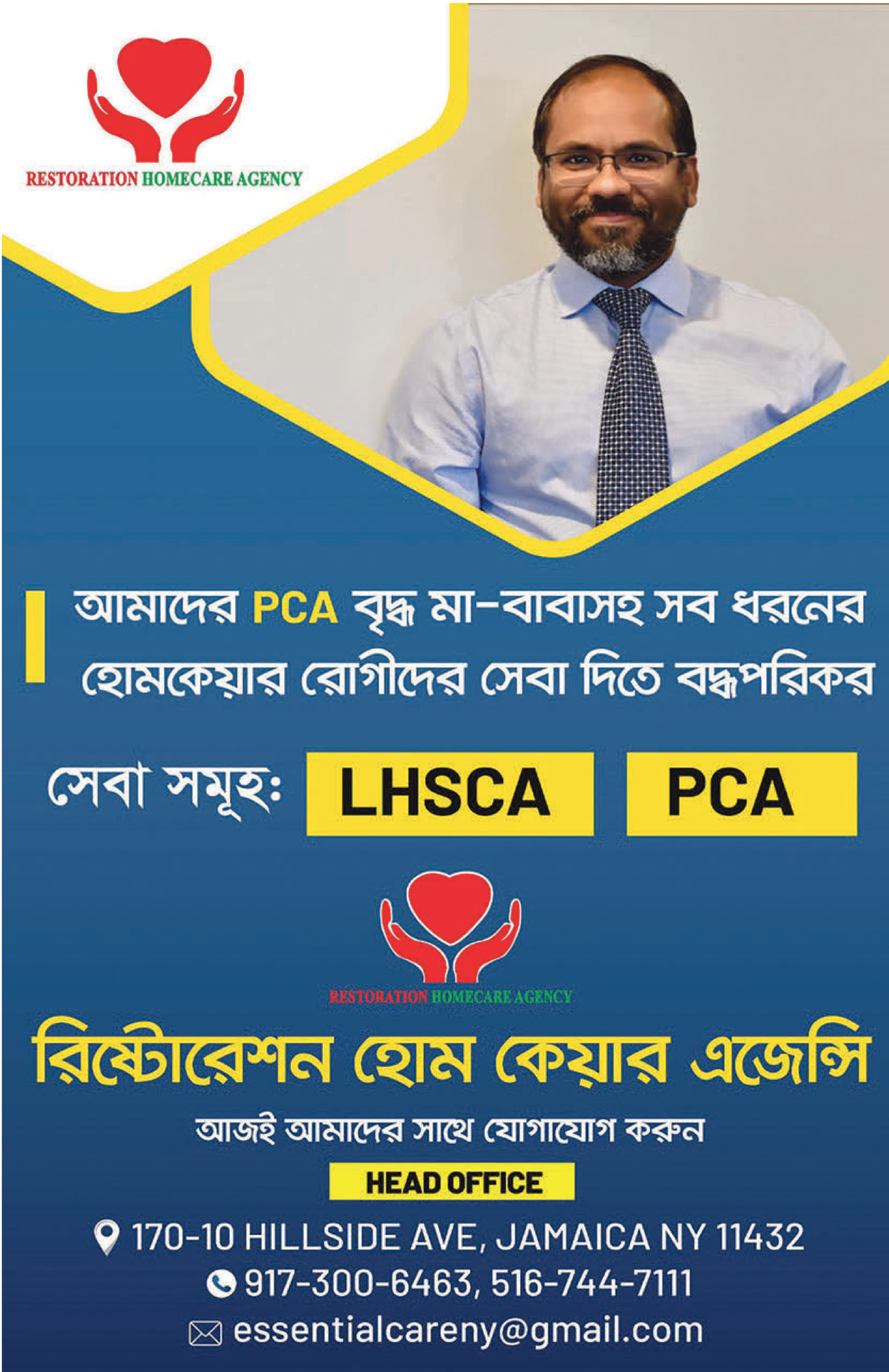
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহঃ
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 20 August 2026, 10th Year, Issue 492
বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট ২০২৬, ৫ ভাদ্র ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯২

শামীম ওসমান: নামের আড়ালে সম্পদ ও অপকর্মের পাহাড়

প্রকাশ্যে এলেন নিউইয়র্কে

প্রকাশ্যে দেখা দেওয়ার পর আবারও উঠে আসছে দেশে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে থাকা দুর্নীতি ও নানা অপকর্মের কথা!

অভিজিৎ দে

নারায়ণগঞ্জের রাজনীতিতে কয়েক দশক ধরে প্রভাবশালী একটি নাম শামীম ওসমান। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের এই নেতা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার সংসদ সদস্য হন এবং পরবর্তী সময়ে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসন থেকে নির্বাচিত হন। 'খেলা হবে' ডায়ালগে বেশ জনপ্রিয় আওয়ামী লীগের এই নেতা ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যেন একেবারেই হারিয়ে যান। দুর্নীতি, অর্থপাচার, অবৈধ সম্পদ, চাঁদাবাজি ও ২০২৪ সালের আন্দোলন ঘিরে মানবতাবিরোধী অপরাধের গুরুতর সব অভিযোগ যেন বাড়াচ্ছিলো আরও অপেক্ষার সময়। তবে ক্ষমতাচ্যুতের প্রায় ২ বছর পর নিউইয়র্কে আবারও প্রকাশ্যে দেখা মিললো আওয়ামী লীগের এই নেতাকে। আর প্রকাশ্যে আশার পর আবারও আলোচনা সমালোচনায় উঠে আসছে দেশে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে থাকা

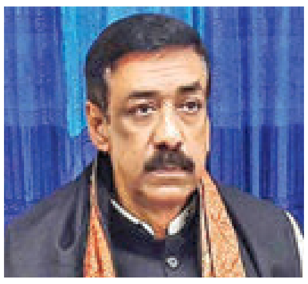

শামীম ওসমান

দুর্নীতি ও নানা অপকর্মের কথা!

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগ

২০২৫ সালের জুলাইয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন শামীম ওসমান ও তাঁর স্ত্রী সালমা ওসমানের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করে। দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, শামীম ওসমান ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের বাইরে প্রায় ৬ কোটি ৬৭ লাখ ৫৩ হাজার ৬৮৯ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন।

এর পাশাপাশি তার নয়টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৪৩৯ কোটি ৮২ লাখ ৩৯ হাজার ৪৮০ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। তার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রায় ৩ কোটি ৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ এবং আটটি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২৪৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুদক।

শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে শুধু অবৈধ সম্পদের অভিযোগই নয়, অর্থপাচারের অভিযোগেও মামলা হয়েছে। দুদক জানায়, শামীম ওসমান, তার স্ত্রী সালমা ওসমান এবং ছেলে তানভীর আহমেদের বিরুদ্ধে প্রায় ২ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে মামলা করার অনুমতি দেওয়া হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, কে টেলিকমিউনিকেশন্স লিমিটেডের মাধ্যমে ৯১ কোটি ৫০ লাখের বেশি আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলের বিপরীতে প্রায় ২ কোটি ৫১ লাখ মার্কিন ডলার আয় হলেও সেই অর্থ দেশে না এনে পাচার করা হয়েছে।

এদিকে শামীম ওসমানের আর্থিক কর্মকাণ্ডের তদন্ত তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দুদক তার দুই সন্তান ইমতিনান ওসমান ও লাবীবা জোহা অঙ্গনার বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগে পৃথক মামলা করে।

বিদেশে বাড়ি, ব্যবসা ও সম্পদ নিয়ে তদন্ত

শামীম ওসমান ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে বিদেশে সম্পদ ও ব্যবসা গড়ে তোলার অভিযোগও দুদকের অনুসন্ধানের অংশ হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার একটি আদালত শামীম ওসমান, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ইমিগ্রেশন আবেদন

অনলাইন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় কাগজের ফর্ম, ডাকের খাম ও লকবক্সে আবেদন জমা দেওয়ার প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসছে। নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসন আবেদন ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে জমা দেওয়ার পথ খুলে দিয়েছে নতুন একটি ফেডারেল বিধি।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এ বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তী চূড়ান্ত বিধি জারি করেছে। বিধিটি ১১ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে এখনই সব ধরনের অভিবাসন আবেদন অনলাইনে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে।

ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত বিধি অনুযায়ী, ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কিছু ফর্মের ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক করতে পারবে। এ জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। বিধি নিয়ে জনমত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

নতুন বিধিতে বলা হয়েছে, কোনো ফর্ম অনলাইনে জমা দেওয়ার সুযোগ চালুর পর অন্তত ১৮০ দিন না

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

জাতিসংঘ

মঞ্চে এবার দুই ভূমিকায় বাংলাদেশ

ইব্রাহীম চৌধুরী

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে শুরু হচ্ছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন। এর উচ্চপর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে ২২ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ২৮ সেপ্টেম্বর। যেখানে বিশ্বনেতারা একত্র হয়ে আলোচনা করবেন জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক শান্তি-নিরাপত্তার মতো বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে। এবারের অধিবেশনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "আস্থা পুনরুদ্ধার, রূপান্তর ব্যবস্থাপনা: সবার জন্য কার্যকর একটি জাতিসংঘ।"

এই অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য অন্য বছরগুলোর তুলনায় একেবারেই ভিন্ন তাৎপর্য বহন করছে। গত ২ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন সাইপ্রাসের বহুপক্ষীয়তা-বিষয়ক বিশেষ দূত আন্দ্রেয়াস এস কাকৌরিস। ১৯০টি ভোটের মধ্যে খলিলুর রহমান পান ৯৯ ভোট, আর কাকৌরিস পান ৯১ ভোট। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁর "অসাধারণ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা" শুধু সাধারণ পরিষদের জন্যই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে পুরো জাতিসংঘের সাফল্যের জন্যই একটি নিশ্চয়তা।

এই বিজয়ের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, চার দশক আগে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরবর্তীতে সংসদ স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ সালে একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। খলিলুর রহমান নিজে সে সময় হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com